



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2018

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিচার সাগর মন্থন করে শ্রীকৃষ্ণ ও পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্য- টি স্পষ্ট
করো"

(শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী প্রসঙ্গে)

প্রশ্ন:- ব্রহ্মা বাবা নিজের সঙ্গে কি কথা বলেন ? উনি কোন্ কথায় আশ্চর্য অনুভব করেন ?

উত্তর :- ব্রহ্মা বাবা নিজের সঙ্গে কথা বলেন - জানি না কেন ক্ষণে ক্ষণে শিববাবাকে ভুলে যাই।
এমন তো নয় বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন শিববাবার স্মরণ থাকে, বাবা চলে গেলে স্মরণে থাকে
না । কিন্তু আমি ঔঁনার সন্তান, এই বিস্মৃতি কেন হয়? তাহলে কি আমার স্মরণের দ্বারা-ই বাবা
আসেন ? ব্রহ্মা বাবা এমন এমন কথা ভেবে আশ্চর্য অনুভব করেন ।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর আমরা হলাম সেই প্রেমের পিয়াসী ...

ওম্ শান্তি। শিববাবা বসে নিজের হারানিধি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে গীতার ভগবান কে ? কারণ
এইসময় ভারতে আছে অজ্ঞানতার অন্ধকার। একেই বলা হয় ঘন অন্ধকার, অজ্ঞানতার আঁধার ।
তারপরে আলো চাই জ্ঞানের আলো। পরমপিতা পরমাত্মা-কেই মানুষ জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল ভাবে,
বিশ্বাস করে। আচ্ছা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর কাছে কি প্রাপ্ত হয় ? নদীর জল দিয়ে ভরপুর
স্নান করে। তোমরা জ্ঞানের সাগরের কাছে কি প্রাপ্ত করো ? একটি ফোঁটা। বাবা এসে বাচ্চাদের
বোঝান - আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, তোমাদের জ্ঞানের এক ফোঁটা প্রদান করি। কিসের ফোঁটা ?
শুধুমাত্র এই বলি - আমি তোমাদের পিতা। তোমরা আমাকে স্মরণ করো। এই ভাবো যে আমরা
নিজের শান্তিধাম-সুখধামে যাই।

জ্ঞানের সাগর এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেন। ঘরে বসেও দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেন।
মানুষ তো একে অপরকে সামনা সামনি দৃষ্টি দেয়। বাবা ঘরে বসে সাক্ষাৎকার করান। এক ফোঁটা
প্রাপ্ত করে তোমরা এখান থেকে চলে যাও। এখানে বসে বসে তোমরা বৈকুণ্ঠে চলে যাও। এখন
বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। গীতার ভগবান কে ? তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর নিরাকার। মানুষ তো
গায়ন করে শ্রী কৃষ্ণের জন্যে। এখন তোমাদের বোঝাতে হবে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান শোনান নি। প্রথমে বলা
হয় কৃষ্ণ মাতার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। কংস পুরী ছিল। পরে আওয়াজ হয় - হে কংস, তোমার
হত্যাকারী এসেছে। এই কথা তো জানো যে সবাই হল অসুর। কংস, জরাসন্ধ , অকাসুর, বকাসুর পাপ
আত্মারা সবার বিনাশের জন্যে কৃষ্ণের জন্ম দেখানো হয়। অর্থাৎ শ্রী কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন। তিনি
ছিলেন শিশু। তাহলে জ্ঞান কবে শুনিয়েছেন ? তারা তো যুদ্ধের ময়দানে কৃষ্ণের বড় বয়সের রূপ
দেখিয়েছে , শিশু রূপ দেখায়নি। যদিও কৃষ্ণ জয়ন্তীর পরে গীতা জয়ন্তী দেখানো হয়। কিছু কাল
পরে যখন বড় হয়েছে তখন হয়তো জ্ঞান দিয়েছে । এও দেখানো হয় - জন্ম নিয়েছে। সময়ও
দেখানো হয় - রাত্রির সময়। এখানে তোমরা দেখছ শিববাবার আগমন হয়েছে। কেউ জানেনা যে
কখন প্রবেশ করেন। শিববাবা তো শিশু হন না। তিনি তো বৃদ্ধ বাণপ্রস্থ অবস্থায় আসেন। কবে
আসেন - তার কোনো ডেট নেই। কৃষ্ণের তো তিথি তারিখ আছে এবং গর্ভে জন্ম হয়েছে। এখানে
শিববাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। ঔঁনার শৈশব নেই, যে বড় হয়ে জ্ঞান শোনাবেন। কৃষ্ণ তো

মানুষ ছিল। মানুষকে জ্ঞানের সাগর বলা হবেনা। তাঁর তো জন্ম-ই হয়েছে স্বর্গে। তিনি কাউকে রাজ যোগের শিক্ষা দিতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই হলেন রাজা। সঠিকভাবে তোমরা জানো যে নিরাকার বাবা এসে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। পতিতদের পাবন , রাজার রাজা করেন।

ওই হদের রাত ও দিন এবং বেহদের রাত ও দিনের অর্থও পৃথক। এই হল সঙ্গম যখন ব্রহ্মার রাত পূর্ণ হয়ে ব্রহ্মার দিন শুরু হয়। এই হল বেহদের রাত্রি, অজ্ঞানের অন্ধকার। সত্যযুগ হল আলোময় সকাল। রাতের কোনো কথা নেই। তারা তো কৃষ্ণের জন্ম রাতে পালন করে। ওই হল হদের কথা, এই হল বেহদের কথা। বাবা বলেন আমি আসি , আমার কোনো তিথি তারিখ নেই। কৃষ্ণ-রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিথি তারিখ আছে। মূখ্য হল দুটি।

এখন কৃষ্ণ জয়ন্তী আসছে তাই না ! তাদের বোঝাতে হবে কৃষ্ণ তো হল শিশু। রাত ও দিন হল ব্রহ্মার, সেটাই প্রসিদ্ধ । ব্রহ্মার দিন হল কৃষ্ণ এবং ব্রহ্মার রাত হল ব্রহ্মা। ব্রহ্মা-ই আবার কৃষ্ণের রূপে জন্ম নেন। কৃষ্ণের দিন অথবা কৃষ্ণের রাত বলা হবেনা। তারা ভাবে কৃষ্ণ হলেন ভগবান, সর্বস্থানে হাজির। অতএব এই বিষয়েও বোঝাতে হবে। তোমাদের হল শিব জয়ন্তী বা শিব রাত্রি বল। শিব জয়ন্তী বলা ঠিক হবে। এইসবও বোঝাতে হবে। তিনি গর্ভে তো আসেন না। সাধারণ দেহে আসেন। কৃষ্ণের ৮-টি বংশ চলে। শৈশবে তাকে মোহন বা কৃষ্ণ বলা হত। যেমন প্রিন্স অফ ওয়েল্স হয় তেমনই ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ সিংহাসনে সর্বপ্রথম বিরাজমান হয় - প্রিন্স অফ ইন্দ্রপ্রস্থ। তারপরে সে প্রিন্স থেকে রাজা হবে। কৃষ্ণ শব্দ নয়, মহারাজা নাম-ই গায়ন আছে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণকে মহারাজা - মহারানী বলা হয়। কিং শব্দটি ইংরেজদের , আসলে নাম হল মহারাজা-মহারানী। এমন নয় নারায়ণ জ্ঞান দিয়েছিলেন। স্বয়ংবর সভার পর কৃষ্ণ নারায়ণে পরিণত হন। এবারে এই জ্ঞানের সাগর শিবের নাম তো পরিবর্তন হয়না। একটি-ই নাম। ওঁনার রথ টি খুব বড়। এসেই জ্ঞান শোনানো আরম্ভ করেন। ইনি (ব্রহ্মা) কিছুই জানতেন না। এনার মধ্যে এসেছেন , সেসব বোঝা তো যায় , তবেই সাক্ষাৎকার করানো হয়। নলেজ দিচ্ছেন। এই সাক্ষাৎকারের রহস্য অথবা এই নলেজ প্রথমে বোঝা খুব কঠিন ছিল। বাবা নিজের অনুভব বলেন - প্রথমে বেনারসে গিয়ে দেওয়ালে গোলাকার ইত্যাদি তৈরি করি। বোঝা কঠিন ছিল যে এইসব কি ? কারণ উনি একেবারে শিশু সম হয়ে গিয়েছিলেন। নতুন জন্ম হয়েছিল কিনা। বলা হয় কিনা - বাবা, আমরা আপনার ৮ - ১০ মাসের সন্তান । অর্থাৎ আমিও সন্তান হলাম। তাই প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না। সেসব জ্ঞানের কথা ভিন্ন ছিল। আবোল-তাবোল কিসব লিখতাম। এখন তো শিখে শিখে কত বছর হয়ে গেছে! এখন বাবার কথা বুঝতে পারি। বাচ্চাদের কৃষ্ণ জয়ন্তী প্রসঙ্গে বোঝাতে হবে। চিত্র তো সঠিক আছে। ঝাড়ের চিত্রে ব্রহ্মার ছবি আছে। মাখন তো ইনি আত্মসাৎ করেন। বিশ্বের মালিকানা রূপী মাখন। কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রালব্ধ নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স তারপরে ওনার সন্তানরাও প্রিন্স হবে। এইটি হল ওনার প্রালব্ধ যা কলিযুগে তো ছিল না। তাহলে এই সূর্য বংশী প্রালব্ধ কে তৈরি করেন ? গায়ন আছে - জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন, ফলে অজ্ঞানতা রূপী অন্ধকারের বিনাশ হল। জ্ঞানের সাগর তো হলেন শিববাবা। তিনি এসেছেন ও স্বর্গের স্থাপনা করছেন। কন্ট্রাস্ট বলতে হবে। কৃষ্ণ কিভাবে গান করতে পারে, উনি তো শিশু। গর্ভে এসেছেন। দেখানো হয় - সেখানে কংস , জরাসন্ধ ইত্যাদি ছিল। কিন্তু সেখানে অসুর তো থাকতে পারেনা। অসুর এবং দেবতাদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। সুতরাং অসুর অবশ্যই কলিযুগের শেষে থাকবে, দেবতারা সত্যযুগের আদি কালে থাকবে। দুই জনের যুদ্ধ তো লাগেনি। মহাভারতের যুদ্ধ যথার্থ

আছে। দেবতার তে এখানে থাকতে পারেন না। অসুরদের সঙ্গে অসুরের যুদ্ধ হয়েছে। মুসলমানদের রাজত্ব দেখছে। সঠিক ভাবে যাদব, কৌরব, পাণ্ডবও আছে।

পাণ্ডব হল অহিংসবাদী, যোগবলের অধিকারী। এখানে তো রক্তের নদী বয়ে যায়। শত্রুতা তো আছে। পার্টিশনের সময়ে রক্তের নদী ভালো রকমই বয়ে ছিল, তাইনা। ভাই-ভাইয়ের যুদ্ধ হয়েছিল, তারা ভাই-ভাই তো তাইনা। যুদ্ধ তাদের হয়েছিল, নাহলে রক্তের নদী বইবে কিভাবে ? এরা তো একে অপরের খুন করে। তলোয়ার দিয়ে আক্রমণ করে তবেই রক্তের নদী বয়। আর এই হল সঙ্গমের সময়। রক্তের নদীর পরে ঘি-এর নদী বইবে। কৃষ্ণ হল শিশু প্রিন্স। যদিও তারা বসে তারও গ্লানি করেছে। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবেনা। দেবতাদের মহিমার গায়ন আছে - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম.... এইরূপ মহিমা সন্তানের হতে পারেনা। মহিমা সর্বদা রাজা-রানীর হয়। তারা লক্ষ্মী - নারায়ণকে সত্যযুগে এবং কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কত বড় ভুল করেছে ! লক্ষ্মী-নারায়ণের শৈশবের কাহিনী কেউ বলতে পারবেনা। রাম-সীতার কাহিনী একটু তো বলতে পারবে। কৃষ্ণের বিষয়ে উল্টো কথা বলে। কিছু ঠিক কথাও তো বলা। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো মহিমা গায়ন হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন, মর্যাদা পুরুষোত্তম, অহিংসা পরম ধর্ম..... । আচ্ছা, তাঁদের রাজত্ব কে প্রদান করেছে ? মানুষের নাম শুনে কনফিউজ হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বললে তোমরা চলে যাও সত্যযুগে। এইটি হল নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। কৃষ্ণ হওয়ার কথা বলা হয় না, একে সত্য নারায়ণের কথা বলা হবে। সত্য কৃষ্ণের কথা বলা হয়না। সত্য বাবা জ্ঞানের সাগর এই কথা শোনান। সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথা। তাতে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের কথা সম্মিলিত আছে। তাঁদের ৮৪ জন্মের কথা দেখানো হয়েছে। শ্রী নারায়ণের কথা শুনে ভব সাগর পার হয়েছে। সঠিকভাবে বাবা বসে বাচ্চাদের নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা শোনাচ্ছেন। শ্রী নারায়ণ হলেন বরিশ্রু তাইনা। স্বয়ম্বর হওয়ার পূর্বে কে ছিলেন ? লক্ষ্মী নারায়ণ নাম ছিল নাকি অন্য কোনো নাম ছিল ? তাঁরা হলেন রাধে-কৃষ্ণ , যাঁদের স্বয়ম্বর হওয়ার পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম রাখা হয়েছে। বাবা রচনা বা এসেয় লিখতে দেন সেই বিষয়ে তোমাদের বিচার সাগর মন্বন করা উচিত। সর্ব প্রথম ভুল হল এইটি। তোমরা জানো এখন হল কলিযুগ। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবও আছে। এখন কলিযুগের সময়ও আছে। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ হবে। বাবা বলেন - আমি গাইড হয়ে এসেছি, রাবণের হাত থেকে মুক্ত করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আত্মাদের-ই নিয়ে যাব।

গায়ন আছে আত্মা-পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... এমন নয় যে কৃষ্ণ রয়েছে বহুকাল। মহিমা কেবল মাত্র নিরাকারের - সুন্দর মেলা আয়োজিত হয় সদগুরুকে যখন দালাল রূপে কাছে পাওয়া যায়। এখানে তো সবাই গুরু। গায়ন আছে - দালাল রূপে সদগুরু প্রাপ্তি সত্য পরম পিতা পরমাত্মা দালাল রূপে প্রাপ্ত হন। এই সওদা দালাল দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই হল একরকম আশীর্বাদ অনুষ্ঠান। আত্মা ও পরমাত্মা হল আলাদা। পরমাত্মা হলেন নিরাকার তিনি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ওঁনার সঙ্গে তোমাদের আশীর্বাদ হয়। নিজে দালাল স্বরূপে থাকেন। তিনি বলেন আমায় অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই শরীরে বসে বলেন মামেকম স্মরণ করো। আমি তোমাদের মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে যাব , তারপরে তোমাদের রাজত্ব দিয়ে নির্বাণধামে বিরাজিত হব। কৃষ্ণ এমন কথা খোড়াই বলবেন। এই হল আত্মা ও পরমাত্মা। কৃষ্ণ হলেন শিশু। অনেক কথা আছে বোঝানোর জন্যে। বাবা বোঝাচ্ছেন কিভাবে এনার মধ্যে প্রবেশ করা হয় ? তিনি বুঝতে পারলেন - আমি রাজার রাজা হই। বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়েছে এবং মনে

আনন্দ হয়েছে। তারপরে বিনাশের সাক্ষাৎকারও হয়েছে। কিন্তু অত বোঝা যায়নি। এখন বোঝা যায় বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - তুমি নয় থেকে নারায়ণে পরিণত হবে। কিন্তু সেই সময়ে অত বোঝার ক্ষমতা ছিলনা। যেমন রাতে বাবা বলছিলেন - কি হয় জানিনা যে শিববাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এমন তো নয় বাবা যখন প্রবেশ করেন তখন বুঝতে পারি বাবা এসেছেন, স্মরণ থাকে, বাবা চলে গেলে ভুলে যাই। পয়েন্ট শোনাতে অনুভব হয় - বেহদের বাবা এসে শোনাচ্ছেন। কিন্তু আমি নিজেই ভুলে যাই। তিনি কি আমার স্মরণের টানে আসেন ? এমন বলা হয় - আমি প্রতি ক্ষণে স্মরণ করি। তিনি এলে যদিও সবার কল্যাণ হয়। স্মরণ করা-ই হল মুখ্য। তিনি আসুন বা নাই আসুন, বাবাকে স্মরণ নিশ্চয়ই করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে গীতা জয়ন্তী পালনের পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। প্রথমে হয় শিব জয়ন্তী তারপরে গীতা জয়ন্তী তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী। শিব হলেন বরীষ্ঠ । ফট করে এসে গীতা শুনিয়েছেন। শিশু নন। এইসব কথায় বিচার সাগর মন্থন করা উচিত - আমরা কিভাবে বোঝাব ?

প্রথমে চিন্তন করো - শিব কাকে বলে, যাঁর রাত্রি পালন হয়। সত্যযুগে হল শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। নয় থেকে নারায়ণ হওয়ার নলেজ তো নিশ্চয়ই ফাদার দেবেন, তিনি হলেন নলেজফুল। অন্য কাউকে নলেজফুল বলা হয়না। গড ইজ নলেজফুল , রচয়িতা, বীজরূপ। তিনি ড্রামার নলেজ বলে দেবেন। ড্রামা কবে আরম্ভ হয় , কবে সম্পূর্ণ হয়, কারো জানা নেই। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয় - সেসব কেউ বোঝাতে পারেনা। যিনি ত্রিকালদর্শী তিনি বলে দেবেন। ত্রিকালদর্শী তো কেউ নেই , কেবল একমাত্র বাবা ব্যতীত। উনি-ই তোমাদের ত্রিকালদর্শী করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাস্টার নলেজফুল এবং ত্রিকালদর্শী হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমাত্মা শিবের মহান পার্থক্যকে স্পষ্ট করে ঘন অন্ধকার থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে।

২) বাবা যে নিবন্ধ বা এসে (essey) দেন তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ভাবতে হবে - কাকে কিভাবে বোঝানো যায়।

বরদান :- খুশীর খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সদা খুশী থেকে এবং খুশীর দান দিয়ে মহাদানী ভব

ব্যাখ্যা: সঙ্গম যুগে বাপদাদা সবচেয়ে বড় খাজানা দিয়েছেন খুশীর খাজানা। রোজ অমৃতবেলায় খুশীর একটি পয়েন্ট চিন্তন করো আর সারা দিন খুশীতে থাকো। এইরূপ খুশীতে থেকে অন্যদেরও খুশীর দান করো, এইটি বিশাল মহাদান কারণ দুনিয়ায় অনেক সাধন হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের প্রকৃত সত্য অবিনাশী খুশীর অভাব রয়েছে, তোমাদের কাছে খুশীর ভান্ডার আছে তো দান দিতে থাকো, এইটাই হল সবচেয়ে বড় উপহার।

স্লোগান - মহান আত্মাদের পরম কর্তব্য হল - উপকার, দয়া ও ক্ষমা।

সদা সমর্থ ভাবো তথা বর্ণন করো

আওয়াজের উর্ধ্বে থাকা বাবা আজ আওয়াজের দুনিয়ায় এসেছেন, সব বাচ্চাদের আওয়াজের উর্ধ্বে হওয়ার স্থিতিতে নিয়ে যেতে । কারণ, আওয়াজের উর্ধ্বে স্থিতিতে অতি সুখ আর শান্তির অনুভূতি হয় । নৈঃশব্দ হওয়ার শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিতি হলে সদা নিজেকে তুমি বাবা সমান সম্পন্ন স্থিতিতে অনুভব করবে । আজকের মানুষ আওয়াজের উর্ধ্বে প্রকৃত শান্তি প্রাপ্তির বিভিন্ন চেষ্টা করে । তারা কতোরকম সাধন আপন করে নিতে থাকে । কিন্তু সবাই তোমরা শান্তির সাগরের বাচ্চা শান্ত স্বরূপ, মাস্টার শান্তির সাগর । সেকেন্ডে শান্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও । এইরকমই অনুভাবী তোমরা, তাই না ! সেকেন্ডে শব্দে আসা আর সেকেন্ডে শব্দের উর্ধ্বে গিয়ে তোমাদের স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাওয়ার এই প্র্যাকটিস করো তোমরা ? তোমরা তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের মালিক, তাই না ! যখনই তুমি চাও কর্মে আসতে পারো, যখন চাও কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও । একেই বলা হয়ে থাকে এক মুহূর্তে স্বতন্ত্র আর এক মুহূর্তে কর্ম দ্বারা সবার প্রিয় হওয়া । এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার অনুভব হয়, তাই না ! যে বিষয়কে দুনিয়ার লোকে মুশকিল বলে, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্য সহজই নয়, বরং অতি সহজ কারণ তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান । দুনিয়ার লোকে ভাবে, এটা কীভাবে সম্ভব হবে ! সেই হতভম্ব অবস্থায় তারা তাদের বুদ্ধি এবং দেহ দ্বারা পথ ভুলে ঘুরে বেড়ায়, এক্ষেত্রে তোমরা কি বলো ? 'কিভাবে হবে', এই সঙ্কল্প তোমাদের কখনো আসতে পারে ? কিভাবে এই জিজ্ঞাসাই কোশ্চেন মার্ক । সুতরাং, "কিভাবে", বলার পরিবর্তে তোমাদের থেকে আবার আওয়াজ বার হয়, "এইভাবে হয়" । 'এইভাবে'

বলা অর্থাৎ "ফুল স্টপ" । সুতরাং, কোশ্চেন মার্ক বদলে ফুল স্টপ হয়ে যাওয়া । কাল তোমরা কি ছিলে আর আজ তোমরা কি হয়েছে ! বিশ্বের ফারাক, তাই না ! বিশ্বের ফারাক হয়ে গেছে, বিশ্বাস করো তোমরা ? কাল বলতে, ওহ্ গড় ! আজ ওহ্ বলার পরিবর্তে তোমরা বলো, ওহো , ওহো , ওহো মিস্ট্রি বাবা ! গড় নয়, বাবা । দূরের থেকে তোমাদের কাছে পেয়ে গেছ বাবাকে । তোমরা বাবাকে খুঁজেছ আর বাবা তোমাদের বিভিন্ন কোণ থেকে খুঁজে নিয়েছেন । যতই হোক, বাবাকে কোনরকম মেহনত করতে হয়নি । তোমাদের অনেক মেহনত করতে হয়েছে, কারণ বাবার কাছে তোমাদের পরিচয় ছিলো, কিন্তু তোমাদের কাছে বাবার পরিচয় ছিল না । সবাই তোমরা স্নেহের গীত গাও । বাপদাদাও বাচ্চাদের জন্য স্নেহের গীত গান, বাপদাদা রোজ স্নেহের সবচেয়ে মহান গীত গান । যে গীত শুনে সব স্নেহী বাচ্চাদের মন খুশিতে নাচতে থাকে । তিনি রোজ গীত গান, আর এই কারণেই স্মরণিকা হিসেবে গীতের মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠ । বাবার গীতের স্মরণিক হিসেবে গীতা বানানো হয়েছে । আর গীত শুনে বাচ্চাদের খুশিতে নাচা, খুশিতে, আনন্দে –সুখে থাকার বিভিন্ন অনুভবের স্মরণিক হিসেবে তারা ভাগবৎ বানিয়েছে । সুতরাং, উভয়ের স্মারকই হয়ে গেল, তাই না ! এইরকম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান নিজেদের মনে করো কিংবা অনুভব করো ? নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে এমন অনেক আছে, কিন্তু যারা অনুভব করে তারা কোটির মধ্যে কতিপয় মাত্র । অনুভাবীমূর্ত হওয়া অর্থাৎ বাবা সমান সম্পন্ন হওয়ার অনুভাবীমূর্ত । প্রতিটা সম্বন্ধের, প্রতিটা বোলের অনুভব হতে দাও । সম্বন্ধের দ্বারা বিভিন্ন প্রাপ্তির অনুভব হতে দাও । সকল শক্তির অনুভব হতে হবে । সমস্ত গুণের অনুভব হতে হবে । তোমরা যখনই চাও, গুণের গহনা ধারণ করতে পারো । এই সর্বগুণই ভ্যারাইটি জুয়েলারি । সময় এবং স্থান অনুযায়ী তোমরা গুণের গয়না দিয়ে নিজেদের সাজাতে পারো । শুধু নিজেকেই নয়, বরং অন্যদেরও

গুণের দান দিতে পারো। জ্ঞান দানের সাথে সাথে গুণ দানেরও অনেক মহত্ব। গুণের মহাদানী আত্মা কখনো কারও অপগুণ দেখেও ধারণ করবে না। কারও অপগুণের সঙ্গদোষে প্রভাবিত হবেনা, বরং আরও গুণ দান দিয়ে অন্যের অপগুণকে, গুণে পরিবর্তন করে দেবে। যেমন তোমরা ভিক্ষুককে ধন দান দিয়ে সম্পন্ন বানাও, একইভাবে, যাদের মধ্যে অপগুণ আছে তাদের গুণ দান দিয়ে গুণবানমূর্ত বানিয়ে দাও। যোগ দান, শক্তি দান, সেবার দান যেমন প্রসিদ্ধ, তেমন গুণ দানও বিশেষ দান। গুণদান দ্বারা আত্মায় উদ্যম -উৎসাহের ঝলক অনুভব করাতে পারো। তাহলে তোমরা এইরকম সর্ব মহাদানী মূর্ত অর্থাৎ অনুভাবী মূর্ত হয়েছো তো ?

আজ, বাবা বিশেষভাবে ডবল বিদেশি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাপদাদা আগেই ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষত্ব তোমাদের শুনিয়েছেন। ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বাপদাদা দূরদর্শী বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চা বলেন। দূরে থেকেও বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে চিনে অধিকারী হয়ে গেছে। এইরকম দূরদর্শী বুদ্ধিমান বাচ্চাদের বিশেষত্ব অনুযায়ী, নম্বরক্রমে বাপদাদার বিশেষ স্নেহ থাকে। সবাই তোমরা পতঙ্গ হয়ে নিজের দেশ থেকে উড়তে উড়তে বহির্লিখিত জ্বলতে এসেছো, নাকি তোমরা কেউ কেউ শুধু চক্রাকারেও ঘুরছো ? জ্বলা অর্থাৎ সমান হওয়া। তাহলে তোমরা কি জ্বলবে নাকি চক্র লাগাবে? কোন ধরণ সংখ্যায় বেশি ? তোমরা যে-ই হও আর যেমন-ই হও, বাপদাদা তোমাদের পছন্দ করেন। তবুও দেখ, কতো মেহনত করে এখানে পৌঁছে তো গেছ, তাই না ! এইজন্য সদা নিজেকে মনে করো যে বাবার হয়েছো আর সদা বাবার হয়েই থাকবে। এই দুট সঙ্কল্প সদাই তোমাদের সামনে এগিয়ে যেতে সমর্থ করে তুলবে। নিজের কমজোরি সম্বন্ধে বেশি ভেবোনা। দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে তুমি আরও দুর্বল হয়ে যাও। "আমি অসুস্থ, অসুস্থ" বারবার বলাতে তোমরা ডবল অসুস্থ হয়ে যাও। "আমি এত শক্তিশালী নই, আমার যোগ ততো ভালো হয়না, আমার সেবা এত ভালো না, আমি বাবার প্রিয় নাকি প্রিয় নই, জানিনা সামনে এগোতে পারবো কি পারবো না"- এই ভাবনাও বেশি দুর্বল করে দেয়। মায়া প্রথমে হালকা রূপে ট্রাই করে, কিন্তু তোমরা সেটাকে বড় আকার দিয়ে দাও, তাইতো মায়া চাম্প পেয়ে যায় তোমার সাথী হওয়ার। সে শুধু ট্রাই করে, কিন্তু তার ট্রাই করাটা না জেনে ভাবতে থাকে যে 'আমি তো এইরকমই, এইজন্য সেও সাথী হয়ে যায়। কমজোরের সাথী মায়া। কখনো দুর্বল সঙ্কল্প বারবার বর্ণনও কোরোনা, ভেবোও না। বারবার ভাবলেও স্বরূপ হয়ে যায়। সদা এটাই ভাবো যে, "আমি বাবার হবোনা তো আর কে হবে ? আমি বাবার ছিলাম, আমিই আছি ! কল্পে কল্পে আমিই হবো, এই সঙ্কল্প তোমাদের সুস্থ ও মায়াজিৎ বানাবে। দুর্বলতা আসে পরে। তোমরা তাকে না চিনে সত্য বলে ভাবো বলেই তো মায়া তোমাদের তার নিজের করে নেয়। যেমন তারা সীতার ড্রামাতে দেখায়, রাবণ ভিক্ষুক ছিলোনা, কিন্তু সীতা ভেবেছিলো সে ভিক্ষুক। সে তো শুধু তাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলো, কিন্তু সেটাই সত্য বলে মেনে নেওয়ায় তার ভোলাভাব (সহজভাব) দেখে রাবণ তাকে নিজের করে নিয়েছিলো। এখানেও, ব্যর্থ এবং দুর্বল সঙ্কল্প মায়ার রূপ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে আসে। কিন্তু তোমরা সহজ হওয়ার জন্য অর্থাৎ তোমাদের ভোলাভাবের কারণে মায়া তোমাদেরকে তার করে নেয়। "আমি এইরকমই", এইভাবে তোমরা বলতে থাকায় মায়া তার নিজের জন্য জায়গা বানিয়ে নেয়। তোমরা সেরকম কমজোর নও। তোমরা সমর্থ। মাস্টার সর্বশক্তিমান। বাপদাদা দ্বারা বাছাই করা কোটির মধ্যে থেকে তোমরা কতিপয় মাত্র। এমন আত্মারা কমজোর কিভাবে হতে পারে ! এইরকম ভাবনা মানেই মায়াকে স্থান দেওয়া। তাকে স্থান দিয়ে দাও, তারপর বলো, আমাদের মায়ার থেকে রেহাই দাও। কিন্তু কেনই বা তাকে স্থান দাও ! কেউই তোমরা দুর্বল নও। সবাই মাস্টার। সদা বাহাদুর, সদাকালের মহাবীর। এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প থাকে ? সদা বাবার সাথী। যখন তোমরা বাবার সাথী তখন মায়া তোমাদের সাথী

বানাতে পারেনা । মধুবনে তোমরা কেন এসেছো ? (মায়াকে ছাড়তে) মধুবন মহাযজ্ঞ, তাই না ! তাহলে যজ্ঞে সবকিছু স্বাধা করতে এসেছো । কিন্তু বাবা বলেন, সবাই তোমরা বিজয় অষ্টমী (দশহরা) উদযাপন করতে এসেছ । বিজয়-তিলকের সেরিমনি উদযাপনে এসেছো । তোমরা বিজয়ী হয়ে জয়-টিকা লাগানোর সেরিমনি করতে এসেছো, তাই না ! সবার এক উক্তি "জী হাঁ" , কপি করতে সবাই তোমরা চতুর । এটাও গুণ । এখানেও, বাবাকে তোমাদের কপি করতে হবে । তাঁকে ফলো করা অর্থাৎ তাঁকে কপি করা । এটা সহজ, তাই না ? তোমরা তোমাদের দেশ ছেড়ে আসো, তাইতো বাপদাদাও নিজের দেশ ছেড়ে এখানে আসেন ।

বাপদাদার প্রবৃত্তি (কাজ) নেই কি ! সারা বিশ্বের কার্য ছেড়ে এখানে আসেন । বিশ্ব-প্রবৃত্তিই তো বাবার প্রবৃত্তি, তাই না ! বাবার কাছে তো সবাই তাঁর বাচ্চা । তাঁকে তো সবাইকে দান দিতে হয় । তিনি তাদের উত্তরাধিকার দেননা, কিন্তু দান তো সবাইকে দেন, তাই না ! আচ্ছা !

সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী, বাবা সমান সদা মহাদানী, বরদানী আত্মাদের, সদা মহান অন্তরে নিজেকে মহান অনুভব করে, সদা মায়াকে চিনে মায়াজিৎ, সর্বশক্তিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, দেশ-বিদেশের চতুর্দিকের বাচ্চারা যারা নির্ভায় মগ্ন থেকে, বাবার সাথে রুহ-রিহান করে, বাবার সাথে মিলন উদযাপন করে, যারা স্মরণ-স্নেহ দেয় এবং তা' পত্রের দ্বারাও পাঠায়, যারা মিষ্টি মিষ্টি সমাচার লেখে এবং তাদের নিজ - স্নেহের পুরুষার্থের সমাচার দেয়, বাপদাদা তাঁর সমুখে তোমাদের সবাইকে দেখছেন এবং স্নেহ-স্মরণ দিচ্ছেন । এইসঙ্গে পতঙ্গ হয়ে বহ্নিতে জ্বলে অর্থাৎ প্রতি পদে বাবা সমান হওয়া সকল বাচ্চাদের তিনি স্নেহপূর্ণ স্মরণ দিচ্ছেন এবং নমস্কার জানাচ্ছেন ।

মহারথী ভাই-বোনেদের প্রতি উচ্চারিত অব্যক্ত মহাবাক্য: -

সেবার নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরও মালা আছে, তাই না ! তোমরা সব বিশেষ রত্নরা নিমিত্ত হয়েছো । নিমিত্তের বিশেষত্বই তোমায় নিমিত্ত বানায় । একটা বিষয়ে ব্রহ্মাবাবা তোমাদের জন্য গর্বিত । কোন বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে গর্বিত ? একে অপরের ভাবনা পরস্পরের সাথে মিলিয়ে তোমরা বাচ্চারা আদি থেকে ইউনিটির যে রূপ দেখিয়েছো, তাতে ব্রহ্মাবাবা বিশেষ গর্ব করেন । ইউনিটি এই ব্রাহ্মণ পরিবারের ফাউন্ডেশন, এইজন্য অব্যক্ত বতনে থেকেও ব্রহ্মাবাবার তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য গর্ব করেন । তিনি সূক্ষ্ম বতনে থাকলেও সব কর্মকান্ড দেখেন ।

লন্ডন গ্রুপের সাথে: - সদা রুহানী গোলাপ হয়ে অন্যদের সুগন্ধ বিতরণকারী অবিনাশী বাগিচার পুষ্প তোমরা, তাই না ! সবাই তোমরা রুহানী গোলাপ, যে রুহানী গোলাপ দেখে সারা বিশ্ব তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় । তোমরা প্রতিটা রুহানী গোলাপ কতো ভ্যালুয়েবল ! অমূল্য ! এই কারণে এখনও তোমাদের সকলের জড় চিত্রেরও ভ্যালু আছে । প্রত্যেকটা জড় চিত্র তারা কতো ভ্যালু দিয়ে দেয় বা নেয় । এটা শুধুই সাধারণ পাথর, রূপা বা সোনা, কিন্তু তবুও এর কতো ভ্যালু ! সোনার মূর্তি কতো ভ্যালুতে দেবে ! এত ভ্যালুয়েবল কিভাবে হয়েছে ? বাবার হয়ে তোমরা সদাই শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছ । এই ভাগ্যের গীত সদা গাইতে থাকো । "বাহ্ আমার ভাগ্য ! "বাহ্ আমার ভাগ্যবিধাতা" ! "বাহ্ সঙ্গমযুগ" ! "বাহ্ মিষ্টি ড্রামা" ! তোমরা জানো সবকিছুতেই বাহ্ বাহ্ করতে, তাই না । বাহ্-বাহ্'র গীত গাও তো, তাই না ! লন্ডন নিবাসীদের জন্য বাপদাদার গর্ব হয়, সেবা-বৃক্ষের বীজ লন্ডন । অতএব, লন্ডন নিবাসীও বীজরূপ । ইউ. কে.বাসী অর্থাৎ সদা ও.কে. থাকে,

সদা পঠন-পাঠনে এবং সেবা উভয় ক্ষেত্রেই ব্যালেন্স রাখে । সদা প্রতি পদে নিজের উন্নতি অনুভব করে । যখন বাবার হয়েছেো তো সব বাচ্চার ওপর সদা বাবার সাথে আর বাবার হাত আছে, এই অনুভব করো তোমরা ? যাদের ওপর বাবার হাত আছে, তারা সদা সেফ । সদা সেফ থাকো তোমরা, তাই না ! ও.কে.গ্রুপের কাছে মায়া আসতে পারে না । মায়াও সদা "ও.কে., ও.কে." বলে তোমাদের বিদায় জানিয়ে চলে যায় । ইউ.কে. অর্থাৎ ও.কে. গ্রুপের সঙ্গেও তো খুব শ্রেষ্ঠ, তাই না ! সঙ্গে ভালো, বায়ুমন্ডল শক্তিশালী, তবে মায়া আসবে কিভাবে ! তোমরা সদাই সেফ থাকবে । ও.কে.গ্রুপ অর্থাৎ মায়াজিৎ গ্রুপ ।

মরিশাস গ্রুপের সাথে বার্তালাপঃ - সদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান মনে করো ? ভাগ্য হিসেবে তোমরা কি লাভ করেছেো ? ভাগ্য হিসেবে তোমরা ভগবানকেই প্রাপ্ত করেছেো । স্বয়ং ভাগ্যবিধাতা ভগবান তোমাদের ভাগ্যে প্রাপ্তি হয়েছে, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ? সুতরাং, তোমরা সদা এই খুশিতে থাকো যে " বিশ্বে সবচেয়ে বড় ভাগ্যবান আত্মা আমরা"। না শুধু "আমরা" বরং "আমরা আত্মারা" । যদি তোমরা বলা, আত্মারা, তখন কোনরকম ভুল নেশা তোমাদের থাকবে না । তোমরা দেহী-অভিমানী হলে, তোমাদের শ্রেষ্ঠ নেশা- ঈশ্বরীয় নেশা থাকবে । আত্মারা ভাগ্যবান, যাদের ভাগ্যের গায়ন এখনও হচ্ছে । 'ভগবৎ' তোমাদের ভাগ্যের স্মারক । এটা এমন অবিনাশী ভাগ্য আজও যার গায়ন হচ্ছে, এই খুশিতে সদা এগিয়ে চলো । কুমারীরা নির্বন্ধন, দেহবন্ধন থেকেও মুক্ত, মনের বন্ধন থেকেও মুক্ত । এইরকম নির্বন্ধন যারা, তারাই একমাত্র উড়তি কলার অনুভব করতে পারে । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ - সেবার পার্ট প্লে করতে করত তোমার পার্ট থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বাবার প্রিয় হয়ে সহজ যোগী ভব

কোনো কোনো বাচ্চা বলে, কখনো যোগ লাগে, কখনো যোগ লাগেনা । এর কারণ স্বতন্ত্র ভাবের অভাব । স্বতন্ত্র না হওয়ার কারণে ভালোবাসার অনুভব হয়না আর যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে স্মরণও নেই । যতো বেশি ভালোবাসা ততোই সহজ স্মরণ, এইজন্য সম্বন্ধের আধারে তোমার পার্ট প্লে করোনা, সেবার সম্বন্ধে পার্ট প্লে করো, তবেই তুমি স্বতন্ত্র থাকবে । কমল পুষ্প সমান পুরানো দুনিয়ার বাতাবরণ থেকে আলাদা হয়ে বাবার প্রিয় হও, তবেই সহজযোগী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ - জ্ঞানী আত্মা 'কারণ' শব্দকে মার্জ করে সব পরিস্থিতিতে নিবারণ করে ।

০৩-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :-- কোনো ভুল হলে বাবার কাছে লুকিও না, যদি লুকাও তাহলে লুকোতে লুকোতে নিজেও লুকিয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- বিগড়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে আবার ঠিক করে বানিয়ে দেন যে বাবা, তিনি বাচ্চাদের বিগড়ে যাওয়াকে কোন্ আধারে ঠিক করেন ?

উত্তর :- পবিত্রতার আধারে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা যখন বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করতে আসেন, তখন এই পবিত্রতার উপরই অনেক ঝগড়া হয় । অবলাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় । পবিত্র হওয়া ছাড়া দেবতা হতে পারবে না । ভারতকে কড়ি থেকে হীরা, দুঃখধাম থেকে সুখধাম, পুরানোকে নতুন বানানোর জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এই কাজে বাবাকে সাহায্য করো তাই বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও পূজো হয় ।

গীত : - ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে ? কোন্ বাচ্চারা ? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা । বাবা বলেন, আমি বি.কে.দেব সামনে জ্ঞান শোনাই । বাচ্চারা জানে যে, এখানে কোনো শূদ্রকুমার বা রাবণ কুমার বসতে পারে না । নামই হয়েছে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তোমরা জানো যে আমাদের ব্রহ্মা বাবার বাবা হলেন শিব । আমাদের আত্মাদের বাবাও হলেন শিব । সেই বাবাই সব বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন । ভারতই বিগড়ে গেছে, তাকেই ঠিক করেন । বাবা বলেন যে, ভারত হীরের মতো ছিলো, সুখধাম ছিলো । নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, নতুন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । এখন ভারত খারাপ অবস্থায় এসে গেছে, অসুরের রাজ্য হয়ে গেছে । এই খারাপকে ভালো বা নতুন করেন কে ? এ তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । বরাবর ভারত ছিলো উঁচু এখন নীচু হয়ে গেছে । অন্য কোনো ধর্মের জন্য বলা হবে না যে, এ অনেক উঁচু ছিলো এখন নীচু হয়ে গেছে । যারা রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছিলো তারাই আবার রাজত্ব করে । তাই বলা হয় আবার নতুন করে বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন যিনি । সত্যযুগের পরে আবার অবশ্যই ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ আসেই । সব যুগই খারাপ হয়ে যায় । সত্যো, রজো এবং তমোতে অবশ্যই আসতে হবে । এখন সবই খারাপ হয়ে গেছে । সব ধর্মেরই নিজেদের মধ্যে অনেক হাঙ্গামা । চাইনিজদের নিজেদের মধ্যে, বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে, সকলেই নিজেদের মধ্যে কত লড়াই ঝগড়া করে । এত যে অনেক ধর্ম আছে, সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে । সবই তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থায় আছে । সবাইকেই সত্যোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে । রাবণ তমোপ্রধান বানিয়ে দেয় এরপর রাম এসে সেই খারাপকে আবার ঠিক করেন ।

তোমরা জানো যে রাম কাকে বলা হয় । রাম - রাম বলে মালা ঘোরায়ে তো বাবাকেই স্মরণ করে । নামই হলো রুদ্র মালা । রুদ্র হলো শিবের গলার মালা । সব ধর্মের মানুষ স্মরণ অবশ্যই করে । সর্ব ধর্মের সন্নতিদাতা হলেন শিব । তাঁর সাথে অবশ্যই সাহায্যকারী থাকবে । রুদ্র মালা অনেক সেবা করে । বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে । সেবা করো তখনই তো তোমাদের পূজন হয় । রুদ্র যজ্ঞেরও রচনা করা হয় তা কেবল ভারতে নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, কেননা তোমরা সম্পূর্ণ

দুনিয়াকে পবিত্র করো । সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা স্বর্গ বানাও, তাই অবশ্যই সম্পূর্ণ সৃষ্টির তোমাদের পূজা করা উচিত । রুদ্র হলেন বাবা । তাঁর বড় শিবলিঙ্গ মাটির বানানো হয় আর ছোটো ছোটো শালগ্রামও বানানো হয় । এর নাম হলো রুদ্র যজ্ঞ । তোমাদের পূজা হয় কারণ তোমরা সেবা করে গেছো । মানুষ রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে, অনেক পূজা করে । লাথ শালগ্রাম বানানো হয় । প্রথমে হলো ৮ এর মালা, তারপর ১০৮, তারপর ১৬১০৮ এর মালা । তারা সাহায্য করেছে, যারা অনেক সাহায্য করবে তারাই কাছাকাছি আসবে ।

তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো রুদ্র মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এ খুবই সহজ । বাচ্চাদের জন্য বাবাকে স্মরণ করা খুবই সহজ, জন্মমাত্রই বাবা - মাম্মা বলা শিখে যায় । তোমরাও তো বাবা - মাম্মার সন্তান হয়েছো । তোমরা বলাও -- তুমি মাতা - পিতা -- । এখন তোমরা জানো যে, আমরা মাতা - পিতার সামনে বসে আছি । সেই মাতা - পিতা আমাদের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য শিক্ষাদান করছেন । এমনিতে তো রাজা বানানোর জন্য রাজাকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত । ব্যরিস্টার বানানোর জন্য যেমন ব্যরিস্টাররাই শিক্ষা দেন কিন্তু এ তো আশ্চর্যের কথা । পরমপিতা পরমাম্মাই হলেন স্তানের সাগর । তিনিই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি । সমস্ত বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদিকে তিনিই জানেন । তিনি হলেন নিরাকার, নলেজফুল, রিসফুল এবং দয়ালু । তিনি সকলের উপর দয়া করেন, তারাও সতোপ্রধান হয়ে যায় তাই তাঁকে বেহদের সর্বদয়া বলা হয় । এই এই নাটকেই নিহিত আছে । আত্মা পবিত্র হলে সমস্ত জিনিসই পবিত্র হয়ে যায় । এখন এই তত্ত্ব ইত্যাদিও কতো ক্ষতি করে । ওখানে তত্ত্বও সতোপ্রধান হয় । কখনোই কেউ বৃদ্ধ হয় না । তাই এই বি গড়ে যাওয়া পরিস্থিতিতে ঠিক করেন বাবা । তাঁকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয় । সেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটিই রাজ্য স্থাপন করেন । তিনি নিজে নিরাকার, তাঁকে মহারাজা অথবা বিশ্বের মালিক বা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন, এমন কথা বলা যাবে না । তিনি তো "করণকরাবনহার ।" তিনি দেবী - দেবতার রাজধানী স্থাপন করেন কিন্তু নিজে রাজত্ব করেন না ।

তোমরা বাচ্চারা বলা, আমরা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি এই বিশ্বের মালিক হই । এরপর তোমাদের উপর কোনো অথরিটি চলে না । কেউই হুকুম করতে পারে না । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ আর কেউই থাকে না । তাই বাচ্চারা, তোমাদের সিদ্ধ করে বলতে হবে যে, সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা । ভগবানই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই । মানুষ খারাপ হয়ে গেছে তাই বাবা এসে তাদের আবার দেবতা করেন । সমস্ত কিছুই এই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, পবিত্র হওয়ার জন্য অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের অনেক যুক্তির সঙ্গে চলা উচিত । এতে অনেক সাবধানতার প্রয়োজন । একটা খেলা দেখানো হয়, যেখানে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো স্ত্রী কতো রকম চরিত্রের অভিনয় করে । বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, এতে তোমাদের নষ্টমোহা হতে হবে । অনেকেরই স্বামী বা সন্তানের প্রতি মোহের আকর্ষণ থাকে । কন্যাদের তো তাদের মা - বাবা আর ভাই - বোনের প্রতি মোহ থাকে তারপর যখন বিয়ে করে তখন আরো যোগ হয়ে যায় । পতি, শাশুড়ি, তারপর যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন তাদের প্রতিও মোহ তৈরী হয় । ডবল বৃদ্ধি হয়ে যায় তাই প্রথমে তো নষ্টমোহ হওয়া উচিত, এতে অনেক পরীক্ষা আসে । রাজারা যখন গৃহত্যাগী হয় তখন প্রথমে গুরুর কাছে যায়, তিনি তাদের দিয়ে কাঠ কাটান, আশ্রম পরিষ্কার ইত্যাদি করান যাতে দেহ অভিমান দূর হয় । এখানেও এমনই নিয়ম । গরীবরা তো এইসব কাজ করতেই থাকে । বড় ঘরের

মানুষদের মধ্যে অনেক দেহ ভাব থাকে, তাই তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় । শুরুতে বাবাও তো পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তাই না ? এই দেহ ভাব দূর করার জন্য তোমরা সব কিছুই করতে । মোটর পরিষ্কার করা, ধোপার কাজ করা । কেউ এলেই বলো - প্রথমে তো এই কাজ করতে হবে । বড় ঘরের মানুষদের জন্য আসাই তো খুব মুশকিল । গরীবদের উপর আবার মার খাওয়ার সমস্যা । পবিত্র থাকতে দেয় না । তাদের সঙ্গে যুক্তির সঙ্গে চলতে হয় কিন্তু অবশ্যই সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হওয়া চাই । অর্ধেক নষ্টমোহা হবে তো এক পা এদিকে আর এক পা ওদিকে আটকে থাকবে । তখন এমনভাবে আটকে খুবই দুঃখী হয়ে যায় । বাবাকে ভোলার কারণে ছি ছি হয়ে যায় ।

বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিরন্তর স্মরণ করার কারণে অনেক যুক্তি বলে দেন । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিত হবে । বাবা কল্পে কল্পে শ্রীমত দিয়ে এসেছেন । এই রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হয় । যারা আগের কল্পের মতো পুরুষার্থ করবে, তারা লুকিয়ে থাকতে পারবে না । চট করে মনে পড়ে যায় । দাস - দাসীও তো হয়, তাই না । এখানে থাকলে রাজধানীতে তো এসেই যাবে কেননা, যাই হোক, বাচ্চা তো হয়েছেই । দাস - দাসী হয়ে তখন কিছু না কিছু পদ পেয়েই যায় । না হলে এই দাস - দাসীরা কোথা থেকে আসবে । প্রজাদের তো ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় না । দাস - দাসীরা তো ভিতরেই থাকে । অনেকেই বলে, আমরা যদি কৃষ্ণের দাস - দাসী হতে পারতাম, তাও ভালো । মার থেকেও বেশী তাদের কোলেই থাকে । আজকাল বাচ্চাদের তো নার্সই সামলায় । ওখানে তো কৃষ্ণকে দেখভাল করাতেও অনেক খুশী হয় । কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে তো সব মায়েরা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায় । ওখানেও দাসীরাই সব সামলায় ।

বাপদাদার খুব ভালো ভালো বাচ্চা চাই । বাবা তো বলেন ---কতো পরিশ্রম করতে হয় এই রাজধানী স্থাপন করতে । ঝাড়ে ঝাড়ে কাঠি, তা সামলাতেই অস্থির হয়ে যায় । কারোর কারোর উপর তো চলতে চলতে কু গ্রহের প্রভাব পড়ে যায়, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । এ তো গুড়ই জানে আর গুড়ের বস্তু জানে অর্থাৎ বাপদাদা জানে । বাবা তো গুড়ই, তিনি অতি মিষ্টি । সেই গুড়ের বস্তু অর্থাৎ যাঁর মধ্যে তিনি আসেন, তিনি জানেন আর ইনি জানেন । মায়া রাবণ এমন থাপ্পড় মেরে দেয় যে তা জানাই যায় না । অবজ্ঞা যদি হয়ে যায় তো ক্ষমা তো চাও, না হলে অনেক কর্ম ভোগ হয়ে যায় । বোঝালেও বোঝে না । মায়ার এমনই গ্রহণ লেগে যায় । এ কথা বাবা নিজেই বলেন । কখনো যোগ খুবই সুন্দর লাগে, কখনো আবার মায়া এমন তুফান নিয়ে আসে যে, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । বাবা বলেন যে, প্রথমে তো তোমরা অনুভব করবে তারপর তো অন্যকে বুঝিয়ে বলবে, তাই না । তুফান তো সব প্রথমে বাবার কাছেই আসে । বাবা বলেন যে নিজেকে কোনো কেউকেটা মনে করো না । মন স্বচ্ছ হলে উচ্চ লক্ষ্য হাসিল হয় । মনে আর বাইরে যদি স্বচ্ছ হয় তখনই তো সেই স্বচ্ছ হৃদয় দেখে সাহেব (বাবা) খুশী হন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের বিগড়ে যাওয়া সবকিছুকে বাবাই ঠিক করে দিচ্ছেন । আমরা একদম বাঁদরের মতো ছিলাম । বাবা আমাদের মন্দিরের উপযুক্ত করেন । আমরা বিশ্বের মালিক হই, তখনই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেদী পাই । সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় । সারা বিশ্বের হয়ে আমরা রাজত্ব করি তারপর আমাদের জন্য মন্দির তৈরী হয় যেখানে আমাদের পূজা হয় । আমরাই প্রথমে পূজা করতাম তারপর আমরাই পূজ্য হলাম, তারপর আমরাই পূজারী হই আবার আমরাই পূজ্য হই । খুব ভালোভাবেই তো বোঝানো হয় । মায়া খুব ভালো ভালো বাচ্চারও মাথা খারাপ করে দেয় । দেহ ভাব খুব ক্ষতি করে দেয় তখন কিছু না কিছু পাপ হয়ে যায় । শিববাবাকে কেউ যেন অবজ্ঞা না করে । তাঁর কাছে কেউ

যেন কিছু না লুকায় । ধর্মরাজও আছেন, তিনি অনেক বড় দণ্ড দেন । তাঁর ভয় থাকা উচিত । অবজ্ঞা হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ---বাবা, আজ আমার এই ভুল হয়ে গেছে । শিববাবার কাছে ব্রহ্মার দ্বারা বলবে । ভয় থাকে যে ব্রহ্মা তো প্রথমে পড়বে । আরে, তিনি তো বাবা, তিনি শিক্ষা দেন । মাশ্বাও শিক্ষা দেন । তোমাদেরও যদি কেউ বলে তখন তোমরাও শিববাবাকে খবর দাও । মাশ্বা - বাবাও তখন জেনে যায় । বোঝানো তো অনেকই হয় । বন্য হাতি হয়ো না । হাতির অনেক দেহ ভাব থাকে । এই দেহ ভাবও অনেক ক্ষতিকারক, অর্ধেক কল্প তো চলে আসছে । ওখানে তো বুঝতে পারে যে, আমি আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করি । সেখানে আত্ম - অভিমানী বলা হবে । এখানে তো সবাই দেহ অভিমানী । বাচ্চাদের তাই শ্রীমত নিতে হবে । ভুল কখনোই লুকানো উচিত নয় । লুকাতে লুকাতে তোমরা হারিয়ে যাও । যোগ ছিল হয়ে যায় । বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন একমাত্র ভগবানই হলেন অখরিটি । এখন তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, জ্ঞানের তারা বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভিতরে এবং বাইরে হৃদয়কে স্বচ্ছ রেখে সাহেব বাবাকে খুশি রাখতে হবে । মায়ার গ্রহণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবাকে সত্যতার সঙ্গে সব শোনাতে হবে ।

২) সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে । সামান্যতমও কোনো দেহধারীর আকর্ষণে থাকবে না । দেহ ভাবকে নাশ করার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সর্ব শক্তির কিরণ দিয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

সূর্য যেমন নিজের কিরণের দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি তোমরা সবাই যদি মাস্টার জ্ঞান সূর্য হও তাহলে নিজের সর্ব শক্তির কিরণ বিশ্বকে দিতে থাকো । এই ব্রাহ্মণ জন্ম পেয়েছো বিশ্ব কল্যাণের জন্য তাই সর্বদা এই কর্তব্যে ব্যস্ত থাকো । যে ব্যস্ত থাকে সে যেমন নিজেও নির্বিঘ্ন থাকে আর সকলের প্রতিই বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে । তার কাছে কোনো বিঘ্নই আসতে পারে না ।

স্লোগান :-- দায়িত্ব সামলিয়েও সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট থাকাই হলো ফরিস্তা হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানকে অগ্নি বলা হয় না, যোগ হল অগ্নি, যোগে থাকলে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে, তোমরা স্বচ্ছও ফর্সা হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধি রূপী তূনীয়ে জ্ঞান বাণ সদা-ই ভরা থাকে ?

উত্তর : - যারা রোজ ভালোভাবে পড়াশোনা করে ও করায় তাদের বুদ্ধিরূপী তূনীয়ে জ্ঞান বাণ ভরা থাকে। তারা-ই মাতা-পিতার মতন কাঁটারে কুঁড়ি এবং কুঁড়িদের ফুলে পরিণত করার সেবা করতে পারে। যারা ভালোভাবে পড়া করে ও করায় তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হয়।

গীত :- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ তো বোঝানো হয়েছে। ওম্ মানে অহম্ আত্মা। অহম্ আত্মা বলে আমার স্বধর্ম হল শান্ত এবং আমি হলাম শান্তি দেশের নিবাসী। এখানে এই অর্গান বা অঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাই টকি হয়। শরীরের আধার নিয়ে আমরা আত্মারা কর্ম করি। কর্ম তো কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা করা হবে তাইনা। আত্মা বলে ইনি কে, কোথা থেকে এসেছেন ? ওঁনাকে আমরা স্মরণ করি আর ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাই কারণ এই বাবার স্মরণে কখনও বসা হয়নি। অন্য সংসঙ্গ গুলিতে সামনে সন্ধ্যাসী, বিদ্বান ইত্যাদি বসে থাকেন। তিনি বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ ইত্যাদিই শোনাবেন। আত্মার বুদ্ধিতে শাস্ত্র স্মরণে থাকে। গুরুকেই দেখতে থাকে। এখানে তো তোমরা জানো - পরম পিতা পরমাত্মা আসেন। তিনিও হলেন আত্মা, কিন্তু তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা এনার মধ্যে বসে আমাদের সহজ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করছেন। তোমাদের বুদ্ধি শাস্ত্রের দিকে বা দেহের দিকে যায়না। তোমাদেরকে নিজেকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আত্মা হল ফার্স্ট। আত্মার আধারেই শরীর চলে। আত্মা হল অবিনাশী। আমরা আত্মারা বেহদের বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। বাবা বসে নিজের এবং সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন। ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। ঈশ্বর এবং ওঁনার রচনার জ্ঞান আর কারো নেই। ঋষি মুনি ইত্যাদি সবাই অন্তহীন, অন্তহীন বলে এসেছে। রচয়িতা এবং রচনা হল অন্তহীন, আমরা এই বিষয়ে জানিনা। বলা হয় ফাদার শোজ সান। পিতা নিজের বাচ্চাদের দেবেন। বাচ্চারা পিতার পরিচয় অন্যদের দেবে। মানুষ নিজের পিতাকে না জেনে বলে দেয় সর্বব্যাপী। এখন বাচ্চারা বাবার কথা তোমাদের মনে পড়েছে। এমন তো নয়, তোমাদের ভিতরে বাবা প্রবেশ করেছেন। না, বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। এখন বাবা বলছেন আমায় স্মরণ করো। এমন বলেন না যে আমি হলাম সর্বব্যাপী। না, আমায় স্মরণ করো তাহলে যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান তাইনা। ওঁনাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। জ্ঞানকে অগ্নি বলা হবেনা। যোগকে অগ্নি বলা হয় যার দ্বারা পাপ ভস্ম হয়। আর কারো স্মরণে পাপ ভস্ম হয়না।

এই খেলাটি সম্পূর্ণ ভারতের উপরে রচিত। ভারত হীরে তুল্য ছিল শেষে ভারত আবার কড়ি তুল্য হয়। ভারতে হীরে জহরতের মহল তৈরি হত। সোমনাথের মন্দিরে কত সম্পত্তি ছিল। ভারতের মতন সলভেন্ট হওয়া অন্য কোনো ধর্মের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতবাসী মহান সুখী ছিল। বাচ্চারা এখন তোমাদের মনে পড়েছে, ৫ হাজার বছরের কথা অথবা ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে তোমরা

ভারতবাসীরা কত সম্প্রতিবান ছিলে। এখন একেবারে ইনসলভেন্ট হয়েছ। গভর্নমেন্ট প্রজার কাছে ঋণ নিতে থাকে । এইসব বেহদের বাবা বসে বোঝান।

তোমরা শ্রী শ্রী শিববাবা মতামত অনুযায়ী চললে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতায় পরিণত হবে। এখানে তোমরা এসেছ মানুষ থেকে দেবতা হতে। এক ওঙ্কার, সৎ নাম, কর্তা পুরুষ এই মহিমা এক মাত্র ঔঁনার-ই। ঔঁনাকে কাল কখনও গ্রাস করেনা। তিনি-ই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। নোংরা ময়লা কাপড় ধুয়ে দেন। আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা সাদা ফর্সা করেন। তোমরা লক্ষ্য প্রাপ্ত কর যে শিববাবাকে স্মরণ করো , যার ফলে তোমরা খুব ফর্সা হয়ে যাও। আত্মা ও শরীর দুই-ই সুন্দর হয়ে যায়। কলিযুগে তোমাদের শ্যাম বর্ণ হয়। সুন্দর থেকে শ্যাম আবার শ্যাম থেকে সুন্দর হও।

তোমরা জানো ইনি কোনো গুরু বা গোঁসাই নন। ইনি হলেন পরমধাম নিবাসী পরম প্রিয় বাবা। বলেন যখন ধর্মের গ্লানি হয়, ভারতবাসী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয় তখন আমি আসি। এইসবই হল ডামার খেলা। সলভেন্ট ও ইনসলভেন্ট হয়। বাবাকে বলা হয় - নলেজফুল জ্ঞানের সাগর। যখন ভক্তি পূর্ণ হয় তখনই তো জ্ঞান সাগর আসবেন। জ্ঞান অঙ্গন সদগুরু দিয়েছেন ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়েছে। এইসময় সবাই কুঙ্কর্ণের অজ্ঞান নিদ্রায় নিদ্রিত। তারা বলে - ও গডফাদার, কিন্তু ফাদারকে জানেনা। বাবা এসে বুঝিয়েছেন - এবারে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মা- ই পতিত হয় তারপরে পবিত্র হয়। সত্যযুগে পবিত্র ছিলে তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিতে পরিণত হয়েছ এইসব আগে জানা ছিলনা, এখন জেনেছেন এই হল এনার বহু জন্মের শেষ জন্ম । এনার সব বিষয়ের অনুভব আছে । অবশ্য অনুভবী দেহ-ই তো চাই তাইনা। গুরু ইত্যাদি অনেক করেছেন। কৃষ্ণকে খোড়াই গুরু গোঁসাই করতে হয়। এ হল ভুল ভুলাইয়ার খেলা। নিজেরা কল্পনা বসে তৈরি করেছেন। তোমরা হলে উচ্চ ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এখানে তোমরা যজ্ঞের প্রকৃত সেবা কর। বাস্তবে তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার, তারা হল দৈহিক।

আত্মাদেরই বাবা পড়ান। আত্মা পড়ে তাইনা ! আত্মা শোনে। আত্মা বলে আমি ব্যারিস্টার হয়েছি এখন আত্মা বলে আমি সেই নর থেকে নারায়ণে পরিণত হচ্ছি। বাবা পরিণত করেছেন। তিনি হলেন বেহদের বাবা, সকলের বাবা। তিনি আমাদের রাজ যোগ শেখান। তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে ভগবান বলা হবেনা। তাঁরা হলেন দেবতা। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলা হয় তাইনা। এই সাকার যখন সূক্ষ্ম বতনীবাসী অব্যক্ত হয়ে যান তখন তাঁকে দেবতা বলা হবে। অর্থাৎ এইসবই হল বুঝবার কথা, বোঝানোর কথা। দিন প্রতিদিন গুহ্য থেকে অতি গুহ্য কথা বলেন তো সেসব শোনা উচিত। যদি বলবে শোনার সময় নেই, তাহলে নতুন নতুন জ্ঞান বাণ বুদ্ধি রূপী তুনীরে ভরবে কিভাবে। যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে পাবে, তারা-ই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। এ তো খুব সহজ। এতে ভয় পাবেনা। অনেকে বলে এইসব তো খুব কঠিন, অসম্ভব। আরে, তাহলে এঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে হয়েছে ! কারো জানা নেই। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি (ব্রহ্মাবাবা) পুরো ৮৪-টি জন্ম নিয়েছেন। ইনি জানেন না, আমি বলি - তুমি কৃষ্ণ পুরীর মালিক ছিলে। যা এখন অতীত। সেসব এখন স্বপ্ন হয়েছে। যেমন নেহরু মারা গেছেন, সেও স্বপ্ন হয়ে গেছে, যা অ্যাক্ট করেছেন সেসব অতীত হয়েছে। তোমরা ব্রহ্মান্ড, মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের বায়োগ্রাফি জেনেছ। শিববাবা, লক্ষ্মী- নারায়ণ ইত্যাদি সবার বায়োগ্রাফি জানো।

তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উঁচুতে। শিখা হল ব্রাহ্মণদের চিহ্ন। ব্রাহ্মণদের উপরে হলেন শিববাবা। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তোমরা এই চক্র পরিক্রমা কর। আমরা সেই, সেই আমরা - তোমাদেরই বলা হয়। আমরা সেই শূদ্র ছিলাম, আবার আমরা ব্রাহ্মণে পরিণত হই, তারপরে আমরা-ই দেবতা হব। কতখানি সহজ কথা ! বাকি আমরা আত্মারাই পরমাত্মা বলা, বাবাকে সর্বব্যাপী বলা, সবই তো হল বাবার গ্লানি করা। এখন বাবা এসেছেন, বাবা বোঝাচ্ছেন এই রাবণ হল তোমাদের সবচেয়ে বেশি পুরোনো শত্রু। যে তোমাদের এমন পতিত কড়ি তুল্য করেছে। মায়াজিৎ- কে জগৎজিৎ বলা হয়। মায়া অনেক ঝড় সৃষ্টি করে, অনেক বিভ্রান্ত করে। তাতে ভয় পাবেনা। এমন নয়, বাবা দয়া করুন। বাবা বলবেন তোমরা পড়াশোনা করে নিজেই নিজেকে দয়া কর। এমন নয়, আমার দয়ায় তোমরা চিরঞ্জীব হবে। আয়ু বড় কেবল দেবতাদেরই হয়। তোমরা এখানে স্কুলে বসে আছো। তোমরা বলবে আমরা ঈশ্বরীয় কলেজে যাই। স্বর্গের রচয়িতা নিশ্চয়ই দেবী-দেবতায় পরিণত করবেন। ভগবানুবাচ - তোমাদের নিজের এবং সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝাই। দুনিয়ার যে চক্রটি আছে, সেটাই বুঝতে হবে। এই স্বদর্শন চক্রটি ঘোরালে তোমরা চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তা না হলে কাল গ্রাস করবে, আর এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবেনা। কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যাবে। জ্ঞান চিতায় বসে তোমরা ফর্সা হও। বাচ্চাদের ফর্সা করার কাজ একমাত্র বাবার, তার জন্যে সঙ্গমে আসতে হয়। এইটি হল সবচেয়ে উত্তম যুগ, যখন আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা আয়োজিত হয়। নিরাকার পিতা এই শরীরটি লোন নিয়েছেন কারণ ওঁনার নিজস্ব শরীর তো নেই। এই জ্ঞান চক্ষু একমাত্র জ্ঞানেশ্বর ছাড়া কেউ খুলতে পারেনা। যে পবিত্র আত্মা আসে তারা সবাই পতিত হয়ে যায়। সত্যো, রজো, তমো স্টেজ দিয়ে সবাইকে আসতে হবে। এইসময় সবাই হল পতিত আর সবাই এখানেই উপস্থিত। ফিরে কেউ যায়নি। এখন তোমরা বাচ্চার বিবাহের মালিক হচ্ছ। শিববাবা বলেন আমি তো নিষ্কামী, তোমাদের বিশ্বের মালিক করি। আমি ফলের ইচ্ছা করিনা। অর্থাৎ নিষ্কামী তাইনা !

বাবা বুঝিয়েছেন - এখানে নিজেকে আত্মা ভেবে অশরীরী হয়ে বসো। এখন আমরা ফিরে যাই তারপরে স্বর্গে রাজত্ব করতে আসব। এই শরীর ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। শরীর পুরানো হয়েছে। এখন আমরা আবার ঘরে ফিরছি। কল্প-কল্প আমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করি এবং হারাই। বাবা তো সুখ-দুঃখ দেন না। তিনি হলে সর্বদা সুখ-দাতা। বাবা বুঝিয়েছেন এই বিনাশ জ্বালা এই রুদ্র জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত হয়েছে। বাচ্চার সাক্ষাৎকারও করেছে। যে জিনিষের সাক্ষাৎকার করেছে সেসব এই চোখ দিয়ে দেখবে। যে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেছ প্রাক্টিক্যালি তোমরা গিয়ে স্বর্গে বিরাজিত হবে। এখন তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার পুরুষার্থ করছ। ভগবান আসেন ভক্তের কল্যাণ করতে, গতি সদগতি করতে। সুতরাং তোমরা ভগবানের কাছে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করছ। দুটি কথা আছে - জ্ঞান ও ভক্তি । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) পড়াশোনা করে নিজেকে নিজেই দয়া করতে হবে। বাবার কাছে দয়া চাইবেনা। শ্রী শ্রী -এর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকতে হবে।

২) স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে মায়াজিত ও জগৎজিত হতে হবে। মায়াকে ভয় পাবেনা। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- তীর্থ স্থানের স্মৃতি দ্বারা সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হতে পারা পুণ্য আত্মা ভব

ব্যাখ্যা: মধুবন হল মহান তীর্থ। ভক্তি মার্গে বিশ্বাস করা হয় যে তীর্থ স্থানে গেলে পাপ বিনষ্ট হয়ে যায় কিন্তু এর প্রাক্টিক্যাল অনুভব তোমরা বাচ্চারা এইসময়ে কর যে এই মহান তীর্থে এসে পুণ্য আত্মায় পরিণত হও। এই তীর্থ স্থানের স্মৃতি অনেক সমস্যা থেকে পার করে দেয়। এই স্মৃতি-ই একটি তাবিজের কাজ করে। যে কোনো কথাই হোক এখানকার আবহাওয়া স্মরণ করলেই সুখ-শান্তির দোলনায় দুলতে লাগবে। অর্থাৎ এই ধরায় আসাও অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।

স্লোগান - রমতা (রমনীয়) যোগী হতে হলে নলেজ ও অনুভবের ডবল অথরিটি হও।

০৫-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সেবার প্রতি আগ্রহ রাখবে। বিশাল বুদ্ধিদারী হয়ে সেবার জন্য বিভিন্ন যুক্তি খুঁজে বের কর। অর্থহীন বাক্যগুলিকে সংশোধন কর"

প্রশ্ন : ১) যেই আত্মারা অজামিলের মতন কলুষিত হয়ে আছে, তাদেরকে নির্মল করার সাধন কি ?
উত্তর :- তাকে জ্ঞান-মান-সরোবরের জলে সিক্ত করো। যদি সে জ্ঞান-সাগরের অতলে ডুবে থাকতে পারে, তার আত্মার কালিমা ধুয়ে যাবেই।

প্রশ্ন: ২) বি.কে. ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি ?
উত্তর :-বি.কে.ব্রাহ্মণ হয়ে সে যদি বাবার আশ্রয় পালন না করে, তবে তা গর্হিত পাপ। বাবার প্রথম আশ্রয়- তুমি যেন নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কিন্তু এতেই বাচ্চারা ফেল করে। তাছাড়া মায়াও কিছু না কিছু বিকর্ম তো করাবেই।

গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন
. ছেড়ে এবার এই ধরায়
. নেমে এসো

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চাদের মন-বুদ্ধিতে কি ধারণা জন্মায়? কে এসেছেন? (বাবা, টিচার, সদগুরু) 'মাতা-পিতা' শব্দটিও আসা উচিত। 'মাতা-পিতা' শব্দটি ভারতেই প্রচলিত। সর্বাগ্রেই আসে 'মাতা-পিতা', তারপরে আসে 'বাপদাদা'। স্বাভাবিক রীতিতেই এই 'মাতা-পিতা'-র মধ্যে 'বাপ-দাদা' শব্দটিও যুক্ত থাকে, কিন্তু বোঝাবার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই বুঝতে পারে যে উনি মায়ের ভূমিকা পালন করছেন-তেমনি পিতার ভূমিকাও। 'বাপদাদা'-র মধ্যে মাতা কে? খুবই রহস্যের ব্যাপার। লোকেরা তা বুঝতে পারবে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা পিতা হলে তো আবার মাতাও দরকার। প্রজাপিতার সাথে প্রজাপত্নীও তো থাকবে। না, প্রজাপত্নীর প্রয়োজন পড়ে না, যেহেতু বাচ্চারা মুখ-বংশাবলী দত্তক-সন্তান। তাই ব্রহ্মারও পত্নীর প্রয়োজন পড়ে না। যা অতি গুহ্য-গম্ভীর বিষয়। তা বুঝে ধারণ করার জন্য তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন। একমাত্র এই বাবা-ই, যিনি স্বয়ং বাচ্চাদের সন্মুখে আসেন। তোমরা ভাবো 'মাতা-পিতা', 'বাপ-দাদা' সন্মুখে এসেছেন। যারা সেন্টারে ও বাইরের সেবার সাথে যুক্ত, তারা কিন্তু তেমনটা ভাববে না, ভাববে 'মাতা-পিতা' বা 'বাপ-দাদা'-র সন্মুখেই এসেছেন ও নিজেকে ভাববে মাম্মার দত্তক নেওয়া সন্তান। সবচেয়ে ভাগ্যবতী 'লাকী-স্টার' জগদম্মা। সবকিছু পরিচালনার জন্য ওনাকেই মুখ্য করা হয়েছে, ওনার মাথাতেই জ্ঞানের কলস রাখা হয়েছে, আর ব্রহ্মা ব্রহ্মাপুত্র নদ। (নদীর পুরুষাকার নদ)। তবে আবার নদীর স্ত্রী-কার অর্থাৎ সরস্বতী-ও তো চাই। তিনিই আবার জগৎ-অম্মা। পুরুষকে তো আর মা বলা যায় না। এমনই এক গভীর বিচিত্র রহস্য, যা কোনও গীতা-ভগবতেও উল্লেখ নেই।

শাস্ত্রগুলিতে কেবল গল্পই লেখা হয়েছে। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে কিম্বা আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে কি কি ঘটেছিল, সেগুলিই লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু নাম, রূপ, দেশ, কালের সঠিক উল্লেখ নেই, অথচ তা নিয়ে কত প্রকারের নাটকও বানায়। কিন্তু এই বাবা তো স্বয়ং সন্মুখে বসে খুব সুন্দর সহজ-সরল রীতিতে বুঝিয়ে বলেন, যাতে বাচ্চারা প্রত্যেকেই সহজেই বুঝতে পারে। গীতগুলিতেও কিন্তু অর্থহীন

শব্দ থাকে। এখানে তোমরা আকাশ-তত্ত্বের নীচে বসে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো, আর উনি আসেন আকাশ-তত্ত্বেরও অনেক দূর থেকে। অন্যান্য ধর্মের ধর্ম-স্থাপকেরা এবং মুখ্য-মুখ্য আত্মারা, তারাও সবাই এই দুনিয়াতেই আছে। কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই দুনিয়াতে রয়েছে, এটাই ওনার ৮৪-তম অন্তিম জন্ম। তাই সেই আত্মাকে ডেকে আনা যায় না। পরমপিতা পরমাত্মাকেই ডাকা হয়- "বাবা তুমি তোমার মহতত্ত্ব নির্বাণধাম ছেড়ে এখানে নেমে এসো।" আত্মাদের স্থায়ী সিংহাসন মহতত্ত্বই। আর আকাশতত্ত্ব জীবাত্মাদের বাস ও নাটক খেলার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ। গীতগুলি যখন শুনবে, মনে মনে ভুল শব্দগুলির সংশোধন করবে। নাটকের রচয়িতাই গীতগুলির রচয়িতা। যিনি এই বিশ্ব-নাটককে সৃষ্টি করছেন, ওনাকেও জানা দরকার-অবশ্য বিশাল বুদ্ধিরও প্রয়োজন। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন সেবা করার জন্য। এই অবিনাশী নাটক যার, তাকে জানা এবং অন্যদেরকেও তা জানানো আবশ্যিক। অতএব তার কাছে গিয়ে ওনার সাথে মিলিত হওয়াও উচিত। কমপক্ষে এই বোধটুকু থাকা উচিত। বাবা তো কেবল ডাইরেকশন দেবেন। নিজে তো আর তা বলতে যাবেন না। যেমন-বাচ্চারা, এমন এমন করো, শ্রীমৎ অনুসারে চলো,... ইত্যাদি। তাই তো গীতের রচনা- "তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করে এই ধরায় নেমে এসো বাবা। "ধরায় বলতে এখানে ভারত-ভূখণ্ডকেই বলা হয়েছে। যেহেতু এই ভারত-ভূখণ্ডই বাবার জন্মস্থান। এভাবেই নিরাকার বাবাকে ডাকতে থাকে সবাই। কৃষ্ণ মোটেই সবার পিতা নন। আর এই বাঁশের মুরলী যার প্রতীক, তা বাঁশের বাঁশী নয়, মুরলীর প্রকৃত অর্থ জ্ঞান - যা ছোট কৃষ্ণের হাতে দেখানো হয়। তেমনি সরস্বতীকে জ্ঞানের-দেবী বলা হয়। রাধাকে নয়, কৃষ্ণকেও না। সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা অর্থে ব্রহ্মপুত্র নদ জ্ঞানের দেব, অর্থাৎ পিতা-কন্যা। কিন্তু শিবের ক্ষেত্রে তা বলা হয় না। বলা হয়- "গড় ইজ নলেজফুল। "পরমপিতা পরমাত্মা যেখানে জ্ঞানের সাগর, প্রথমেই তিনি নিজের সন্তানদের জ্ঞানী বানাবেন। ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে, বি.কে.দেরকে জ্ঞানের বাণী শোনান। তোমরাই সেই সৌভাগ্যশালী বাচ্চা। বাবা হলেন জ্ঞান-সূর্য আর ব্রহ্মা হলেন জ্ঞান-চন্দ্রমা, আর যিনি 'জ্ঞান-লাকী-সিতারা' তার নাম সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মা অর্থাৎ বড় নদী বা নদ। এই নদের বিস্তৃতি বিশাল। সব নদীই গিয়ে মেশে সাগরে। তাই সেখানে অর্থাৎ সঙ্গমস্থলে মেলার আয়োজন করা হয়। তেমনি সরস্বতী নদীও সাগরে গিয়েই মেশে। কিন্তু তার মেলা হয় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে। এই নদের (পুরুষ নদী) মিলন খুবই চমকপ্রদ। নদী তো সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গ-ই হয়। এ সবার গুহ্য রহস্যগুলিকেই বুঝতে হবে। শুরুতেই তা অন্যদেরকে বলার প্রয়োজন নেই। সর্বাগ্রে বোঝাবে লৌকিক মাতা-পিতা, পারলৌকিক মাতা-পিতার রহস্যকে। লৌকিক মাতা-পিতা থেকে কেবল অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ পাওয়া যায়। এই পার্শ্বেই পাকা করাতে হবে। অন্যেরা কেউ-ই দুই বাবার রহস্যের ব্যাপারটা বোঝাতেই পারবে না। তারা তা জানেই না। কিন্তু কীর্তনগান করে - "তুমি আমাদের মাতা-পিতা, আমরা তোমার সন্তান"..... একথা বললেই এসে যায় পিতা সর্বব্যাপী। তবে সেক্ষেত্রে মাতার অবস্থান কোথায় গেল? আবার মাতা থাকলে পিতাও তো থাকতে হবে। আসলে মাতা-পিতা বলা হয় নিরাকারকে। কিন্তু লোকেরা জানে না কেনই বা তাকে 'মাতা-পিতা' বলা হয়। প্রকৃত অর্থে উনি 'গড়-ফাদার'! তাদেরকে আবার 'অ্যাড্যাম্-ইভ্'-ও বলা হয়। এই অ্যাড্যাম্-ই যে ইভ্ - এই কথাটাই তারা বোঝে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাই মাতারও কার্য করে থাকে। এই অ্যাড্যাম্ আর ইভ্-কে আবার আদম্ আর বিবি-ও বলা হয়। এর প্রকৃত অর্থ লোকেরা জানে না। কিন্তু বি.কে.-রা তা বুঝতে পারে আদম্-বিবি বাস্তবে কি। যিনি বিবি তিনিই আদম্। প্রকৃত অর্থে তিনি হলেন এই বাবা। খুবই জটিল ব্যাপার। ভারতে তার কীর্তন-গাথাও আছে- তুমিই মোদের মাতা-পিতা লোকেরা তাই গায়, অথচ যার প্রকৃত অর্থ তারা জানে না। সত্যযুগকেও অনেক লক্ষ-

লক্ষ বছর পূর্বের বলে থাকে। কিন্তু তা কত? এদিকে গল্প-গাঁথাতে তো অল্প পূর্বের শোনানো হয়। অনেকদিন পূর্বের মানে ৫-হাজার বছর পূর্বে এই ভারত-ভূখণ্ডেই দেবী-দেবতাদের অথও, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজ্য ছিল। তখন আর কোনো রাজ্যই ছিল না দুনিয়াতে। কোনো পণ্ডিত-বিদ্বান একথা বলতে পারে না। একথাও তো জানা দরকার কিভাবে দেবী-দেবতার রাজ্য স্থাপন হয়েছিল? লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই বা কিভাবে হয়েছিল। কিভাবেই বা তারা সেই রাজ্য স্থাপন করেছিল? তার পূর্বে কলিযুগ ছিল। এ তো চিরন্তন সত্য কলিযুগের অন্তের পর সত্যযুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা। যা অনেক আগের কথা, এখন তা আমাদের সামনে। ৮৪-বার জন্ম নিতে নিতে কলিযুগের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি। এবার তোমরা বলতে পারো, ৫-হাজার বর্ষ পূর্বের ঘটনা, যখন এখানেই সত্যযুগের লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব ছিল, যা এখন তার অস্তিত্বও নেই। আবার এখন সেই সময় পুরো হয়েছে। তাই আবারও লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। যা বি.কে.-দের বুদ্ধিতে তা আছে বলেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। প্রকৃত গীতা (মুরলী) তো এই কারণেই লেখা হয়েছে, যাতে তা পড়ে তারা নতুন ভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। এই গীতা যদিও প্রকৃত জ্ঞান, যা তোমরা লিখে রাখো, তবুও তা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তার সাথে অন্যান্য শাস্ত্রাদিও লুপ্ত হয়ে যায়। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে শাস্ত্রের প্রচলন নেই। কল্প পূর্বের মতন আবারও দ্বাপর থেকেই শাস্ত্রের শুরু হবে। শাস্ত্রাদি এসব ভক্তি-মার্গের সামগ্রী। যার বিস্তার অনেক। কিন্তু এই জ্ঞান তো মুহূর্তেই নিতে পারো তোমরা। তাই তো এত অল্পেই সমগ্র রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে জেনে যাও তোমরা। শাস্ত্রে তো তারিখ তিথি, নক্ষত্রের সম্পূর্ণ হিসেব-নিকেশ থাকে।

৮৪-জন্ম কিন্তু সবার পায় না। কেউ ৭০, কেউ ৬০, আবার কেউ বা মাত্র দু-জন্মই পায়। সর্বাধিক-সর্বনিম্নের হয়। যারা পরের দিকে আসবে তারাই ক্রমিক অনুসারে কম জন্ম পাবে। বাদামের শাঁসের অংশটুকুর মতন তোমরা শুধু সারটাই বুঝবে। কিন্তু ৮৪-লাখ জন্ম কখনই নয়। ৮৪-জন্মই সবাই পায় না। তবুও তাকে ৮৪-র চক্রই বলা হয়। কিন্তু এমনটা মোটেই বলা হয় না যে, ৮৪-লাখের চক্র। গীতও গাওয়া হয়, পাপ-কপটের ছায়া পড়েছে দেখ। এখন যে রাবণের রাজত্ব। আত্মাতে ময়লা ছায়ার প্রলেপ পড়তে পড়তে এখন যেন সবাই 'অজামিল' হয়ে গেছে। এত বেশী ময়লার প্রলেপ পড়েছে যে, পরিষ্কার যেন হতেই চায় না। সেই ময়লা পরিষ্কারের জন্য গীতও রচিত হয়েছে - 'জ্ঞান মানসরোবর'- তাতেই ডুবে থাকে। যেমন লোহাতে জং-মরচে ধরলে তা ছাড়াবার জন্য কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে রাখে, তেমনি। আত্মারও জং-মরচে ছাড়াবার জন্য জ্ঞান-সাগরে ডুবে থাকতে হয়। তা কোনও জলের নদী বা সাগরের ব্যাপার নয়। জ্ঞান-সাগর যা জ্ঞান দেন, সেই জ্ঞানেই তৎপর থাকতে হয়। সাথে ঘর-গৃহস্থালীও সামলাতে হবে। তার জন্য কোনও উপদেশের প্রয়োজন পড়ে, তাও গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু প্রত্যেকেরই কর্ম-বন্ধন ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সার্জেন ডাক্তার সবার জন্য একই ঔষধ দেন না - তেমনি। প্রত্যেকেরই নিজের-নিজের কর্ম-বন্ধন, রোগ বিভিন্ন প্রকারের। এই ৫-বিকারের রোগই সবচাইতে ভয়ঙ্কর। যে রোগকে সেভাবে বুঝতে পারে না কেউ। এটাও বুঝতে পারে না-এর শুরু কখন বা কিভাবে হয়েছে? রোগ আত্মাতে লাগলে, তার প্রভাবে শরীরের রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। আত্মা তখন দুঃখী হয়ে পড়ে। যা কিছুই আত্মাতে হয়, তার প্রভাব শরীরেও পড়ে। কিন্তু এসব কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ নেই। যেহেতু তা ভক্তি-মার্গের কার্য-করণ। এই ভক্তির প্রথমদিক থাকে অব্যাভিচারী, তারপরে হয় রজোঃগুণী ব্যাভিচারী ভক্তি, যা তমোগুণী। ভক্তদের তেমন তেমন অবস্থা হতে থাকে। জ্ঞানও তেমনি কমতে থাকে। শুরুতে ১৬ কলা, তারপর ১৪ কলা, এরপর ১২ কলা, প্রালঙ্কও কমতে থাকে সেই অনুসারে। বাচ্চারা,

তোমাদের এই পুণ্য অর্জন করতে কত বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে। এছাড়া গ্রহের প্রকোপেও পড়ে। লোকেরা আবার জানতেও চায়, কোন গ্রহের দশায় ভুগছে তোমরা। পুণ্যার্জন করতে এসেও অনেকে নোংরা কাজ করে নিজেরাই নিজের মুখ কালো করে ফেলে, যেহেতু তখন তাদের উপর রাহুর দশা লেগে থাকে। বাবার জ্ঞানে যার উপর কত সুন্দর বৃহস্পতির দশা ছিল, কিন্তু মায়ার চড়-থাপ্পরে সে রাহুর গ্রাসে কালো হয়ে যায়। সামান্যও কাম-বিকারে এলেই তৎক্ষণাৎ রাহুর প্রকোপ শুরু হয়ে যায়। বুদ্ধিতেও যেন তালা লেগে যায়। এই সাজা এমনই কড়া গুপ্ত সাজা। সেই আত্মা কারওকে আর বলতেই পারবে না যে, ভগবান উবাচঃ - কাম মহাশত্রু। জাগতিক সন্ন্যাসীরাও কাম-বিকারকে মহাশত্রু ভাবার কারণেই স্ত্রী-সংসার ত্যাগ করে। ভারত-বাসীদের জন্য এই নিবৃত্তি-মার্গের পবিত্রতাও যথেষ্ট ভাল। ভারতবাসীরাই সর্বাগ্রে পবিত্র থেকে অপবিত্র হয়। নিবৃত্তি-মার্গের সন্ন্যাসীরা তা আটকানোর চেষ্টাতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই পবিত্রতার শক্তিতেই সৃষ্টি রচিত হয়েছে। কিন্তু এখন তা অতি অপবিত্র-পতিত অবস্থায়। অতএব সেবার দ্বারা আবার তাকে পবিত্র বানাতেই হবে। তাই সেবার প্রতি অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা রাখতে হবে।

নিয়ম বর্হিভূত কোনও চাল-চলন যেন না হয়। পুরুষার্থী হলেও, এখনও কেউ সম্পূর্ণ তো হতে পারেনি। কিছু না কিছু পাপ-কর্ম তো অবশ্যই হয়। কিন্তু বাবার আশ্রমকে অমান্য করা খুব বড় পাপ। বাবার নির্দেশ হলো-নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যদিও সর্বদা তা করতে পারবে না, যেহেতু তেমন সম্পূর্ণ পুরুষার্থী এখনও হতে পারেনি তোমরা। তাই যে তেমন করতে পারবে, সে তেমনই উচ্চ-পদের অধিকারী হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ৫-বিকারের রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিয়মিত অবিনাশী সার্জনের উপদেশ গ্রহণ করতে হবে। যাতে আত্মার উপর কোনও রোগের প্রভাব না ঘটে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

২) প্রকৃত (পুণ্য) উপার্জন যেমন নিজে করবে তেমনি অন্যদেরকেও তা করাতে হবে। নিয়ম বর্হিভূত কোনও চাল-চলন করবে না। সর্বদাই বাবার নির্দেশ এভাবে মনে চলতে হবে যেন কখনই রাহুর দশা না লাগে।

বরদান :- স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে প্রতিটি কর্মই চরিত্রের রূপে করে মায়াজীত, সফলতামূর্ত ভবঃ

ব্যখ্যা :- বাবার প্রতিটি কর্মই যেমন অনুপম চরিত্রের হিসাবে করতেন, তোমারও প্রতিটি কর্ম যেন তেমনই অনুপম হয়। যে বাবার মতন স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারে, তার সব কর্মই অসাধারণ কর্ম হয়। যেহেতু স্বদর্শন চক্রধারীর লক্ষ্যনই সফলতা স্বরূপ। সে যে কোনো কর্মই করবে, সফলতার উপস্থিতি সেখানে পূর্বেই পৌঁছে যায়। স্বদর্শন চক্রধারী মায়াজীত হবার কারণে সফলতা-মুদ্রত হয় এবং প্রতি পদক্ষেপেই পদ্মাপদম্ পতি হয়।

স্লোগান:- এমন সমর্থ খুশীর সংকল্পের রচনা করো, যাতে দেহে ও মনে সদা খুশীতে থাকতে পারো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দেহ সহ সবার স্মৃতি ভুলে গিয়ে, বাবা যিনি তাঁকেই যথার্থ রীতিতে জেনে
নিজেকে বিন্দু মনে করে বিন্দু রূপেই বাবাকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন :- এই সময় কোন্ জ্ঞান তোমরা বাবার কাছ থেকে পাও, যা আর কেউ দিতে পারে না ?

উত্তর :-- তোমরা স্ত্রী পুরুষ একসাথে গৃহস্থ পরিবারের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেও পবিত্র থাক, এই জ্ঞানই এই সময় বাবা এসে দেন, যা অন্য কেউ দিতে পারে না । ৫ বিকার তো দান তোমাদের করতেই হবে কিন্তু প্রধান হলো কাম ,যার উপরেই সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণ আর তাঁর শ্রীমতে চললেই এই শক্তি তোমরা অর্জন করতে পার ।

গীত : - দুঃখীদের প্রতি দয়া কর

ওম্ শান্তি । সবই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । কে এই বাবা ? এটা বাচ্চারা জানে, যাদের সামনে বাবা বসে আছেন । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি যোগ বেহদের বাবার দিকে । বুদ্ধির যোগ এখন হদের বাবার থেকে ছিন্ন করে দিতে হবে । সারা দুনিয়াতে যারাই মিত্র সম্বন্ধ সম্পর্কে আছে , এমনকি এই দেহকে, দুনিয়ার সবকিছুকে ভুলে যেতে হবে । এটাই বাবা নির্দেশ দিয়েছেন । বাবা বাচ্চাদের কখনই ভুলে যান না। বাবা তো বলেন, ভক্তি মার্গেও আমি তোমারা ভক্তদের সামলে রাখি । কিন্তু ড্রামানুসারে বাচ্চারা, তোমাদের ভুলে যেতেই হবে । মায়াই সব ভুলিয়ে দেয় । আমরা আত্মা এটাও রাবণ ভুলিয়ে দেয় । দেহ -অভিমানী করে তোলে । এটাই বাচ্চারা, তোমাদের পার্ট । এমন নয় যে, ওখানে শুধু বাবাকে ভুলে যাও, তিনি কে, কেমন, তাঁর জ্ঞান, তিনি যে সুখ প্রদানকারী সবই ভুলে যাও । এখন তোমরা জান যে বাবা কল্পে-কল্পে আসেন । বাবা কেমন -- এও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । মানুষ তো শিবলিঙ্গের বড়ো চিত্র (আকৃতি) বানিয়ে দিয়েছে । আর সবার চিত্র ঠিক আছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের চিত্র ও ঠিক আছে, মন্দিরেও পূজা করা হয়, কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ কাল যা আছে সব ভুলে যায় । চিত্রও ভুলে যায় । এখন তোমরা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে আত্মা বিন্দু স্বরূপ, ছোট নক্ষত্রের মতো । ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আত্মার বাস । বাচ্চারা জানে -- আমি আত্মা, শরীরে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি আত্মার স্থান । এ তো সবাই মানবে, অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। এটাও জান যে, পরমপিতা পরমাত্মাও এমনই বিন্দু স্বরূপ হবেন । তিনি স্বয়ং এসে বোঝান আমি নিরাকার বিন্দু স্বরূপ, কিন্তু মানুষ বিশাল রূপে জ্যোতির্লিঙ্গ তৈরি করেছে । যেমন বুদ্ধের বড়ো লম্বা চওড়া রূপে চিত্র তৈরি করে । পান্ডবদের শরীরও ভক্তি মার্গে অনেক লম্বা দেখানো হয়েছে । ভক্তি মার্গে বিশাল চিত্র তৈরি হয় । জ্ঞান মার্গে সব ছোট । পরমাত্মা বলেন, আমি বিন্দু সদৃশ, কোথাও কোথাও অনেক বড়ো লিঙ্গ দেখানো হয়েছে, কেননা বিন্দুর পূজা কি করে হবে ? পূজা তো নিশ্চয়ই বড়ো আকারী জিনিসেরই হবে, তাই না ! তোমাদের এখন বিন্দুরূপ বোঝানো হয়েছে । এসব কথা মানুষ তো বুঝবে না । তোমরা বাচ্চারাও প্রথমে বুঝতে না । এখন যখন পরিপক্ব অবস্থা হয়েছে সুতরাং বুঝেছ এটাই যথার্থ অর্থাৎ যুক্তি যুক্ত । কিন্তু প্রথম থেকেই যদি বাবা বোঝাতেন তোমরা বুঝতে পারতে না। কেননা বিন্দু কোনও বস্তু তো নয় । বলতে আমরা মানি না, পরম্পরা থেকে শিবলিঙ্গ বলা হয়েছে, তবে এখন এসব কি ? তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন সেটাও ভুল । আমি তোমাদের পিতা বিন্দু স্বরূপ । তোমাদের রূপ ও বিন্দু কিন্তু পূজা

ইত্যাদির জন্যই বড়ো শিবলিঙ্গ তৈরি করে । আত্মাদের রূপ ও শালিগ্রাম স্বরূপে তৈরি করে ,কিন্তু এমনটা নয় । আত্মা এতো বড়ো হতে পারেনা । আত্মাকে দেখাও বড়ো মুশকিল । এটা বুঝতে পারাই গুহ্য ব্যাপার । আত্মা বিন্দু রূপ । এতো ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে । এক-এক সেকেন্ড পরবর্তী সময়ের সাথে মিলবে না। ৮৪ জন্মের পার্ট একটি ছোট আত্মার মধ্যে ফিফ্‌ড হয়ে আছে। এটাই প্রকৃতির নীলা । সম্পূর্ণ পার্ট বিন্দুর মধ্যে নিহিত থাকে । লৌকিক নাটকের পার্টধারীদের বুদ্ধিতেও সারা পার্ট স্মৃতিতে থাকে তাইনা ! এটা হলো ছোট পার্ট । এই ৮৪ জন্মের পার্ট ও যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে আর বোঝানোর জন্য ও যুক্তি থাকা চাই। এতো সূক্ষ্ম ছোট বিন্দু অথচ কত শক্তিবান । তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তোমরা আত্মারা তাঁর সাথে যোগযুক্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠো । মায়ার উপর জয়ী হয়ে অটল, অখণ্ড, সুখ শান্তিময় রাজ্য ভোগ কর । কত বোঝার ব্যাপার ।

এটাই হলো ঈশ্বরীয় পার্ট (পঠনপাঠন)। আর কত সহজ । বাবাই এসে এসব বোঝাতে পারেন, কোনও মানুষ এসব বোঝাতে পারবে না । প্রকৃতপক্ষে তিনি কত ছোট একটি বস্তু কিন্তু কত বড়ো নামে অভিহিত করা হয়েছে যে -- জ্ঞানের সাগর । তোমরা বল মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য, সত্য ও অবিনাশী । বলে এসেছ কিন্তু কারও বুদ্ধিতে ধারণা জন্মায়নি -- জিনিসটা কি ? অগাধ গুণের মহিমাও গায়ন করে । এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছ । জেনে গেছ, আত্মারা তো সামনেই বসে আছে আর প্রত্যেকেই ভাই ভাই । কত ছোট ছোট বিন্দু । বিচার কর মূলবতনে আমরা যে চিত্র তৈরি করি (মন, বুদ্ধি দ্বারা) সেখানেও বিন্দুরূপ দেখানো হয় । ঠিক যেন আকাশ তত্ত্বের উপর নক্ষত্ররা দাঁড়িয়ে আছে। তেমনই মহাতত্ত্বতেও আমরা এমন স্টার সদৃশ নিজের নিজের সেকশনে অধিষ্ঠান করব । ছোট ছোট স্টার্স দিয়েই বৃক্ষ (ঝাড়) তৈরি হয়েছে আর সেখান থেকেই আত্মারা এসে শরীর ধারণ করে পার্ট বাজানোর জন্য । নম্বরানুসারে আত্মারা কিভাবে আসে এসবই বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে । প্রতিটি ধর্মের সেকশন আলাদা আলাদা হবে । বাবা ব্যানিয়ান ট্রির (শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন) দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান । ভারতে হিন্দি বহু অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, তাই বাচ্চাদের হিন্দি ভাষায় বোঝাতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মাও হিন্দি ভাষাতেই বোঝান । এখন বহু দিকেই এই ভাষার প্রচার হচ্ছে । এক ভাষায় প্রচার করা তো মুশকিল । অনেকেই ভাবে পরমপিতা পরমাত্মা সব ভাষা জানেন, কিন্তু এমনটা তো সম্ভবপর নয় । অনেকানেক ভাষা আছে, সেগুলো তো শিখতে হবে । পরমপিতা পরমাত্মার তো কিছু শেখার প্রয়োজন নেই । কল্পের প্রথম যে ভাষায় শিখিয়েছিলেন ,এখনও সেই ভাষাতেই শেখাচ্ছেন । অন্যান্য ভাষা তো অনেককেই পড়তে হয় , বাবাকে কি পড়তে হয় ? তোমরা দেখেছ শুরু থেকেই হিন্দিতে আরম্ভ হয়েছে, সবাই হিন্দি শিখছে । ভারতে হিন্দির প্রচারও আছে । বাবা এসেও হিন্দিতেই শেখান । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় ট্রান্সলেট করে অন্যদের বোঝাতে হবে । বাবা আর বাবার রচনা সবাইকে বোঝাতে হবে । সবার সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা । এখানে সবাই জানবে বরাবরের মতো বাবা এখানেই এসেছেন । বাবা বলেন, আমি ভারতেই আসি, ভারত আমার বার্থপ্লেস । শিব মন্দির, অন্য দেব-দেবীদের মন্দিরও এখানেই আছে । দেবী-দেবতাদের রাজ্য ভারতেই প্রতিষ্ঠিত হয় । বাবাও ভারতে এসেই দেবী -দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছেন, সুতরাং মন্দির নিশ্চয়ই এখানেই হবে । অন্যদের এত মন্দির হয়না । এখানেতো অনেক মন্দির আছে । ঘরে -ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, রাধা-কৃষ্ণের চিত্র, রাম-সীতার চিত্র রাখা হয়, কেননা তারা ভারতেই ছিল না ! কিন্তু তারা কিভাবে রাজত্ব পেয়েছিল -- সেটা ভুলে গেছে । চৈতন্য স্বরূপে রাজ্য করে গেছে । লক্ষ্মী -

নারায়ণ হলো বৈকুণ্ঠের মহারাজা -মহারানি । ওরা কত সময় রাজত্ব করেছে তাও তোমরা জান । বলেও থাকে ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে দেবী -দেবতাদের রাজ্য ছিল, সুতরাং ক্রাইস্টের দুই হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে । যারা এভাবে বলবে তাদের ঐ সূত্র ধরেই বোঝাতে হবে। ওরা বলে ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর আগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল অর্থাৎ স্বর্গ ছিল । এমন নয় যে, ক্রাইস্টও ঐ স্বর্গে ছিল । ওদের জিজ্ঞাসা করো খ্রিস্টানরা ঐ সময় কোথায় ছিল অর্থাৎ ওদের আত্মারা কোথায় ছিল ? ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মের আত্মারা সব কোথায় ছিল? এটা বোঝানো তো কত সহজ । ওদের আত্মারা সব নির্বাণধাম বা নিরাকার দুনিয়াতে ছিল । নিরাকার দুনিয়াও আছে । দুনিয়াতে নিশ্চয়ই অসংখ্য বাস করে । সব আত্মাদের নিবাস স্থান মহাতত্ত্ব রূপী নিরাকার দুনিয়া । তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন আছে এই সময় সব দেবী -দেবতাদের আত্মারা এখানেই আছে, তবেই বাবা এসেছেন পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করতে । বৃদ্ধিতে পেরেছ যখন কোনও ধর্মের সৃষ্টি হয় তখন তা ছোটই থাকে, তারপর ছোট ছোট শাখা বেড়িয়ে যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই তোমাদের ফাউন্ডেশন ও কমপ্লিট হয়ে যায় ।

বীজ আর ঝাড়ের রহস্য বোঝানো কত সহজ । মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ে অনেক ধর্ম আছে । তারা বোঝেও যখন অমুক ধর্ম ছিল তখন অমুক ধর্ম ছিলনা । এখন ছোট ছোট ধর্ম তৈরি হচ্ছে আগে তো ছিলনা । ছোট ছোট শাখা তো এখন বেড়িয়ে আসছে । এসবই তোমরা বাচ্চারা জান, আর কেউ জানেনা । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ বিন্দু স্বরূপ এটাও জানে না । এখন বাবা এসে তোমরা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন । তোমরা বল বাবা, আমরা তোমার সন্তান, কল্প প্রথমো তোমার সাথে মিলিত হয়েছিলাম, তোমার সন্তান হয়েছিলাম । বাচ্চারা বাবার সন্তান হয়, বাবার থেকে অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি করার জন্য । বাবা বলেন, তোমরা আমার সন্তান, যদিও তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছি, মুখ বংশাবলী হয়েছে । তোমরা সবাই অ্যাডপ্টেড সন্তান । বাবাও ব্রহ্মা মুখকমল দ্বারা বলেন - তোমরা আত্মারা আমার । তোমরা আত্মারা ও বল -- বাবা তুমি যে ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছ, আমি তোমাদের । বাবা বললেই অবিনাশী বর্ষার সুগন্ধ আসা চাই । বাচ্চারা ই বলতে পারে । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ । সন্ন্যাসীদের শিষ্য হয় ,ওরা বাবা -সন্তান হয়না । বর্ষা পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্তি হয়ে থাকে । ওরা তো বলে আমরা গুরু করেছি । গুরুর থেকে তো সম্পত্তির বর্ষা প্রাপ্তি হয়না । ওরা তো সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে চলে যায়, ওরা সম্পত্তি দিতে পারেনা । ওরা হলো নিবৃত্তি মার্গের । বাবা তো অবিনাশী সম্পত্তি দেন, ওদের থেকে কিছুই পাওয়া যায় না । জঙ্গলে চলে গেলে বলা হয় সন্ন্যাসী । তোমরাও সন্ন্যাসী বল । ওরা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী ,আর তোমরা রাজযোগী সন্ন্যাসী । সন্ন্যাসী অর্থাৎ ৫ বিকারকে ত্যাগ করে যারা । তোমরা তো ৫ বিকার ত্যাগ করেই পবিত্র দুনিয়াতে চলে যাও । ওরাও ত্যাগ করে কিন্তু পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারেনা, পতিত দুনিয়াতেই থাকতে হয়।

তাই বাবা বোঝান আত্মা কত ছোট, অথচ তার মধ্যে কত অসীম শক্তি আর অবিনাশীও । বাবা এই শরীর(ব্রহ্মা) দ্বারা বুঝিয়ে বলেন আর তোমাদের আত্মা সেসব বুঝতে পারে । বাবা বলেন, আমি আসিই কলিযুগের অন্তে, যখন সবকিছুই তমোপ্রধান পতিত হয়ে পড়ে । আমাকে স্মরণ ও করবে, কিন্তু সঙ্গমেই আমি আসব । বিনাশের চিহ্ন ও তখন প্রত্যক্ষ হবে । সেতো বরাবরই দেখে আসছ । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ, অন্যদের ও এসব বোঝাতে হবে । এখন কলিযুগের অবশ্যই শেষ সময় । যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে । মহাভারত লড়াইও আছে । বরাবর ঐ সময়ই

রাজযোগ শিখেছিলে । পান্ডবদের বিজয় প্রাপ্তি হয়েছিল আর যাদব, কৌরবদের বিনাশ হয়েছিল । স্বর্গে তো একটাই ধর্মের স্থাপনা হয়, বাকি ধর্মের বিনাশ ঘটে । এসবই বাবা বসে বোঝান । বাচ্চারাও জানে, বাবার থেকে এই রাজযোগ শিক্ষা গ্রহণ করে আমরাই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করি । তোমরা পুরুষার্থ কর আর বল যে, আমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবোই । বাবার উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই হব, সিংহাসনেরও অধিকারী হব । তারপর যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সে রকমই পদ প্রাপ্ত করবে । পুরুষার্থী (প্রচেষ্টা) লুকানো থাকতে পারেনা। তারা বড়ো আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে । সবার আগে প্রতিজ্ঞা করে থাকে । বাবার জন্মের পরে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয় । সুতরাং বাবাকে জেনে সবার আগে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে । বাবা বলেন, কাম হলো মহাশত্রু । দান তো ৫ বিকারকেই করতে হবে কিন্তু প্রথমেই হলো কাম । এর থেকে সাবধান হতে হবে । যদিও স্ত্রী আছে সাথে, গৃহস্থ পরিবারে পবিত্র থাকা পরিশ্রমের কাজ । কিন্তু সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থাকলে আর তাঁর শ্রীমতে চললে শক্তি পাওয়া যায় । বাবার আদেশ -- একসাথে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে । আগে তো স্ত্রী পুরুষ একসাথে থাকলে আগুন (কাম বাসনার) লেগে যেত । বাবা বলেন, একসাথে থাকো কিন্তু আগুন যেন না লাগে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অন্তর থেকে বাবাকে স্মরণ করে, সম্পত্তি প্রাপ্তির খুশিতে থাকতে হবে । সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে ।

২) চিন্তন করতে হবে -- "আত্মা কত ছোট আর এর মধ্যে কত অবিনাশী পার্ট রেকর্ড হয়ে আছে"। বিন্দু মনে করে বিন্দু রূপ বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান :- বিন্দু - এই মাত্রাটির মহত্বকে (গুরুত্ব) জেনে অতীতকে বিন্দু লাগাতে সমর্থ স্বরূপ সহজযোগী ভব

সবচেয়ে সরল মাত্রা হল বিন্দু । বাপদাদা শুধুমাত্র বিন্দুর হিসেব বলে দেন । নিজেও বিন্দু রূপ হও আর স্মরণও করো বিন্দু রূপকে । ডামার প্রতিটি দৃশ্যকে জানার পরে বিন্দু লাগিয়ে দাও। এই বিন্দুর মহত্বকে জেনে অতীতকে বিন্দু লাগাও । বিন্দু হয়ে গেলে সহজযোগী হতে পারবে । এমনিতেই বিন্দু হয়েই ঘরে ফিরতে হবে । ঘরে সবাই বিন্দু রূপে থাকে, যেখানে সংকল্প, কর্ম, সংস্কার সব মার্জড (মিশে থাকে) থাকে।

স্লোগান : - কর্মযোগী হয়েও কর্মের মধ্যে সব কিছুর উর্ধ্বে (উপরাম) স্থিতিতে থাকা অর্থাৎ মুক্ত বিহঙ্গ হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের জ্যোতি জাগ্রত হয়েছে, জ্যোতি জাগ্রত হওয়া অর্থাৎ বৃহস্পতির দশা আসা, বৃহস্পতির দশা এলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাও"

প্রশ্ন : - সত্যযুগে প্রতি ঘরের বিশেষত্ব কি হবে, আর কলিযুগে প্রতি ঘর কি হয়ে গেছে ?

উত্তর : - সত্যযুগে প্রতি ঘরে খুশী থাকবে । সকলেরই জ্যোতি জাগ্রত থাকবে । কলিযুগে তো ঘরে ঘরে দুঃখ আর চিন্তা । ঘরে ঘরে অন্ধকার । আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে । বাবা এসেছেন, নিজের জ্যোতিতে সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে, যাতে আবার ঘরে ঘরে দীপাবলি হবে ।

গীত : - মাতা ও মাতা -- তুমিই ভাগ্যবিধাতা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে । বাস্তবে উপমা তো একজনেরই হয়ে থাকে । এই মাকেও জগদম্বা বানান, জন্ম দেন অন্য কেউ । এমন মাকেও কে জন্ম দিয়েছেন ? বলবে পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা শিব জন্ম দিয়েছেন । তবুও মহিমা হয় এক জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন, পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবার । তিনি বসেই বাচ্চাদের নিজের এবং নিজের রচনার আদি - মধ্য - অন্তের এবং পতিতদের পবিত্র হওয়ার রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাচ্চারা এখন তো বুঝেই গেছে, এই সময় হলো পতিত রাজ্য, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয় । এখন তো দশহরা আসছে, তাই না । এ তো বোঝানো হয়েছে - এ সব অন্ধশ্রদ্ধার উৎসব । এমন তো কেউই ছিলো না যে, এক রাবণ বা এক লক্ষ্মা ছিলো । লক্ষ্মা শ্রীলক্ষ্মাকে বলা হয় । দেখানো হয় যে, সেখানে সাগরে বানর পুল তৈরী করেছিলো । বাস্তবে এ সবই হলো চর্চিত কথা । দশ মাথা ওয়ালা রাবণ লক্ষ্মায় রাজত্ব করতো, এমন কোনো কিছুই ছিলো না । তাহলে তো তার কুশপুতলিকা শ্রীলক্ষ্মাতেই জ্বালানো উচিত । রাবণকে ভারতে জ্বালানোরই রেওয়াজ আছে, অন্য কোনো জায়গায় জ্বালানো হয় না । খবরের কাগজেও এখানকার কথাই লেখা হয় । সবথেকে বেশী উৎসব মহীশূরের মহারাজা পালন করেন । সম্ভবতঃ তার এই চর্চিত কাহিনী খুব প্রিয় । এখন বাচ্চারা, এই বিষয়ের উপর বোঝানো হলো তোমাদের কাজ । কুশপুতলিকা তো শত্রুদের বানিয়ে জ্বালানো হয় । আগে যেমন হিটলারের কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালানো হতো । শত্রু তো অনেকেরই থাকে । এখন রাবণ কার শত্রু ছিলো ? রাবণ ভারতবাসীদের শত্রু ছিলো কিন্তু শত্রুকেও তো একবার জ্বালানো হয় । প্রতি বছর শত্রুর কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালানো, এমন তো কেউই করে না । শত্রুর কুশপুতলিকা তো বানায় কিন্তু বছর বছর তা জ্বালায় না । এই রাবণ কে, যার অনেক কাল ধরে ভারতে দশ মাথা সমেত কুশপুতলিকা বানিয়ে ভারতবাসীরা জ্বালাতে থাকে ? এই শত্রু কবে থেকে হয়েছে যে মারাই যায় না ? অবশেষে শেষ হবে নাকি সর্বদা থেকেই যাবে ? বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ভারতই পবিত্র ছিলো, তারপর এই ভারতকে রাবণই অপবিত্র বানিয়েছে । এখন হলো রাবণ রাজ্য । রাবণ যদি লক্ষ্মার রাজা ছিলো তাহলে রানীও থাকবে । তোমরা তো এই কথা মানবে না । রাবণ এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে বা কেন, কিছুই বুঝতে পারে না । বেঁচে আছে, তাই তার কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে । একবার জ্বালালো তারপর কি হলো ? প্রতি বছর যখন জ্বালাতে থাকে, তখন বাচ্চারা, তোমাদের বোঝা উচিত । কমেটির বড় যে, যেমন মহীশূরের মহারাজা, তিনি অনেক পালন করেন । দেখার জন্য বিদেশীদেরও ডেকে পাঠান । মনে করেন যে, হয়তো এমন হবে কিন্তু এমন তো কখনোই হয় নি । নাটক বানিয়ে দেয় । রাবণের নাটকও তৈরী হয় । তাই এই

রাবণের বিষয়ে বোঝাতে হবে । এ খুবই জবরদস্ত কথা । এখন তোমরা রাবণ রাজ্যে বসে আছো । পতিত দুনিয়াকেই রাবণ রাজ্য বলা হয় । এখন তোমাদের রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের রহস্য বোঝানো হয়েছে । রাবণ আর কেউই নয়, পাঁচ বিকারকে বলা হয় ।

তোমরা বুঝতে পেরেছো, রাবণ রাজ্য এখন ভারতে । ভারতেই দশহরা, দীপমালা ইত্যাদি পালন করা হয় । তাই এ সবই বোঝাতে হবে । রাবণ যদি জিতে যায়, তাহলে তো রাবণ রাজ্যই হলো, তাই না । রাবণ পতিত বানায় । তোমরা জানো যে, পাঁচ বিকার যা এইসময় সর্বব্যাপী, তাকেই রাবণ বলা হয় । রাবণের চিত্র তো আগে দশহারার সময় বের করা হতো, এতে তিথি - তারিখও দিতে হবে । এই সময় পতিতের বিনাশ আর পবিত্রতার স্থাপনা হয় । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছেো, তোমরা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন রাবণ সম্প্রদায়ের আগুন লেগে যাবে । রাবণ শেষ হয়ে যাবে তখন সত্যযুগে কোনো কুশপুতলিকা বানাতে হবে না । সবাই পবিত্র হয়ে যাবে । আত্মার মধ্যে যখন সত্যপ্রধানতার শক্তি ছিলো, তখন আত্মা জাগ্রত জ্যোতি ছিলো । পতিত হওয়ার কারণে সেই জ্যোতি নিভে গেছে । আত্মাই পতিত হয়ে গেছে, তার ওড়ার কোনো শক্তি নেই । পাঁচ বিকারে আত্মা আয়রণ এজের হয়ে গেছে । এ কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে । আত্মাকে জাগান একমাত্র বাবা । এ কথা তো সবাই বলে যে জ্যোতি স্বরূপ পরমপিতা পরমাত্মা আসবেন । এখন জ্যোতি স্বরূপ তো তোমরা আত্মাও, পরমপিতা পরমাত্মাও জ্যোতি স্বরূপ । তোমাদের আত্মাদের জ্যোতি নিভে গেছে । বাকি সামান্য কিছু রয়েছে । মানুষ মারা গেলে রাতদিন প্রদীপ জ্বালানো হয় । এই প্রদীপকে খুব সাবধানে জ্বালিয়ে রাখা হয় । ঘি শেষ হয়ে গেলে আবার ঘি ঢেলে দেওয়া হয় । আত্মাদেরও এমন । বাবা এসে সবাইকে জ্ঞানের দ্বারা জ্যোতি জাগান । এই জাগ্রত জ্যোতি কতো সময় চলে ? সে তো রাতকে আলোকিত করে তারপর আবার ঘি ঢালতে হয় । তোমাদের জ্যোতি এখন জাগছে । জাগতে জাগতে সম্পূর্ণ জেগে যাবে । এই জ্যোতি নিভতে পাঁচ হাজার বছর লাগে তারপর বাবা এসে ঘি ঢালেন । তোমাদের এখন জ্যোতি জেগেছে এরপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকবে । তখন জ্যোতি নিভে যাবে । তোমরা জানো যে, তোমাদের এখন জ্যোতি জাগছে এরপর সত্যযুগে ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে । এ হলো ভারতের কথা । এখন তো ঘরে ঘরে অন্ধকার । কোথাও খুশী নেই । তোমরা জানো যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় আমরা খুব খুশী ছিলাম আর খুশী পালন করতাম । তখন সকলেরই জ্যোতি জাগ্রত থাকতো তারপর অল্প অল্প করে কম হতে থাকতো । এইসময় তো সম্পূর্ণ নিভে গেছে । খাদ পড়ে গেছে । বাবা এসে আবার জ্ঞানের ঘূত ঢালেন যাতে তোমরা আবার জাগ্রত জ্যোতি হয়ে যাও । তোমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে যায় ।

তোমরা জানো যে এখন তোমাদের সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে গেছে, রাহুর গ্রহণ লেগে গেছে । কালো হতে তোমাদের কতো সময় লাগে ? শুরু থেকে তোমরা অল্প অল্প হও তারপর মায়ার প্রবেশ ঘটলে অনেক কালো হয়ে যাও । এখন তোমাদের ওপর রাহুর দশা । সবথেকে খারাপ হলো রাহুর দশা । এখন তোমাদের আবার বৃহস্পতির দশা আসছে কেননা এখন বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য তোমরা গুরু বৃহস্পতির দ্বারা পুরুষার্থ করছো । তিনি হলেন অবিনাশী গুরু । কাদের ? অবিনাশী আত্মাদের । এই মানুষরা আত্মাদের গুরু হতে পারে না । তারা মানুষদেরই গুরু হয় । এখন বাবা এসে তোমাদের আত্মাদের গুরু হয়েছেন । বৃহস্পতি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা বুঝতে পারো এখন আমাদের উপর বৃহস্পতির দশা । তোমরা স্বর্গের মালিক তো হবে । সেখানে অবিনাশী সুখ থাকে, কিন্তু তারজন্য এখন পুরুষার্থ করতে হবে যে, আমরা সুখধামের মহারাজা মহারানী হবো । পুরুষার্থ তো প্রত্যেকেরই

তাদের নিজের । এ হলো রুদ্র শিবের পাঠশালা । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তোমরা তাঁর পাঠশালায় পড়ছো । ভগবান উবাচঃ আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । অবিনাশী আত্মাদের অবিনাশী বাবা হলো আমি । এক হলো শরীরের বাবা আর এক হলো আত্মার বাবা । দুই কন্ট্রাস্টই বলতে হবে । রুহানী বাবা কখন এসে মিলিত হন, যাঁকে ভক্তিতে সমস্ত রুহ (আত্মা) স্মরণ করে । শরীরের বাবা তো হলেন বিনাশী । আত্মা তো বিনাশী হয় না । তোমরা জানো যে, আমাদের যে লৌকিক বাবা হয়, তার জন্মে জন্মে পরিবর্তন হয়ে আসছে । বাবা ছাড়া তো বাচ্চাদের জন্ম হতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা এখন বিশাল বুদ্ধি পেয়েছো । তোমরা বুঝতে পারো যে, কবে থেকে আমরা দুই বাবা পেয়েছি । সত্যযুগে তো একজনই লৌকিক বাবা থাকেন, মানুষ তাঁকেই স্মরণ করে । আত্মাদের ওই রুহানী বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না । সত্যযুগে আত্মাদের তো একজনই লৌকিক বাবা হয় । সেখানে শরীরও সুন্দর (গোরা) হয়, প্রালব্ধ ভোগ করে , তাই সেখানে বাবাকে স্মরণ করে না । তাই, তোমাদের এই কথা বোঝাতে হবে । ভক্তি মার্গে এক হলো বিনাশী লৌকিক বাবা, সে তো প্রতি জন্মে আলাদা হয় । তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী, তোমরা অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করো । বলা হয়, পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে থাকা পিতা । লৌকিক পিতাকে কখনোই পরমপিতা বলা হবে না । এই দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বলা অত্যন্ত জরুরী । রাবণের রহস্যও বুঝিয়ে বলতে হবে । রাবণ রাজ্য অর্থাৎ পতিত রাজ্য এখনই, তাই তো পতিত পাবন বাবাকে ডাকা হয় । তিনি হলেন অবিনাশী বাবা । দুই বাবার কথা অবশ্যই সিদ্ধ করে বলতে হবে । আত্মাদেরও বাবা আছেন, তাই তো পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । প্রতি জন্মে লৌকিক বাবা বিভিন্ন হয়, তবুও মানুষ সেই রুহানী বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করে । তাঁর কখনোই পরিবর্তন হয় না । বাবাও বলেন, বরাবর তোমরা আমাকে স্মরণ করতে - হে পরমপিতা পরমাত্মা । কতদিন তোমাদের স্মরণ করতে হবে, তারপর বাবা কখন মিলিত হন ? এ কথা তোমরা এখন জেনেও গেছো । যখন ভক্তির অন্ত হয়, তখন ভক্তির ফল দিতে বাবা আসেন । বাবা বুঝিয়েছেন যে -- আমি সমস্ত ভক্তদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দিই । সত্যযুগে একটাই ধর্ম থাকে -- থাকে ওয়ান-নেস (Oneness) বলা হবে । বলা হয়, সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাক কিন্তু সমস্ত ধর্ম তো এক হতে পারবে না । যখন এক রাজ্য হয় তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি বিরাজ করে । ভারতে অবশ্যই একসময় রাম রাজ্য ছিলো । এখন রাবণ রাজ্য, তাই মানুষ রাবণকে জ্বালাতে থাকে । তাই দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বললে মানুষ চট করে বুঝতে পারবে । অবিনাশী বাবা তো অবশ্যই আছেন, নতুন দুনিয়া বাবাই রচনা করেন । নতুন দুনিয়াতে বরাবর দেবী দেবতারাই ছিলেন, তারপর সেই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয় । নতুন দুনিয়াতে মানুষ কতো জন্ম নেয় আর পুরানো দুনিয়াতে কতো জন্ম নেয়, তা তোমরা জানো । এমন নয় যে ৮৪ জন্মের অর্ধেক হওয়ার দরকার, ৪২ জন্ম পুরানো দুনিয়ায় আর ৪২ জন্ম নতুন দুনিয়ায় । তা নয় । ভারতবাসীদের আয়ু প্রথমে ১০০ থেকে ১২৫ বছর ছিলো, এখন তো খুব বড় জোর ৪০ থেকে ৫০ বছর চলে । তাই অর্ধেক - অর্ধেক হতে পারে না । ৮৪ জন্মের হিসেব তো চাই । বাবা বলেন যে, তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র এখন পূর্ণ হয়েছে । তোমরা জানো না, আমি তোমাদের বোঝাই, ৮৪ জন্মের রহস্য পরমপিতা, পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না । তোমরা বাবার থেকে শুনে খুশী হও, তারপর নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করো ।

বাচ্চাদের এখন এই কথা প্রমাণ (সিদ্ধ) করে বলতে হবে যে, আমরা এখন বেহদের পারলৌকিক বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিষ্ছি । সেই বাবা তখনই আসেন, যখন তিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন । তাঁকে বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার । নতুন ঘরের যখন স্থাপনা হয়, তখন পুরানো

ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয় । লেখাও আছে, স্থাপনা তারপর বিনাশ । স্থাপনা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বিনাশ হবে । পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন । বাবা এও বুঝিয়েছেন যে, সুক্ষ্মবতনবাসীকে প্রজাপিতা বলা হবে না । সেখানে প্রজা থাকে না, তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেই হবে । তিনিই আবার অব্যক্ত সম্পূর্ণ হবেন । তিনি তো হলেন অব্যক্ত, তাহলে নিশ্চই ব্যক্তের প্রয়োজন, যিনি আবার অব্যক্ত হবেন । এখন দুজনকেই দেখা যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানেও আছে আবার সুক্ষ্ম বতনেও আছে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে প্রয়োজন, অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা এখানেই থাকবে । প্রদর্শনীতে দুই বাবার রহস্য বুঝিয়ে বলতে হবে । নিয়ম তো এক একজনকে আলাদা আলাদা করে বোঝানো হয় । এখন ওখানে কাকে কিভাবে বোঝাবে ? বোঝানোর জন্য তো একান্ত হওয়া চাই । ওখানে তো অনেক হাঙ্গামা হয় । এখানে তো তোমাদের এক - দেড় ঘণ্টা লেগে যায় বোঝাতে । ওখানে এতো ভিড়ে বোঝানো খুব মুশকিল হয়ে যাবে । অনেক প্রকার ধর্মের মানুষ আছে । কেউ এক বলবে কেউ আর এক । চুপ করে তো বসে থাকবে না । তোমরা বলবে এক লৌকিক শরীরের বাবা, আর দ্বিতীয় পারলৌকিক রুহানী বাবা । তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । এখন তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন । নরকের বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এ তো মহাভারী লড়াই, তাই না । বরাবর এ হলো রাজযোগ । রাজত্ব প্রাপ্ত করার গীতা পাঠশালা । ভগবান উবাচঃ - সকলের দুজন বাবা । কৃষ্ণকে সব আত্মাদের বাবা বলা হবে না । আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা বলেন যে , আমাকে স্মরণ করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) নিজের মধ্যে জ্ঞানের ঘূত ঢেলে সর্বদা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে থাকতে হবে । বাবার স্মরণে থেকে রাহুর গ্রহণ দূর করতে হবে ।

২) আত্মার এবং শরীরের, এই দুই বাবা, এই পরিচিতি প্রত্যেককে দিয়ে বেহদের বর্সার অধিকারী করতে হবে ।

বরদান : - বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে সারযুক্ত, যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করে সদা সমর্থ ভব

কোশ্চেন মার্কের বাঁকা পথে যাওয়ার পরিবর্তে প্রতি কথায় বিন্দু লাগাও । বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে গেলে সারযুক্ত, যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত স্বরূপের অনুভব করতে পারবে । স্মৃতি, বাণী এবং কর্ম সব সমর্থ হয়ে যাবে । বিন্দু না হয়ে যদি বিস্তারে যাও তাহলে 'কেন বা কি-র ' ব্যর্থ বাণী আর কর্মে সময় এবং শক্তিকে ব্যর্থ নষ্ট করবে কেননা তোমাদের জঙ্গলে বের হতে হবে তাই বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে সর্ব কর্মেন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুযায়ী চালাও ।

স্লোগান : - "বাবা" শব্দের ডায়মন্ড চাবি যদি সঙ্গে থাকে, তাহলে সর্ব সম্পদের সহজ অনুভূতি হতে থাকবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান সাগর বাবার কাছ থেকে অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্ত করতে হলে ২০-টি নখের জোর দিয়ে (ঈশ্বরীয় পাঠ) পড়াশোনা অবশ্যই করো, পড়াশোনা দ্বারা-ই রাজস্ব বা জীবনমুক্তি পদ প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্ন : - জ্ঞান মার্গে সর্বদা কে টিকে থাকতে পারে ? উঁচু পদের প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর : - যাদের পড়াশোনা ছাড়া অন্য কিছুতে শখ নেই, জ্ঞানের পরিপক্ব অবস্থা আছে, তারা-ই জ্ঞান মার্গে টিকে থাকতে পারে। বাকি ধ্যান বা দর্শন করার আশা রাখবে না। খেলাধূলা করা, এসবে কোনো লাভ নেই, বরং তাতে মায়া প্রবেশ করে ফলে বাচ্চারা বাবার হাত এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। উঁচু পদের প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনায় ফুল অ্যাটেনশন থাকা চাই।

গীত :- তুমি মাতা তুমি হলে পিতা।

ওমশান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ডের বা ধর্মাত্মা পুরুষ, তারা মন্দির ইত্যাদিতে যায়, তো তাদের মুখ থেকে ওম্ শান্তি ধ্বনি নির্গত হয়। কিন্তু তারা এই শব্দের অর্থ জানে না। আমরাও বলি ওম্ শান্তি, অহম্ আত্মা। আত্মা শব্দটি অবশ্যই আসবে। সুপ্রিম সোল অথবা আত্মা বলে ওম্ শান্তি। আমি আত্মা, আমার স্ব ধর্ম হল শান্ত। আত্মা নিজের অকুপেশান বলে। বাবাও বলেন ওম্ শান্তি। আমিও আত্মা কিন্তু আমায় পরম আত্মা বলা হয় কারণ আমি সর্বদা পরম ধামে বাস করি। আমি জন্ম-মরণে আসিনা। বাবা সম্মুখে এসে বলেন তোমরা পুনর্জন্মে আসো, তোমরা হলে দেহধারী। সূক্ষ্ম বতন বাসীরা হল সূক্ষ্ম দেহধারী। আমি তাদের চেয়েও উর্ধ্বে। আমার কোনো স্থূল দেহ নেই। সূক্ষ্ম দেহধারী বলা হয় - ইনি হলেন ব্রহ্মা, ইনি বিষ্ণু, ইনি হলেন শঙ্কর। নাম তো দেহের তাইনা। আত্মার নয়। আত্মা দেহ ধারণ করলে দেহের নাম রাখা হয়। কেউ মারা গেলে বলা হয় অমুকের দেহ ত্যাগ হয়েছে। নাম তো দেহের থাকে আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করে। পরম পিতা পরমাত্মার জন্যে এমন বলা হবেনা যে তিনি এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করেন। সবার দেহের নাম থাকে। তোমরা বাচ্চারা আমার আপন হও তখন তোমাদের অন্য নাম প্রদান করি। যেমন গুরু নাম প্রদান করেন তাইনা। আজকাল কন্যার বিবাহের পরে তার নামও পরিবর্তন হয়। পুরুষের নাম বদলায়না কারণ পুরুষদের ব্যবসা করতে হয় নিজের নামে। মাতাদের তো ব্যবসা ইত্যাদি করতে হয়না, তাই তাদের নাম বদল করা যায়। পুরুষদের ইন্সুরেন্স ইত্যাদিতে নাম থাকে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - সবাই স্মরণ তো করে তুমি হলে মাতা-পিতা, তুমি হলে সখা, তুমি কান্ডারী, তুমি আমাদের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। দেখো, কত সম্বন্ধে আসো। দেহ ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো - কান্ডারী (নৌকা চালক) আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

বাবার কত মহিমা ! উনি আবার কবে আসবেন ? কবে এসে সঙ্গী হবেন ? এইসব জানা নেই। বলা হয় যখন ভক্তিমার্গের অন্ত সময় হয় তখন ভক্তের রক্ষার উদ্দেশ্যে আমায় আসতে হয়। আমায় কান্ডারী স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তোমরা জানো কিভাবে এসে মাতা-পিতা হয়েছেন। এনাকেই কান্ডারী, গুরু বলা হয়। ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, জীবন বন্ধন থেকে জীবন মুক্তিতে নিয়ে যান তাই

ওঁনাকে পতিত-পাবন কান্ডারী বলা হয়। নতুন দুনিয়া বলা হয় - সত্যযুগ কে। দুনিয়া তো এইটাই থাকে , শুধুমাত্র পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। যেমন পুরানো ঘরে থেকে নতুন তৈরি করে পুরানো ঘর ত্যাগ করা হয় , এখানেও যখন স্থাপনা সম্পন্ন হয় তখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ত্রিমূর্তি-র অর্থও বোঝানো হয়েছে। ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করা - এই হল পরম পিতা পরমাত্মার - ই কাজ। তাঁদের দিয়ে করান কারণ তিনি হলেন করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি করান। বাবা এসে মুখোমুখি বোঝান। ব্রহ্মা দ্বারা সহজ রাজ যোগ এবং জ্ঞান তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের বসে শেখাই। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্যে তোমরা সেই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করবে , নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে।

তোমরা জানো যে আমরা মাতা-পিতার কাছে পড়া করছি, এই হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। যদি পড়াশোনা ত্যাগ করবে তো ধরে নেওয়া হবে ভাগ্য নেই। স্কুল তো চলবেই। বাবা এসে এই ব্রহ্মা দেহের আধারে পড়ান। সুতরাং বাচ্চারা যেখানেই থাকুক, কোনও সেন্টারে থাকুক, জানে জ্ঞান সাগর পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মার কাছে আমরা জীবন মুক্তির অথবা রাজস্বের বর্ষা প্রাপ্ত করি। যদি আমরা পড়াশোনা করবনা তবে বর্ষা প্রাপ্তি হবেনা। বাবা তো এসেছেন সঙ্গে নিয়ে যেতে। যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে তখন কান্ডারী (নৌকার চালক বা থিবাইয়া) সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমরা কান্ডারী-কে জানো এবং যাঁদের দ্বারা স্থাপনা, বিনাশ, পালনা করান তাঁদেরও তোমরা জানো। তারপরে এই পড়াশোনার দ্বারা যারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে রাজস্ব কর তাদেরও তোমরা জানো। বুঝতে পারো আমরা যথাযথভাবে এই পড়াশোনার দ্বারা রাজস্ব পদ প্রাপ্ত করছি। যে যত পড়বে ... পড়া না করলে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। এ হল রাজ যোগের পড়াশোনা। অনেক বাচ্চারা পড়া পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। না পড়া-টাই হল ক্লান্ত হওয়া। বলে - ব্যস্, এর আগে আর আমরা পড়তে পারব না। এই পড়াতে খরচ কিছুই নেই। লৌকিক পড়া করতে গরিব ছাত্র পড়াশোনার ফিস না দিতে পারলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কিন্তু যাদের পড়াশোনা করার বিশেষ শখ থাকে তখন গভর্নমেন্টকে আবেদন করে যে আমরা পড়তে চাই কিন্তু টাকা নেই। তখন গভর্নমেন্ট টাকা দেয়। যেমন করে হোক অনুরোধ করে যে আমি পড়তে চাই , আমার বাবার কাছে টাকা নেই, আমাদের সাহায্য করুন। গভর্নমেন্ট টাকা না থাকলে রিফিউজ করে দেয়। তখন ভাবে আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে এখন কি করণীয়? ধনী লোক বা দানী পুরুষের কাছে যাবে। আমাদের মত-পিতা হলেন গরিব আমরা পড়াশোনা করে সার্ভিস করতে চাই, আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন ? রিলিজিয়াস মাইন্ড অর্থাৎ ধার্মিক মনের মানুষ যারা হবে তারা সাহায্য করবে। কন্যারা এমন করে অনুরোধ করতে পারবেনা, কিন্তু পুরুষরা করতে পারে। পড়াশোনা করে ইনকাম অনেক বেশি করা যায়। এখানে পড়াশোনাও হল আর সওদা-ও হল। এইটিবাবা হলেন সওদাগর, রত্নাকর এবং তারপরে আবার জ্ঞান সাগর।

মাতা-পিতা বেহদের জ্ঞান সাগর বলেন - আমি কল্প পূর্বের মতন তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিয়ে রাজার রাজা করি। সব পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। পরিপক্ব বুদ্ধি ভালো ভাবে ধারণ করতে পারবে। বুদ্ধির উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। কারো সত্বপ্রধান, কারো সতো, কারো রজো, তমো বুদ্ধি আছে। লৌকিক স্কুলেও স্টুডেন্টরা জানে তাদের বুদ্ধি কিরকম। সত্বপ্রধান বুদ্ধিধারী পাস উইথ অনার হয়। তাদেরই মনিটর ইত্যাদি করা হয়। স্কলারশিপও প্রাপ্ত করে। এই হল আবার বেহদের স্কুল। এখানেও সতো, রজো, তমো বুদ্ধি আছে। এখানে পদ-মর্যাদা একটি-ই আছে। এইটি হলই রাজ

যোগ। ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হল একটাই। বাবা বলেন আমি বাচ্চারা তোমাদের সবাইকে রাজ যোগ শেখাই। সুতরাং যত পুরুষার্থ করবে তত উঁচু পদের অধিকারী হবে। উঁচু পদ মর্যাদার অর্থ বুঝেছ তো। নম্বর অনুসারে পদ প্রাপ্ত করবে। বাবার ভালোবাসা তো সবার জন্যই আছে। সবাইকে মায়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। আর কেউ এমন বলতে পারবেনা যে কল্প কল্প আমি তোমাদের রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। এই কথা বাবা-ই বলতে পারেন কল্প-কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে, যুগে আসি। মানুষ আবার যুগে-যুগে লিখে কতখানি ভুল করে দিয়েছে। বাবা বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন। আমি আসি তোমাদের পবিত্র করতে, কলিযুগের অন্ত সময়ে এবং সত্যযুগের আদিকালের সঙ্গমে। এইসময় বাবা এসে গেছেন তাই ভালো ভাবে পড়াশোনা করতে হবে, বিনাশও হবে। ২০-টি নখের জোর দিয়ে পড়তে হবে, সাহস দেখাতে হবে। পড়াশোনা ছাড়বেনা। যারা পড়াশোনা ছেড়ে দেয় তারা ফেল হয়ে যায়। বাচ্চাদের সাবধান করা হয়। কোনোরকম কাম, ক্রোধ বা লোভ, মোহের ভূত আসা চাইনা। নিজের মনের দর্পণে দেখতে থাকো - লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি ? নারদের দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। তোমরা সবাই হলে ভক্ত তাইনা। ভক্তিমার্গে উত্তম গায়ন আছে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারদ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে মীরা। ওটা হল ভক্তি মার্গ। জ্ঞান মার্গে দেখতে পাও - মাশ্বা-বাবার নাম বিখ্যাত আছে। তারপরে তাঁদের বিজয় মালাও তৈরি আছে। স্মরণ তাদের করা হয় যারা সুখ দেয়। তাদের স্মরণিকা নির্মাণ করা হয়। এখন তারা কি করেছে ? কেউ কলেজ খুলে, দান-পুণ্য অনেক করেছে, আর কি করবে ? এখন ইংরেজদের থেকে রাজস্ব নিয়ে কংগ্রেস রাজস্ব করেছে। বাবা বলেন এই রাজস্ব হল মৃগ তৃষ্ণার জলের মতন। যতই সুখ হোক এইসব হল মৃগ তৃষ্ণার জলের মতন। বাইরের আড়ম্বর অনেক। সায়েন্সও ১০০ বছরের জন্য। এই দাদা অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবা যখন মুম্বাইয়ে সার্ভিস করতেন তখন এই বিদ্যুৎ - টেলিফোন কিছুই ছিল না। এখন সায়েন্সের আবিষ্কার অনেক। এখন কিছু বছর আরও বাকি। সায়েন্সের অহংকার ১০০ বছর ধরে আরম্ভ হয়েছে। সত্যযুগের ১০০ বছরে না জানি কি করে দেবে। সেখানে এইসব জিনিসে খুব বল থাকে যেসব তোমরা এখান থেকে নিয়ে যাও। অথন্ড, অটল, সুখ-শান্তিময় রাজস্ব করার জন্যে তোমরা বল নিয়ে যাও। তাই পড়াশোনায় এত অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত, এত পুরুষার্থ করা উচিত।

তোমরা জানো এই মাতা-পিতার কাছে ঘন সুখ প্রাপ্ত হয় তারপর যদি চলতে চলতে ছেড়ে যায় তখন শোনে না। না শুনে যদি নিজের ব্যবসায় জড়িত হয় তবে তো শেষ। যা পেয়েছে তাই পেয়েছে। হাত ছাড়লে মায়া একেবারে গ্রাস করে নেয়। গজ রূপী মায়া গ্রাহ-কে গ্রাস করে নেয়। এইসব তো হবেই। তোমরা দেখো - এমন অনেক ভালো ভালো, বড় বড় নিমন্ত্রণ দিয়ে সেন্টার খুলে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তারা বলবে - ড্রামা অনুযায়ী তাদের ভাগ্যে প্রাপ্তি এত টুকু-ই আছে। তারপরে তাদের অবস্থা কি হবে ? মায়া একেবারে গ্রাস করবে। কতজন শেষ হয়েছে। যারা গভীর ধ্যান মগ্ন থাকত, খেলা ধূলা করত তারা এখন নেই। এই ধ্যান দর্শনের কখনও আশা রাখা উচিত নয়। আশা রাখলে আশায় বিপ্লব পড়ে। মায়ার ভূতও প্রবেশ করে। ধ্যানের কত পার্ট প্লে করত। যারা ৫-৭ দিন ধ্যান মগ্ন থেকে শৈশবের পার্ট প্লে করেছে, মহারানী হয়েছে, তারা আজ নেই। এতে কোনোরকম লাভ নেই। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় স্থির আত্মারা-ই টিকে থাকতে পারে। কখনও ধ্যান মগ্ন হওয়ার আশা রাখা উচিত নয়। বাবা যা কিছু পড়ান সেসব ধারণ করতে হবে। যত পড়াশোনা করবে তত উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। বাচ্চারা তোমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের পরম পিতা পরমাত্মা পড়ান। আমরা পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্যে উঁচু পদ প্রাপ্ত করি তারপর আমরা-ই পূজ্য থেকে পূজারীতে পরিণত হই। যারা ব্রাহ্মণ কুলের তারা-ই এইরকম বলতে

পারে। অন্যরা কেউ এমন বলতে পারেনা। ভারতের এমন খেলা তৈরি আছে। তোমরা বলবে আমরা পূজ্য স্বরূপ সেই দেবী-দেবতায় পরিণত হই। পূজ্য আত্মারা-ই নীচের দিকে গিয়ে পুরোপুরি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। বাচ্চারা এইসব জানে। শিববাবার অকূপেশান-ও তোমরা জানো। সেকেন্ডের নিশ্চয় দ্বারা তোমরা বর্ষা প্রাপ্ত কর। বলে আমরা ঈশ্বরের আপন হই তবুও ঈশ্বরকে ত্যাগ করা - ওয়ান্ডার হল তাইনা। স্কুলে পড়াশোনা করে, ভালো নম্বরে পাস করলে সুপুত্র বলা হবে। স্টুডেন্ট নিজেকেও সুপুত্র ভাববে। পিতা এবং শিক্ষকও বলবেন এই হল সুপুত্র। এখানে ইনি তো একজন-ই হলেন পিতা, টিচার, সদগুরু। পিতাও তিনি আবার টিচার রূপে আমাদের পড়ান তারপরে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা বলেন আমরা সঙ্গে একত্রে ফিরব। তোমাদের জ্যোতি নিভে গিয়েছিল, যা এখন জাগ্রত হচ্ছে। আমার জ্যোতি সর্বদা জাগ্রত থাকে। সবটাই হল আত্মার কথা। তোমরা জানো আমরা আত্মা অশরীরী এসেছি তারপরে অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। আমাদের খেলা পূর্ণ হয়ে আবার রিপিট হবে। এইসব বোঝার ক্ষমতা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে।

তুমি মাতা পিতা তোমার পড়াশোনার কৃপায় আমরা ঘন সুখের অনুভব করি। এমন মাতা-পিতাকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়, ত্যাগ করা উচিত নয়। বাবা বলেন এমন মাতা-পিতা, বাপদাদাকে, যিনি তোমাদের এত বর্ষা প্রদান করেন, তাঁকে চিঠি লিখে পাঠাবে তাহলে বাবা বুঝবেন - বাচ্চারা স্মরণ করে। বাবার স্নেহ-স্মরণ তো প্রতিদিন মুরলিতে আসেই। বাচ্চাদের চিঠি দেহিতে এলে বাবা ভাববেন সম্পূর্ণ স্মরণ করেনা। বাবার তো লেখার দরকার নেই। বাবার তো রোজ মুরলি যায়। বাবা স্নেহ-স্মরণ দিয়েই থাকেন। তিনি তো হলেন জাগ্রত জ্যোতি। বাচ্চাদের বোঝান পত্র বা চিঠি অবশ্যই লিখতে থাকো। অনন্য বাচ্চাদের চিন্তা হয়না। যারা টলমল করে তাদের বোঝানো হয় - ভুলে যেও না, পড়াশোনা করতে থাকো। বাবার কাছে সব খবর তো আসে তাইনা। রেজিস্টারে নাম লেখা থাকে। জিজ্ঞাসা করেন - এই বাচ্চাটি অ্যাবসেন্ট কেন ? রোজ অ্যাবসেন্ট থাকলে ধরা হয় - মরে গেছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - অমুক বাচ্চার কোনো খবর আসেনি ? তখন লেখা হয় অমুক এখন আসেনা, সংশয় বুদ্ধি হয়েছে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে হয়তো নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বিজয় মালায় স্থান লাভ করতে সাহস দেখাতে হবে। স্মরণ যোগ্য হতে গেলে সবাইকে সুখ দিতে হবে।

২) সুপুত্র (বাধ্য) স্টুডেন্ট রূপে পিতা-শিক্ষকের নাম উজ্জ্বল করতে হবে। কখনও কাম বা ক্রোধের বশে বশীভূত হয়ে উল্টো কর্ম করবেনা।

বরদান : - সর্ব রুহানী খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সদা সন্তুষ্ট থাকতে পারা অলরাউন্ড সেবাধারী ভব

ব্যাখ্যা: অলরাউন্ড সেবাধারী অর্থাৎ মাস্টার সুখ দাতা, মাস্টার শান্তি দাতা, মাস্টার জ্ঞান দাতা। দাতা সদা সম্পন্নমূর্ত হয়। নিজে যেমন হবে অন্যদের তেমনই তৈরি করবে। রুহানী সেবাধারী অর্থাৎ এভাররেডি ও অলরাউন্ড। অলরাউন্ডার সে হতে পারে যে সম্পন্ন হয়, যে সম্পন্ন সে সন্তুষ্ট হবে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করবে। যে কোনো রকমের অপ্রাপ্তি অসন্তুষ্টতা উৎপন্ন করে। সন্তুষ্ট থাকা এবং সন্তুষ্ট করার বিধি হল সম্পন্ন এবং দাতা হওয়া।

স্লোগান - শুভ ভাবনা, শুভ কামনার গোল্ডেন গিস্ট সঙ্গে থাকলে যে কোনো আত্মার পরিবর্তন করতে পারো ।

ডবল সেবাবাহী স্বতঃই মায়াজিৎ

আজ দিলারাম বাবা তাঁর হৃদয়াসীন বাচ্চাদের সাথে এবং তাঁর স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের সাথে হৃদয় বিনিময় করতে এসেছেন। বাবার হৃদয়ে কি আছে আর বাচ্চাদের হৃদয়ে কি আছে, সবার হৃদয়ে তা খুঁজে বার করতে আজ বাবা এসেছেন। বিশেষভাবে ডবল বিদেশি দূরদর্শী বাচ্চাদের সাথে হৃদয় বিনিময় করতে এসেছেন। তোমরা সবসময়ই মুরলি শুনছো, কিন্তু আজ রুহ-রিহান অর্থাৎ অন্তরঙ্গভাবে খোলাখুলি আলাপচারিতা করতে এসেছেন, সব বাচ্চারা সহজ সরলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা! কোনরকম অসুবিধা বা চলতে চলতে ক্লান্তি আসছে না তো, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে না, তাই না? তুচ্ছ বিষয়ে কনফ্যুজ্ হয়ে যাও না তো? যখন তোমরা কোনও ঈশ্বরীয় নিয়মানুবর্তিতা বা শ্রীমতের ডিরেকশন তোমাদের সঙ্কল্পে, বাণীতে অথবা কর্ম দ্বারা উলঙ্ঘন করো, তখনই কনফিউজড হয়ে যাও। নয়তো, অত্যন্ত খুশির সাথে, স্বচ্ছন্দে, আরামে বাবার সাথে সাথে চললে কোনও মুশকিল হয়না, ক্লান্তি থাকেনা, কোনো সমস্যাও থাকেনা। যে কোনরকম দুর্বলতা সহজ জিনিসকে কঠিন বানিয়ে দেয়। তাইতো বাপদাদা বাচ্চাদের দেখে রুহ-রিহান করছিলেন যে তোমরা এমন অতি প্রিয়, হারানিধি শ্রেষ্ঠ আত্মা, বিশেষ আত্মা, পুণ্য আত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা, বিশ্বের আধারমূর্ত আত্মা, তাহলে কিভাবে তোমাদের কোনরকম সমস্যা হতে পারে? কিভাবে তোমরা বিভ্রান্ত হতে পারো? কার সাথে চলেছো তোমরা? বাপদাদা স্নেহ আর সহযোগের বাহুর আলিঙ্গনে তোমাদের সাথে নিয়ে চলেছেন! স্নেহ সহযোগের বাহুডোর সদা তোমাদের কর্ণে! এইরকম মালায় গাঁথা বাচ্চারা বিভ্রান্ত হবে, এটা কিভাবে হতে পারে! সদা খুশির দোলায় দোদুল্যমান বাচ্চারা সদা বাবার স্মরণে থেকে কোনোরকম কঠিন পরিস্থিতি বা দিশাহারা হতে পারেনা। আর কতো সময় তোমরা বিভ্রান্তি আর কাঠিন্যের অনুভব করবে? বাবার পালনার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে বিভ্রান্তিতে কিভাবে আসতে পারো? বাবার হওয়ার পরে, শক্তিশালী আত্মা হওয়ার পরে, মায়ার ব্যাপারে নলেজফুল হওয়ার পরে, সর্বশক্তি এবং সর্ব খাজানার অধিকারী হওয়ার পরেও মায়ী বা কোনো বিঘ্ন তোমাদের টলাতে পারে? (না) এটা তোমরা খুব ধীরে বলো! বলো: সে আমাদের কখনো টলাতে পারেনা! শুধু সাবধান হও, সবার ফটোগ্রাফ নেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা বলছো সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ফিরে গিয়ে তোমরা সেসব কিছুই বদল করতে পারবে না, তাই না! এখন থেকে শুধু স্নেহের, সেবার, উড়তি কলার বিশেষ অনুভবেরই সমাচার দেবে, তাই তো? তোমরা পত্রে লিখবে না - "মায়ী এসেছিলো, পড়ে গিয়েছিলাম, দিশাহারা হয়ে গেছিলাম, বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম, ভীত হয়েছিলাম", এইরকম পত্র তোমরা লিখবে না, তাই না! আজকাল দুনিয়ার সংবাদপত্রে কি সংবাদ বার হয়? দুঃখের, অশান্তির এবং বিশৃঙ্খলার!

কিন্তু তোমাদের সমাচার পত্র কি হবে? সদা খুশির বার্তার। খুশির অনুভব - আজ আমি বিশেষ এই অনুভব করেছি। আজ এই বিশেষ সেবা করেছি। আজ মন্সা সেবার অনুভূতি হয়েছে। আজ ভগ্নোৎসাহ ব্যক্তিকে সুখী বানিয়েছি। নীচে পড়ে থাকা কাউকে উড়িয়েছি। তোমরা এইরকম পত্রই লিখবে, তাই না? কারণ, ৬৩ জন্ম তোমরা মায়ার কৌশলে ভুলপথে চালিত হয়েছে, তোমরা পড়ে গেছ, ঠোকরও খেয়েছো। সবকিছু করেছে আর ৬৩ জন্ম পরে এই এক শ্রেষ্ঠ জন্মে, পরিবর্তনের জন্মে, তোমাদের শুধু উত্তরণের কলা নয়, উড়তি কলার জন্ম, এতেও তোমাদের তালগোল পাকিয়ে ফেলা, পড়ে যাওয়া, ক্লান্ত হওয়া অথবা তোমাদের বুদ্ধি বিপথে যাওয়া, এইসব দেখা বাপদাদার জন্য

মুশকিল, কেননা তোমরা তাঁর স্লেহী বাচ্চা, তাই না ! সুতরাং, স্লেহী বাচ্চাদের দুঃখ তরঙ্গের এই অল্প সময়টুকু দেখে সুখদাতা বাবা সহ্য করতে পারেন না । বুঝেছো তোমরা ! তাহলে এখন সদাকালের জন্য তোমরা অতীতকে অতীত বানিয়ে দিয়েছো তো ! কোনো সময় কোনো বাচ্চা যদি সামান্য হলেও বিভ্রান্ত হয় বা মায়ার বিপ্লবে প্রভাবিত হয় অথবা কমজোর হয়ে যায়, সেই সময়ে বতনে বাপদাদার সামনে সেই বাচ্চাদের চেহারা কেমন দেখাবে জানো তোমরা ? মিকি মাউসের কার্টুনের মতো । কখনো কখনো মায়ার বোঝাতে তোমরা মোটা হয়ে যাও । কখনো পুরুষার্থে হিম্মতহীন হয়ে তোমরা ছোট হয়ে যাও । মিকি মাউসও কিছু ছোট, কিছু মোটা হয়, তাই না ! তোমরা মিকি মাউস হবেনা তো ? বাপদাদাও এই খেলা দেখে আমোদিত হন । কখনো তোমাদের ফরিস্তা রূপ, কখনো মহাদানী রূপ, কখনো সবার প্রতি স্লেহী সহযোগী রূপ, কখনো ডবল লাইট রূপ , অন্য সময়ে আবার কখনো কখনো মিকি মাউসও হয়ে যাও । কোন রূপ তোমাদের পছন্দ হয় ? এইরকম ছোটো মোটা রূপ তো তোমাদের পছন্দ হয়না, তাই না ! বাপদাদা দেখছিলেন বাচ্চাদের এখনো কতো কাজ করতে হবে । যতটা তোমরা করেছে সেই তুলনায় বাকি কাজ তো কিছুই না । এখন কতজনকে সন্দেশ (বার্তা) দিয়েছো ? কমপক্ষে সত্যযুগের প্রথম জনসংখ্যা ন'লাখ তো প্রস্তুত করো । তোমাদের বেশিই বানাতে হবে কিন্তু এখন তো ন'লাখ প্রস্তুত করো । বাপদাদা দেখছিলেন কতো সেবা এখনও তোমাদের করতে হবে । যাদের ওপর সেবার এত দায়িত্ব তারা কতো বিজি হবে ! তাদের কোনকিছু ভাবার কি ফুরসৎ হবে ? যারা বিজি থাকে তারা সহজেই মায়াজিৎ হয় । তারা কিসে বিজি থাকে তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা, মন্সা দ্বারা, বাণী দ্বারা, কর্ম দ্বারা, সম্পর্ক দ্বারা সবরকমের সেবায় বিজি । মন্সার সাথে সাথে বাণী এবং কর্ম দ্বারা সেবাও হতে হবে । কর্মই করো বা কিছু বলো, যেন তোমরা শুধু ডবল লাইট, ডবল মুকুটধারী, ডবল পূজ্য হিসেবে তোমরা ডবল বরসা লাভ করো, একইভাবে সেবাও ডবল হতে হবে । শুধু মন্সা নয়, শুধু কর্ম নয়, বরং মন্সার সাথে সাথে কর্মও হতে হবে । একেই বলা হয়ে থাকে ডবল সেবাধারী । এইরকম ডবল সেবাধারী স্বতঃই মায়াজিৎ । বুঝেছো তোমরা ? তোমরা শুধুমাত্র সিঙ্গল সেবা করো । যদি তোমরা শুধু বাণী বা কর্ম দ্বারা সেবা করো তবে মায়ী তোমাদের সাথী হওয়ার চান্স পেয়ে যায় । মন্সা সেবা অর্থাৎ স্মরণ ; স্মরণে থাকা হলো বাবার সহায় হওয়া । সুতরাং, যখন তোমরা ডবল হও, যখন তোমাদের সাথী সাথে থাকেন, তখন মায়ী সাথী হতে পারেনা । যখন তোমরা সিঙ্গল থাকো, মায়ী তোমাদের সাথী হয়ে যায় । তারপরে তো বলো যে তোমরা অনেক সেবা করেছে ! সেবা করে তোমরা খুশিও হও, কিন্তু সেবার ভিতরেও মায়ী এসে যায় । সেটার কারণ কি ? তোমরা সিঙ্গল সেবা করেছে । ডবল সেবাধারী হওনি । এখন, এই বছর, ডবল বিদেশি কোন বিষয়ের প্রাইজ নেবে ? প্রাইজ তো চাই তোমাদের, তাই না !

যে যে সেবাকেন্দ্র এই বছর সেবায়, স্ব স্থিতিতে সদা নির্বিঘ্ন থেকে, নির্বিঘ্ন বানানোর ভাইরেশন বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে, সারা বছর কোনও বিপ্লবে প্রভাবিত হবেনা, এইরকম সেবা আর স্থিতিতে যে সেবাকেন্দ্র এক্সাম্পল হবে তার নাম্বার ওয়ান প্রাইজ প্রাপ্ত হবে । এমন প্রাইজ তো নেবে, তাই না ! যে সেন্টারই চায় এটা নিতে পারে । তারা এই দেশেরই হোক বা বিদেশের, কিন্তু সারা বছর ধরে তারা অবশ্যই নির্বিঘ্ন হবে । সেন্টারের এই পোতামেলের (হিসাব) চার্ট রাখো, যেমন তোমরা অন্য সব পোতামেল রাখো । তোমরা নোট করে রাখো, কতো প্রদর্শনী তোমরা করেছে, কতো লোক এসেছিলো, ইত্যাদি । একইরকমভাবে প্রতি মাসে তোমাদের পোতামেলেও এটা নোট করে রাখো, এই মাস, ক্লাসে আসা সব ব্রান্সন পরিবার নির্বিঘ্ন থাকে । মায়ী এসেছে এমন কোনো ব্যাপার নয় । এমন নয় যে মায়ী আসবেই না । মায়ী আসলেও মায়ার বশ হবেনা । মায়ার কাজ আসা আর তোমাদের কাজ

মায়াকে জয় করা । তার প্রভাবে না আসা । নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে মায়াকে সরাবে নাকি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে ! সুতরাং বুঝেছো তোমরা, কোন প্রাইজ নিতে হবে ? একজনও যদি বিদ্ববশ হয় তাহলে প্রাইজ হবেনা, কারণ সবাই তোমরা সাথী, তাই না ! সবাইকে পরস্পরের সাথে সহগামী হয়ে নিজের ঘরে যেতে হবে, তাই না ! এইজন্য তোমাদের সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ সদা এমন শক্তিশালী হতে হবে যাতে বাতাবরণও সকল আত্মাদের জন্য সদা সহযোগী হয়ে যায় । শক্তিশালী বাতাবরণ দুর্বলকেও শক্তিশালী বানানোয় সহযোগী হয়, ঠিক দুর্গের মতো । দুর্গ কেন বানানো হয় ? যাতে দুর্গের ভিতরে প্রজা সেফ থাকে । একজন রাজার জন্য কুর্কুরি বানানো হয় না, বরং তারা দুর্গ বানিয়েছে । তোমরাও সবাই নিজের জন্য, তোমাদের সাথীদের জন্য, অন্য আত্মাদের জন্য শক্তিশালী জ্বালারূপ দুর্গ বানাও । স্মরণের শক্তির জ্বালা হতে হবে । এখন দেখা যাবে বছরের শেষে কে প্রাইজ নেবে ! নিউ ইয়ার পালন করতে এখানে আসো তোমরা, তাই না ! সুতরাং, যারা বিজয়ী হবে তাদের বিশেষ নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষভাবে ডাকা হবে । একা বিজয়ী হবেনা । পুরো সেন্টার বিজয়ী হতে হবে । সেই সেন্টারের সেরিমনি অনুষ্ঠিত হবে । তারপরে দেখা যাবে বিদেশ এগিয়ে নাকি দেশ ! আচ্ছা, আর কোনো মুশকিল নেই তো, আছে ? মায়ার কোনও রূপ সমস্যা তৈরি করেছে না তো ? স্মৃতিচিহ্নে তোমরা কি কাহিনী শুনেছো ? সুর্ণথা যখন বিরক্ত করছিলো, তখন তার সাথে কি হয়েছিলো ? মায়ার নাক কাটতে জান না তোমরা ? এখানে, সবকিছু সহজেই হয়ে যায়, ইন্টারেস্টিং করার জন্য তারা এটাকে একটা কাহিনী বানিয়ে দিয়েছে । মায়াকে একবার আঘাত করলেই যথেষ্ট । মায়ার কোনো শক্তিমত্তা নেই । এটা শুধু ভিতরের দুর্বলতা । সে মরেই আছে । তার শেষ শ্বাসটুকু এখন বাকি আছে । তোমাদের সেটা শেষ করে বিজয়ী হতে হবে, কারণ তোমরা তো অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেছ, তাই না ! শুধু বিজয়ী হয়ে বিজয়ের হিসেব অনুযায়ী তোমাদের রাজ্যভাগ্য পাওয়ার আছে । এইজন্য এই অন্তিম শ্বাসে নামমাত্র বিজয়ী হতে হবে । যারা মায়াজিৎ তারাই তো জগতজিৎ, তাই না ! রাজ্যভাগ্য হ'লো বিজয় প্রাপ্ত করার ফল, এইজন্য মায়ার এই খেলা নামমাত্র । এটা যুদ্ধ নয়, খেলা । বুঝেছো তোমরা ! আজ থেকে মিকি মাউস হয়োনা । আচ্ছা !

সত্যযুগের স্থাপনা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ -

কল্প পূর্বের, স্বর্গের মার্জ (আত্মার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এখন) হওয়া তোমাদের সংস্কার যদি ইমার্জ (জাগ্রত করো) করো, তবে তোমরা নিজেদের সত্যযুগী শাহজাদী বা শাহজাদা অনুভব করবে । যখন তোমরা সত্যযুগী সংস্কার ইমার্জ করবে, সব রীতি-রেওয়াজ এমনভাবে স্পষ্ট ইমার্জ হবে যেন কালকেরই ব্যাপার, কাল এইরকম করতাম - এমন অনুভব করতে পারবে ! স্বর্ণযুগ, সত্যের যুগ - এর অর্থ বিভিন্ন ধরনের সুখ থাকা- প্রকৃতির সুখ, আত্মার সুখ, বুদ্ধির সুখ, মনের সুখ, সম্বন্ধের সুখ, যা যা সুখ হয় সেই সবটা থাকা । সুতরাং, এখন ভাবো প্রকৃতির সুখ কেমন হবে, মনের সুখ কি হবে, সম্বন্ধের সুখ কি হবে -এই সব ইমার্জ করো । এই দুনিয়ায় যেটাই তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, সেসব জিনিস পিওর রূপে, সম্পন্ন রূপে, সুখদায়ক রূপে সেখানে হবে । তা'সে ধনই হোক, মনই হোক অথবা আবহাওয়া সব প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ, একেই বলা হয়ে থাকে সত্যযুগ । শুধু ভাবো এটা খুব ভালো থেকেও ভালো একটা সম্পূর্ণ সুখদায়ী ফ্যামিলি; সেখানে রাজা প্রজার আলাদারকম পদ হওয়া সত্ত্বেও সব ফ্রিয়াকর্ম পরিবাররূপে চলে । তারা কাউকে এটা বলবে না যে এরা দাস- দাসী । তারা নম্বরক্রমে হবে, তারা সেবা করবে, কিন্তু কেউ দাসী, এই ভাবনা কারও মধ্যে থাকবে না । পরিবারে সর্ব সম্বন্ধ খুশির, সুখী পরিবার, সমর্থ পরিবার, এই পরিবারের সবকিছু শ্রেষ্ঠ । তোমরা জিনিস কিনতে দোকানে যাবে, কিন্তু সেখানে কোনো আর্থিক লেনদেন হবেনা । পরিবারের লেনদেনের

হিসেবে কিছু দেবে কিছু নেবে । গিস্ট হিসেবে মনে করবে । পরিবারে একটা নিয়ম আছে । উদাহরণস্বরূপ, যখন কারও কাছে অনেক থাকে তখন সবার মধ্যে ভাগ করে দেয়, লেনদেনের হিসেবে নয় । কাজ-কারবার চালানোর জন্য প্রত্যেককে তার নিজের নিজের ডিউটি দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন এখানে মধুবনের মতো । কেউ জামাকাপড় সামলায়, কেউ আনাজপাতি সামলায়, কেউ পয়সা তো দাও না, তাই না ! যেমনই হোক, সবকিছুর চার্জে তো লোক আছে, তাই না । এইরকম সেখানেও হবে । সব জিনিস অফুরান, এইজন্য জী হাজির অর্থাৎ সবকিছু সহজলভ্য । কিছুরই অভাব নেই । তোমাদের যার যেমন চাই, যতো চাই তোমরা নিতে পারো, বিজি থাকার এটা একটা সাধন । শুধুই বিনোদনের খেলা । কাউকে নিজের হিসেব কড়ি দেখানোর কিছু নেই । এখানে এটা সঙ্গমযুগ । সঙ্গমযুগ অর্থাৎ ইকনমি । সত্যযুগ অর্থাৎ খাও-দাও, যেমন ইচ্ছে খরচ করো । তোমাদের ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা । যেখানে ইচ্ছা সেখানে তোমাদের হিসেবনিকেশ করতে হয় । ইচ্ছার কারণেই উপর-নিচে হয়ে যায় । ওখানে ইচ্ছাও নেই, অভাবও নেই । সর্বপ্রাপ্তিও আছে আর সম্পন্নতাও আছে, সুতরাং আর কি চাই ! এমন নয় যে কোনো জিনিস ভালো লাগলো তো বেশি নিয়ে নিলে, তোমরা ভরপুর থাকবে । তোমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ থাকবে । সত্যযুগে তো তোমাদের যেতেই হবে, তাই না ! সর্বতোভাবে প্রকৃতি তোমাদের সেবা করবে । (সত্যযুগে বাবা তো থাকবেন না) তিনি বাচ্চাদের খেলা দেখবেন । কাউকে তো সাক্ষীও হতে হবে, তাই না । যিনি স্বতন্ত্র, তিনি তো স্বতন্ত্রই থাকবেন ! তিনি প্রিয় হবেন, কিন্তু পৃথক হয়েও প্রিয় হবেন । প্রিয় হওয়ার খেলা তো তিনি এখন খেলছেন , তাই না ! সত্যযুগে স্বতন্ত্র থাকাই সবচেয়ে ভালো । নয়তো, যখন সবাই তোমরা একসাথে নিচে পড়বে তোমাদের ওপরে কে টেনে তুলবে ? সত্যযুগে প্রবেশ অর্থাৎ চক্রে যাওয়া । আচ্ছা - যখন তোমরা সত্যযুগে জন্ম নেবে তখন আমাকে নিমন্ত্রণ করো, সেই সঙ্কল্প যদি তোমাদের মধ্যে ইমার্জ হয়, তবে আমি আসবো । সত্যযুগে যাওয়া অর্থাৎ চক্রে যাওয়া । সত্যযুগের ব্যাপারে তোমরা বাপদাদাকে আকৃষ্ট করছো ! আচ্ছা - সেখানে এত বৈভব হবে যা তোমরা সব খেতেও পারবে না । শুধু দেখতে থাকবে । আচ্ছা !

এইরকম সদা সমর্থ আত্মাদের, যারা সদা মায়াজিৎ তথা জগতজিৎ আত্মা, যারা সদা সহজ যোগী হওয়ার বরদান লাভ করছে, ডবল সেবাধারী, ডবল মুকুটধারী, ডবল লাইট, এইরকম বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বরদানঃ - তোমাদের আত্মিকতা (রুহানিয়ত) বজায় রেখে স্বমানে সীটে বসে সদা সুখী, সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি ভব

সব বাচ্চার মধ্যে কোনও না কোনো গুণের বিশেষত্ব আছে । সবাই বিশেষ, গুণবান, মহান, মাস্টার সর্বশক্তিমান - এই রুহানী নেশা সদা স্মৃতিতে থাকলে তাকেই বলা হয় স্ব-মান । এই স্বমানে অভিমান আসতে পারেনা । অভিমানের সীট কাঁটার সীট, এইজন্য সেই সীটে বসার চেষ্টা করো না । আত্মিকতায় (রুহানিয়তে) থেকে স্বমানে সীটে যদি বসো, তবে সদা সুখী, সদা শ্রেষ্ঠ, সদা প্রাপ্তিস্বরূপের অনুভব করতে থাকবে ।

স্লোগানঃ - যারা নিজের শুভ ভাবনা দ্বারা সব আত্মাকে ক্ষমা করে এবং আশিস প্রদান করে, তারাই কল্যাণকারী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সতের সঙ্গ হলো এক, যাঁর দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হয়, আত্মা পবিত্র হয়, বাকি সব হলো কুসঙ্গ, তাই বলা হয় - সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে"

প্রশ্ন : - বাবার এমন কি কর্তব্য, যা কোনো ধর্মস্থাপক করতে পারেন না ?

উত্তর : - বাবার কর্তব্য হলো, সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাবা আসেন - সবাইকে এই শরীর থেকে মুক্ত করতে অর্থাৎ মৃত্যু দিতে। এই কাজ কোনো ধর্ম স্থাপকই করতে পারে না। তাঁদের পিছনে তো সেই ধর্মের পবিত্র আত্মারা উপর থেকে নামে আর নিজের নিজের অভিনয় করে পবিত্র থেকে পতিত হয়।

গীত : - জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে। কে শুনিয়েছেন? সাজন শুনিয়েছেন। ভক্ত বললে স্ত্রী বা পুরুষ দুইই এতে এসে যায়। তাই সকলেই সীতা। রাম হলেন এক। ভক্ত অনেক, ভগবান এক। সেই ভগবানকে বলা হয় পরমপিতা। লৌকিক বাবাকে পরমপিতা বলা হবে না। তিনি হলেন লৌকিক শরীর দানকারী পিতা। পরমপিতা পরমধামে থাকেন, তিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা। প্রত্যেক মানুষেরই দুজন বাবা - এক হলো লৌকিক, দ্বিতীয় পারলৌকিক বাবা। জন্মে জন্মে লৌকিক বাবার বর্ষা আলাদা হয়। প্রতি জন্মে বাবা আলাদা - আলাদা থাকে। তোমরা চিন্তা করে দেখো যে, তোমরা কতো জন্ম নাও, কতো বাবা পাও? হ্যাঁ, ৮৪ জন্মে নিশ্চই ৮৪ জন বাবা আর ৮৪ জন মা পাবে। প্রতি জন্মে একজনই লৌকিক বাবা আর একজনই মা থাকে। দ্বিতীয় বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা কিন্তু সত্যযুগ আর ত্রেতায় কখনোই ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে না। হে পরমপিতা পরমাত্মা দয়া করো --- এমন কখনোই বলে না, তাই বোঝানো হয় -- সত্যযুগ আর ত্রেতায়ুগে একজনই বাবা থাকেন। এরপর দ্বাপর যুগ আর কলিযুগ, যাকে ভক্তিমার্গ বলা হয় -- সেখানে সকলেরই দুজন বাবা। স্ত্রী আর পুরুষ উভয়েরই দুজন বাবা। মানুষ পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে কেননা এ হলো দুঃখধাম। দুঃখধামে দুজন বাবা আর সুখধামে একজন বাবা। এখানে তো একজন লৌকিক বাবা, আর দ্বিতীয় সকলের দুঃখ নিবারণকারী বাবা। যাঁকে সকলেই স্মরণ করে যে, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো, দয়া করো। অর্ধেক কল্প হলো দুঃখধাম আর অর্ধেক কল্প হলো সুখধাম। সত্যযুগ হলো নতুন যুগ আর কলিযুগ হলো পুরানো যুগ। বাবা বলেন যে, এখন আমি সত্যযুগ নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করছি। এই পুরানো যুগ কলিযুগের বিনাশ হয়ে যাবে। কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসবে। কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদিকে কল্পের সঙ্গম বলা হয়। এ হলো কল্যাণকারী যুগ কেননা এখানেই পতিত থেকে পবিত্র হতে হয়। কলিযুগে থাকে পতিত মানুষ, আর সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতা। বাবা বোঝান যে, এ হলো আসুরী রাবণ সম্প্রদায়। প্রত্যেকের ভিতরেই পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে। তাকে বলা হবে রাবণ ওমনি প্রেজেন্ট (সর্বত্র বিরাজিত), গড ওমনি প্রেজেন্ট নয়। পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে তাই একে পতিত দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগ আর ত্রেতায়ুগকে পবিত্র দুনিয়া শিবালয় বলা হয়। কলিযুগ হলো বেশ্যালয়। তাই শিব পরমপিতা পরমাত্মা এসে নব যুগ স্থাপনা করেন। বাবা বলেন, এখন জাগো, নবযুগ বা সুখধামের সময় এখন এসেছে। লক্ষ্মী -

নারায়ণের রাজ্য এখন আসছে । এ হলো রাজযোগ । এ কোনো সাধারণ সত্‌সঙ্গ নয় । এক হলো সত্য সঙ্গ আর দ্বিতীয় হলো মিথ্যা সঙ্গ, কু সঙ্গ । সত্‌ সঙ্গ উদ্ধার করে আর কু-সঙ্গ নাশ করে ।

সত্‌ হলেন এক বাবাই । তাঁকেই বলে পতিত - পাবন এসো । তিনি এসেই পবিত্র বানান । এখন হলো রাবণ রাজ্য । যতক্ষণ সত্‌ বাবা আসবেন না, ততক্ষণ সত্‌ সঙ্গ হয় না । সবই হলো মিথ্যা সঙ্গ বা কু সঙ্গ । তোমরাই হলে সীতা, তোমরাই ভক্তি করো । তোমরা মনে করো ভক্তির ফল ভগবান এসে দেবেন । তাই অবশ্যই যখন ভক্তির সময় সমাপ্ত হওয়ার হবে, তখনই তো তিনি আসবেন, তাই না । অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞানের প্রালঙ্ক আর অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির প্রালঙ্ক । এখন তোমরা ভগবানের শ্রীমতে পুরুষার্থ করছো । ভগবান হলেন এক, তিনি নিরাকার, পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের বাবা । তিনি এই সঙ্গমেই আসেন । দ্বাপর আর কলিযুগকে ভক্তিকাল্ড বলা হয় । সত্যযুগ আর ত্রেতাকে জ্ঞানকাল্ড বলা হয় । এই জ্ঞান আছেই জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার কাছে । শাস্ত্রের জ্ঞান কোনো জ্ঞান নয় । তাতে যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে সদ্ধতি হতো । ভারত যেমন হীরের মতো ছিলো, এখন আর তা নেই । বাবা আবার তা বানান । তোমরা এখন হীরের মতো হচ্ছেো । তোমাদের জীবনের পরিবর্তন হচ্ছে । আত্মা এখন দৈবী গুণ ধারণ করছে । এমনিতে তো মানুষ ব্যরিস্টার, ইঞ্জিনিয়র, সার্জন ইত্যাদি তৈরী হয় । বাকি, মানুষদের দেবতা বানানো, এ হলো পরমপিতা পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগরের কর্তব্য । তাঁকেই সত্য বলা হয় । তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ সত্যখন্ডের স্থাপনা করেন । বাকি সব তো মিথ্যা বলে, মিথ্যা খন্ডের স্থাপনা করে । রাবণের মতে চলে । তোমরা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হও । নতুন যুগেভারত ছিলো নতুন । তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হতো । তখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । তাঁদের কে এই রাজ্য - ভাগ্য দিয়েছিলো ? অবশ্যই যিনি স্বর্গের স্থাপনা করবেন । এখন ৮৪ জন্ম নিয়ে মানুষ এই আশীর্বাদী বর্ষা হারিয়ে ফেলেছে । এখন আবার চক্র সম্পূর্ণ হবে । সবাইকে ফিরে যেতে হবে । লিবারেটর হলেন একমাত্র বাবা । তিনিই সবাইকে লিবারেট করে নিয়ে যান, এইজন্য তাঁকে কালেরও কাল বলা হয় । বাবা বলেন যে, এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন ফিরে যেতে হবে । এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলে, তা বাবা বসেই বোঝান, অর্থাৎ তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান । তিনি তিন লোক আর তিন কালের জ্ঞান দেন । তিনিই হলেন পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর, বীজ রূপ । তাঁর থেকেই তোমরা সত্যখন্ডের অবিদ্যার আশীর্বাদী বর্ষা পাও । এখানে তোমরা এসেছো পরমপিতা পরমাত্মার কাছে আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য, যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন । তোমরা জানো যে, আমরাই আবার স্বর্গের মালিক হবো ।

সত্যযুগের লক্ষ্মী - নারায়ণ আদিদের বলা হয় দৈবী ধর্ম, সে হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম । তাঁদের ধর্মও যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি কর্মও শ্রেষ্ঠ । সেখানে কেউই ভ্রষ্টাচারী থাকে না । দ্বাপর আর কলিযুগেও একজন শ্রেষ্ঠাচারী থাকে না । বাবাকে ভোলার কারণেই এই খারাপ গতি হয় । এরপর বাবা এসেই পতিত থেকে পবিত্র বানান । ধর্ম স্থাপক কখনোই পতিত থেকে পবিত্র বানাতে আসেন না । পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । তিনিই প্রকৃত গুরু । বাকি ওরা এসে তো তাদের ধর্ম স্থাপন করেন । ওপর থেকে পবিত্র আত্মারা আসে, তারপর ধীরে ধীরে পতিত হয় । এই সময় সকলেই পতিত । সবাইকে পবিত্র করা তো বাবারই কাজ । তিনিই হলেন পতিত পাবন । গুরু নানকও সেই সদ্‌গুরু মহিমা করেছেন । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্যই এই মহাভারতের লড়াই । বাকি এমন নয় যে তোমাদের যুদ্ধের ময়দানে জ্ঞান দেন । জ্ঞানের জন্য তো একান্তের প্রয়োজন । সাত দিন ভাঙিতে থাকতে হবে । বাকি সবই তো হলো ভক্তির সামগ্রী । ভক্তদের মধ্যেও কেউ কেউ বড় ভক্ত হয় ।

রুদ্র মালাও যেমন আছে, তেমনি ভক্তের মালাও আছে । ও হলো ভক্তদের মালা, আর এ হলো জ্ঞানের মালা । ওপরে থাকে শিব তারপর যুগল দানা, তারপর তাঁদের বংশাবলী, যে মালা মানুষ জপ করে । রাম - রাম বলতে থাকে, কেননা তারা দুঃখী, রাবণ সম্প্রদায় রামকে স্মরণ করে যে, এসে নিজের বানাও । এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছো । বাস্তবে সমস্ত আত্মারাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । মনুষ্য সৃষ্টি হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয়েছে । আত্মা তো অবিনাশী । আত্মাদের বাবাও হলেন অবিনাশী । এখন তোমাদের দুইজন বাবা -- এক বিনাশী আর দ্বিতীয় অবিনাশী । ব্রহ্মাও শরীর ত্যাগ করেন । শিববাবার তো আর নিজের শরীর নেই । তিনি তো জন্ম - মরণ রহিত । জন্ম - মরণে তোমরা বাচ্চারা আসো । তোমাদের, আদি সনাতন দেবী দেবতাদেরই ৮৪ জন্ম হয় । এ তো হিসেব । গুরু নানকের জন্মের তো ৫০০ বছর হয়েছে । তাহলে এই সময়ে ৮৪ জন্ম কিভাবে নেবে । বাকি লাখ জন্মের তো কথাই নেই । বাবা বোঝান যে, এখন সকলের জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এরপর নতুনভাবে সত্যযুগে খেলা শুরু হবে । সত্যযুগে তো অল্পকিছু মানুষ চাই । বাকি এতোসব কোথায় যাবে ? তাদের জন্যই এই মৌচাকে আগুন লাগবে । এই বোম্ব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব শেষ হয়ে যাবে । বাকি আত্মারা সব মুক্তিধামে চলে যাবে । এ হলো শেষ সময়, সবাইকে ফিরে যেতে হবে । ভারতকে অবিনাশী খণ্ড বলা হয় কেননা ভারতই বাবার জন্মস্থান । শিববাবা এই ভারতেই আসেন । পতিত - পাবন বাবা এখানে জন্ম নেন, তাই সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য ভারত হলো অনেক বড় তীর্থস্থান । ভারতের এমন গুরুত্ব কিন্তু মানুষ সেই গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়েছে । এও এই নাটকেরই খেলা, যা বাবা এসে বোঝান । বাবা বলেন যে, আমিই হলাম জ্ঞানের সাগর । লক্ষ্মী - নারায়ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না । তাঁদের মধ্যে রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান নেই ।

এই জ্ঞান অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আছে । তোমরাই মানুষ থেকে দেবতা হও । তোমরা এখানে আসো পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে । বাবা বসে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । নিরাকার বাবা এই শরীরকে ধার নিয়ে পড়ান । তোমাদের আত্মাও এই শরীরের দ্বারাই শোনে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মা হলো স্টার, যে ক্রকুটির মধ্যে থাকে, আর ওই বাবা হলেন সুপ্রীম আত্মা । সেই সুপ্রীম এসে এনাকে নিজের সমান সুপ্রীম বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যান । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের গাইড । তাঁকেই দুঃখহর্তা, সুখকর্তা বলা হয় । তিনি তোমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন । সত্যযুগে কোনো দুঃখ থাকে না । নব - যুগের জ্ঞানও সেখানে নেই । এই কথা মানুষ কখনোই শোনে নি । যদিও ভালো বা খারাপ দুই রকম মানুষই আছে কিন্তু সকলেই পতিত, তাই তো তারা গঙ্গায় স্নান করতে, পবিত্র হতে যায় । গঙ্গার নাম পতিত - পাবনী রেখে দিয়েছে । বাস্তবে পতিত - পাবন তো বাবাকেই বলা হয় । পতিত দুনিয়ার পরে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন হয় । সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয় । আর ও হলো সাইলেন্স ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড । আত্মারা সব এখানে এসে অভিনয় করে । এই পার্ট হলো ৮৪ জন্মের । তোমরা অলরাউন্ড অভিনয় করো । এ হলো এক বানানো ড্রামা । প্রত্যেকের মধ্যেই তার নিজের নিজের অবিনাশী পার্ট । তা কখনোই মুছে যায় না । তোমরা ৮৪ জন্ম ভোগ করবে । এই চক্রের আদি - অন্ত নেই । ড্রামা কখন শুরু হয়েছিলো - এই প্রশ্ন উঠতে পারে না । না এর আদি আছে, না অন্ত । সত্যযুগ শুরুতেও ছিলো সত্য, সত্য আছে এবং সত্যই হবে । এই চক্র বৃত্তে পারলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা মহারানী হও । তাকে ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য বলা হয়, যা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি বাবার থেকে পাওয়া যায় । তোমরা বেহদের বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের বর্ষা পাও । বাবাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় ।

স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা দানকারী বাবা বলেন যে, আমি কল্পের সঙ্গম যুগে এসে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা দিই। যারা পুরুষার্থ করবে তারা সূর্যবংশী ঘরানাতে আসবে। এ কোনো সাধারণ সত্যসঙ্গ নয়। এ হলো গডলী ইউনিভার্সিটি। ভগবান উবাচঃ, তাই না। ভগবান পড়িয়ে মানুষকে দেবতা বানান। এমন কোনো সত্যসঙ্গ হবে না, যেখানে বলবে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা বানাবো।

বাচ্চারা এখন তোমরা নতুন দুনিয়ায় দেবী - দেবতার পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমাদের বোঝানো উচিত যে, বাবা দুজন হয় - এক বেহদের বাবা আর এক হদের। আমরা বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিষি। তোমাদেরও তিনি মত দেন যে, আশীর্বাদী বর্ষা নাও। শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ পরমপিতা পরমাত্মার মতে চললে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। সত্য হলেন এক বাবা। তিনি এসেই আমাদের পড়ান। ঐর শরীরের দ্বারাই তিনি বলেন যে, আমি ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদের আশীর্বাদী বর্ষা দিই। ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ঠাকুর দাদার আশীর্বাদী বর্ষা পাও। ঠাকুর দাদার আশীর্বাদী বর্ষার উপরে সমস্ত আত্মাদের অধিকার আছে। লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুরুষরাই আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী হয়। তোমরা তো হলে আত্মা। সবাই ভাই - ভাই। সবাই শিববাবার থেকে বর্ষা পায়। তোমরা ঠাকুর দাদার থেকে অবিনাশী বর্ষা পাচ্ছে।

বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের মন্দিরের যোগ্য বানাই। মানুষদের দেখো কতো ক্রোধ। একজন আর একজনের বিনাশ করে দেয়। এ হলো বেশ্যালয়। শিবালয় ছিলো, তা আবার তৈরী হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মা শিব এসে শিবালয় বানান। তিনি এই বেশ্যালয় থেকে উদ্ধার করে গাইড হয়ে সবাইকে শিবালয়ে নিয়ে যান। সবাই তাদের পুরানো শরীর থেকে মুক্ত হয়ে আমার সাথে যাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ॥ রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দৈব গুণ ধারণ করে নিজের জীবনের পরিবর্তন করতে হবে। সত্যথওে যাওয়ার জন্য সত্য বাবার সঙ্গে সত্যতা বজায় রাখতে হবে।

২) এক সত্য বাবার সঙ্গে থাকতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া খুব ভালোভাবে পড়ে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হয়ে উচ্চ ভাগ্য বানিয়ে পদমাপদম ভাগ্যশালী ভব

যার কর্ম যতো শ্রেষ্ঠ, তার ভাগ্যের রেখা তত লম্বা আর স্পষ্ট। ভাগ্য বানানোর সাধন হলো শ্রেষ্ঠ কর্ম। তাহলে শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হও আর পদমাপদম ভাগ্যশালীর ভাগ্য প্রাপ্ত করো। শ্রেষ্ঠ কর্মের আধার হলো শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ বাবার স্মৃতিতে থাকলেই কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে, তাই যতো চাও, ততই ভাগ্যের লম্বা রেখা টেনে নাও। এই এক জন্মেই অনেক জন্মের ভাগ্য তৈরী হতে পারে।

স্লোগান : - নিজের সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটির দ্বারা অনেককে সন্তুষ্ট করাই হলো সন্তুষ্টমণি হওয়া ।

পদমাপদম - পদ্ম অর্থাৎ শতদল, প্রতিটি কদমে সহস্র শতদল সমান প্রাপ্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- ঘরকে স্বর্গ বানানোর দায়িত্ব তোমাদের উপরে, সবাইকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে"

প্রশ্ন : - ঈশ্বরীয় কোলে এসে বাচ্চারা, তোমাদের কি অনুভব হয় ?

উত্তর : - ঈশ্বরীয় কোলে আসা প্রতিটি বাচ্চার মঙ্গল মিলনের অনুভব হয়। তোমরা জানো সম্প্রসারণ হল ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন অনুভব করার যুগ। তোমরা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন করে ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর। এইসময় তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে মিলিত হও। সম্পূর্ণ কল্পে কেউ সম্মুখে মিলন অনুভব করতে পারেনা। তোমাদের এ হল খুব ছোট ঈশ্বরীয় কুল, শিববাবা হলেন পিতামহ, ব্রহ্মা হলেন পিতা এবং তোমরা বাচ্চারা হলে ভাই-বোন, দ্বিতীয় কোনো সম্বন্ধ নেই।

গীত : - নতুন নতুন কলি তোমরা, তাকিয়ে বিশ্ব তোমাদের দিকে, দায়িত্ব এখন অনেক তোমাদের
.....

ওম্ শান্তি। বাবা যখন আসেন তখন প্রথমে কিছুক্ষণ সাইলেঞ্চে বসা উচিত কারণ সর্বপ্রথম দান করা হয় - স্মরণের। স্মরণের দ্বারা-ই পবিত্র করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা দান দিচ্ছ এবং দান গ্রহণ করছ। বাবা এসে কাঁটা থেকে কুঁড়ি বানান, তারপর কুঁড়ি থেকে ফুল হয়। তোমরা জানো আমাদের সার্ভিস হল - প্রত্যেককে স্বর্গের উপযুক্ত করে তোলা। যেমন তোমরা তৈরী হচ্ছে।

বাবা এসে প্রথমে হেল্থ তারপরে ওয়েল্থ প্রদান করেন। প্রথমে শান্তি তারপরে সুখ। বাস্তবে সুখ আছে দুটোতেই। বাচ্চারা তোমাদের সুখ শান্তি দুটোই চাই, আর যারা সন্ন্যাসী প্রমুখরা রয়েছে, তারা শুধুই শান্তি চায়। সন্ন্যাসীর সুখ চায় না। সুখ তো তারা দিতে পারেনা। আর যদি শান্তি দেবে তাও অল্পকাল, ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের জন্য। তারা বলে সুখ তো হল কাক বিষ্ঠা সম। সন্ন্যাসীর সাধারণত শান্তি কামনা করে মুক্তির জন্য। মুক্তি দ্বিতীয় কেউ দিতে পারেনা। একেই অনন্তের (বেহদের) মুক্তি, অনন্তের জীবনমুক্তি বলা হয়, তাও বেহদের বাবা-ই দিতে পারেন। তোমরা জানো এই সময় সবাই হল কাঁটা। কাঁটা (শরীর বা মনকে) বিদ্ধ করে। বাবা বলেন সবাই একে অপরকে কাম কাটারী দিয়ে মারে। তারা জানে না যে কাম কাটারীকে হিংসা বলা হয়। তোমরা বিকারগ্রস্ত হয়ে আদি-মধ্য-অন্ত একে অপরকে দুঃখ দিয়ে থাক। এ হল দুঃখের দুনিয়া। সুখের দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয় - যখন নতুন সৃষ্টি নতুন ভারত হয়। ভারতবাসী যারা দেবী দেবতার পূজারী, তারা জানে যে এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হয়। এই অনুভূতিও হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে তাঁদের মহিমা গায়ন করে। জানে তাঁরা ভারতের মালিক ছিলেন। ভারত স্বর্গ ছিল - এইরূপ অনুভূতি হয়, কিন্তু হাওয়ার মতো, ভাসা ভাসা। তারা বুঝতে পারে ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত মন্দির বানানো হয় অর্থাৎ তাঁদের রাজধানী ছিল। তাদের মহারাজা-মহারানী বলা হয়। কিন্তু কবে ছিল সেসব ভুলে গেছে। কত সাধারণ ভুল ! তেমন কোনো বেশি সময়েরও নয়। পাঁচ হাজার বছরের তো কথা। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদির তো দুই-আড়াই বছর হয়েছে। তাঁদের জন্যে এমন বলা হয় রিইনকারনেশন (পুনরায় অবতীর্ণ হয়েছে) করেছে। যদিও রি-ইনকারনেট (পুনর্জন্ম) সবাইকে

করতে হয়। আত্মা এসে প্রবেশ করে একেই রি-ইনকারনেট বলা হবে। কিন্তু প্রথমে বড়দের নাম গান হয় । বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা যখন রি-ইনকারনেট করবেন, তখন এসে দেহে প্রবেশ করবেন। রি-ইনকারনেটের এটাই অর্থ। তাই বড় বড় বা বিখ্যাত যারা, তাদের ক্ষেত্রে এইরূপ বলা হয়। যেমন বুদ্ধের রিইনকারনেশন, ক্রাইস্টের রিইনকারনেশন। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের ভারতের সঙ্গে কানেকশন দেখা যায়। গুরু নানকের ক্ষেত্রে আনুমানিক ৫০০ বছর দেখানো হয়েছে। ওনারও ছোট রিইনকারনেশন । তাদের হল বড়। সুতরাং রিইনকারনেশন সবাই করে। পরমপিতা পরমাত্মাকে আহবান করা হয় । কিন্তু তিনি কবে আসবেন, কিভাবে আসবেন - সে কথা জানেনা। দেহে তো অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু জন্ম নেন না, তাই ওঁনার রিইনকারনেশন বলা হয়। শিশু রূপ ধারণ করেন না। সবচেয়ে বড় রিইনকারনেশন পরমপিতা পরমাত্মার বলা হবে। গায়ন আছে - পরমাত্মা ২৪-টি অবতার নেন। এখন বলে দিয়েছে - প্রতিটি পাথরে অবতার নিয়েছেন। ক্রমাগত পতন হতেই থাকে । যেমন ভারতের পতন হয়েছে তেমনই তাদের কথারও পতন হয়েছে। বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। তাই নিশ্চয়ই নতুন ও পুরানো দুনিয়ার সঙ্গমে আসবেন। ওঁনার রিইনকারনেশন সবচেয়ে বড় বলা হবে। শিবের সবচেয়ে বড় রিইনকারনেশন হয়। কিন্তু মানুষ বোঝেনা, কারণ পরমাত্মার থেকে বিমুখ হয়েছে। নিরাকার - এ বিষয়ে কিছুটা জ্ঞাত, কিন্তু এ কথা জানেনা যে পরমাত্মা কবে আসেন, এসে কি করেন ? এমন নয় যে বিষ্ণুর অবতরণ বলা হবে। দেবী-দেবতাদের অবতরণ বলা হবেনা। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা বলা হবে।

বিষ্ণু অবতরণ বিষয়ে একটি নাটক বানিয়েছে । এখন বাস্তবে বিষ্ণু অবতরণের কোনো বিষয়ই নেই। তোমরা এখন বিষ্ণুর কুলের হও। ঈশ্বরের কুল তাইনা ! এই শিবের সন্তান ব্রহ্মা, ব্রহ্মার সন্তান তোমরা। একেই ঈশ্বরীয় কুল বলা হয়। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন আমি এসে তোমাদের আপন করি। বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদের পিতা হই। যদিও আমি হলাম সবার পিতা। কিন্তু এখন তোমরা ব্রহ্মা দ্বারা আমার আপন হয়েছে, তাই তোমরা আমায় পিতামহ বা দাদু বলে সম্বোধন কর। আত্মাদের পিতা তো আছে। তোমরা সবাই জান এইসময় আমি এসেছি। তোমরাও এখনই মিলিত হও। অনন্তের (বেহদের) বাবার কাছে তখনই মিলন হয় যখন বাবা জন্ম দেন। এখন তোমাদের ধর্ম সন্তান করেছেন ব্রহ্মা দ্বারা। বিকার জনিত সন্তান তো হতে পারেনা। এত প্রজা আছে। কত ভাই-বোন আছে এরা সবাই মুখ বংশী হল তাইনা ! সন্ন্যাসীদের বংশ হয়না কারণ তাদের পিতামহ বা পিতার কোনো কানেকশন নেই। এখানে পিতাও আছেন, পিতামহও আছেন। এনাকে দাদা অর্থাৎ বড় ভাই বলা হয়। বাবা এসে আপন করেন। তোমরা জানো আমরা ঈশ্বরের কোলে এসেছি। এ হল মঙ্গল-মিলন। কলিযুগের অন্তিম সময় এবং সত্যযুগের আদি সময় - এই সময়কে সঙ্গম বলা হয়। সঙ্গমে মিলন হয়। যেমন তিন নদীর সঙ্গম আছে। তাতে কি হয় ? গুরু এবং জিজ্ঞাসুদের (অনুগামী) মঙ্গল-মিলন হয়। সেসব তো হল দৈহিক। গায়নও আছে - আত্মা ও পরমাত্মার মঙ্গল-মিলন। এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আত্মারা মিলিত হয় - পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে। এখানে নদীর জলের কথা নেই। তোমরা এখানে বসে আছো। এইটি হল তোমাদের শ্রেষ্ঠতম মঙ্গল-মিলন। আত্মারাও এখন চৈতন্য। পরমপিতা পরমাত্মার এই হল লোন নেওয়া দেহ , একেই মঙ্গল-মিলন বলা হয়। কুস্তের মেলা বলা হয় কিনা। কুস্তকে সঙ্গম বলা হবে। তিন নদীর সঙ্গমের নাম কুস্ত রাখা হয়েছে। সবচেয়ে বড় সঙ্গম কোনটি ? সাগর এবং নদীর সঙ্গম। সবচেয়ে বড় নদী ব্রহ্মপুত্র । ওনার মধ্যে বাবা আসেন তাই সাগর এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর একত্রে মিলন মেলা তো হল-ই। এখন কুস্তের মেলা হয় - সঙ্গমে। তোমরা সবাই জ্ঞান সাগর বাবার সঙ্গে মিলিত হও, একেই ঈশ্বরীয় কুস্ত মেলা

বলা যায়। এ হল আত্মা ও পরমাঙ্গার সঙ্গম। কুন্ড বা সঙ্গম, একই কথা। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা নিজের জন্যে স্বর্গের স্থাপনা করছি। আমাদের ঘরেই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে। যেখানে পবিত্রতা আছে, সেখানেই স্বর্গ বলা হবে। বাচ্চারা পবিত্র থাকে তো পবিত্রতা সুখ-শান্তি আছে। তোমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যেমন দেবতাদের হয়। কোনোরকম অবগুণ যেন না থাকে, একেই স্বর্গ বলা হবে। সেটাই তখন স্থায়ী স্বর্গে পরিণত হয়ে যায়। গৃহে থেকে এমন যোগ্য হতে হবে, সেইজন্য বলা হয় ঘরে ঘরে স্বর্গ রচনা করো। তোমরা মানুষকে স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য কর। তোমাদের জন্যেই গীত গাওয়া হয়েছে - ঘরে ঘরে স্বর্গ বানাও । সত্যযুগে ঘরে ঘরে স্বর্গ ছিল, এখন নেই। যে বাচ্চারা বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করে তাদেরকে নিজের ঘরে বসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার লক্ষ্য দিতে হবে।

এ হল সব থেকে বিশাল চৈতন্য তীর্থ। যেখানে শিববাবা হলেন সাগর, সেখানে তোমরা আত্মারা নিশ্চয়ই গঙ্গা হবে। এ হল সবচেয়ে বিশাল উঁচু থেকে উঁচু মেলা। ওটি সব হল ভক্তিমার্গের মেলা, এ হল জ্ঞান মার্গের মেলা। ভক্তিমার্গের মেলা তো জন্ম জন্ম আয়োজিত হয়। জ্ঞান মার্গের মেলা একবার-ই আয়োজিত হয়। এ হল রহানী মিলন। সুপ্রিম আত্মা পরমধাম থেকে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন। এ হল সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্রা বা মেলা। এই চৈতন্য সাগর তো সর্বত্র যেতে পারেন। ওই জড় সাগর কোনো স্থানে যায় না । এই সাগর হল যায় । তোমরা নদীরাও যাও নিমন্ত্রণ পেলে। জ্ঞান সাগর এই ব্রহ্মপুত্র নদীর সঙ্গে চলেন। তোমরা হলে বিভিন্ন প্রকারের নদী - কেউ পবিত্র, কেউ অপবিত্র। কোনো কোনো সময় এমন অনেকে আসে যে কেউ পবিত্র থাকেনা। তবুও আসে তো তাইনা ! বাইরের গৃহস্থেরাও আসে। অ্যালাও করা হয়। এমনও নয় যে সবাইকে অ্যালাও করা করা হয়। কারো আত্মীয় বা বন্ধু আসে, তাদের উপরে তুলতে অ্যালাও করা হয়। নইলে নিয়ম অনেক আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো পতিত প্রবেশ করতে পারেনা। কোনো পান্ডা বা পরী(angel) কোনও পতিতকে সঙ্গে আনতে পারেনা। তাই বাবা বলেন সাবধান থাকবে, সার্টিফিকেট তোমরা পাবে। কাউকে যদি সঙ্গে আনবে বা এখানে পাঠাবে তার রেস্পন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) কিন্তু তোমাদের হবে। যদিও সেন্টারে নিমন্ত্রণ তো দেওয়া হয়। কত পতিত আসতে থাকে । সেন্টারে পতিত এলে তবেই তো তাদের পবিত্র করবে। এখানে তো সাগর বসে আছেন তাই নিয়ম রাখা হয়েছে। নাড়ি দেখা হয়। ডাক্তার সার্জেন সব ভিন্ন ভিন্ন হয় তাইনা। মাঙ্গা-বাবা বা অনন্য বাচ্চারা কথা বললে বুঝে যাবে বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হবে কিনা। তোমরা যাকে বোঝাবে দুজন পিতা তারা স্বীকার করবে। যুক্তি বলে দেওয়া হয়। পরমপিতা পরমাঙ্গাকে তো সবাই স্বরণ করে। আমরা অমুক পিতার সন্তান। শুধুমাত্র তাঁর অক্যুপেশান কি সেটা জানেনা। এইসব তো তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, যে যে নাম-রূপের মানুষ আসে, সেই নাম-রূপেই ৫ হাজার বছর পরেও নিশ্চয়ই আসতে হবে । ক্রাইস্টের যেমন চিত্র, সেই সময়ই হবছ আবার হবে। এমন আর কোনো মানুষের হতে পারবেনা। কৃষ্ণের যা চিত্র সেটি অন্য মানুষের রূপে হবেনা। আত্মা ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়েছে, তাকেই আবার পবিত্র করা হয়।

তোমরা জানো কল্যাণকারী হলেন - বাবা, অকল্যাণকারী হল রাবণ। সবাইকে সদগতি প্রদান করেন বাবা। তাতে শুধু মানুষের সবকিছুর সদগতি হয়ে যায়। নরকের বিনাশ, স্বর্গের স্থাপনা হয়। যারা কল্প পূর্বে এসেছিল - কেউ পাঞ্জাবী, কেউ পার্সি আসে তাইনা, সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র দিতে হবে। বাবা এসেছেন - ঢাকঢোল পিটিয়ে সে খবর জানাতে কোনো বাধা নেই। তোমাদের কাছে চিত্রও খুব

ভালো ভালো রয়েছে। এখন তোমরা মন্দিরের যোগ্য তৈরি হচ্ছে। এখন ভূতদের তাড়াতে বড় পরিশ্রম। লক্ষ্মী বা নারায়ণকে বরণ করতে বিকারী অবগুণ ত্যাগ করতেই অনেক পরিশ্রম লাগে। কাউকে কাম রূপী ভূত, কাউকে ক্রোধ রূপী ভূত, কাউকে মোহ রূপী ভূত চড় মারে। একদম পতন হয়। লোভের বশে পতন হয়। ভালো ভালো ঘরের কন্যারা মিষ্টি দেখলে লুকিয়ে খেয়ে নেয়। লোভ কত মানুষের ক্ষতি করেছে। লোভের বশে চুরি করে। প্রথমে তোমরা ভাঙিতে ছিলে। এখন তো সবাইকে নিজের ঘরে ভাঙি তৈরি করতে হবে। বাবা কিন্তু একটি বিশাল ভাঙি তৈরি করেছেন। এখন তো বলা হয় সাত দিন ভাঙিতে থাকতে হবে। আজকাল কাউকে ভাঙিতে বসানো খুব কঠিন। সেন্টারে এলে রঙ লাগে ঘরে গেলে সেই রঙ উড়ে যায়। সঙ্গ দোষ লেগে যায়। এখন তো খুব পরিশ্রম হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা ঈশ্বরীয় কুলে বসে আছি। দাদা, বাবা এবং আমরা ভাই-বোন। ব্রাহ্মণ কুল হল সর্বোত্তম - এ গায়ন আছে। লৌকিক ব্রাহ্মণদের তোমরা জ্ঞান দিতে পারো - ব্রাহ্মণ হল উত্তম শিখি, এই সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণ-ই আবার দেবতায় পরিণত হয়, আগে তো দেবতাদের চেয়েও উঁচু হল ব্রাহ্মণ, শিখা তো উঁচু হবে তাইনা, তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতার পূজা কর, নিজেকে পূজারী, তাঁদের পূজ্য রূপে স্বীকার কর। তোমরা সেই সব পূজারী বা ব্রাহ্মণদের বোঝাতে পারো। তোমরা তো হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সঙ্গম যুগী। তোমরা হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, তারপর তোমরা-ই সেই দেবতায় পরিণত হও। স্বর্গের দেবতায় পরিণত অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা করবেন। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের ভিতরের অবগুণ গুলি চেক করে বের করে দিতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। দেবত্বের গুণ ধারণ করে নিজেকে যোগ্য বানাতে হবে।

২) ঘরে-ঘরে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারা ভূত তাড়াতে হবে। বাবার সঙ্গে মঙ্গল মিলন করতে থাকতে হবে।

বরদান :- সহজ বিধি দ্বারা বিধাতাকে আপন করতে পারা সর্ব ভাগ্যের খাজানায় ভরপুর ভব

ব্যাখা: ভাগ্য বিধাতাকে আপন করার বিধি হল - বাবা ও দাদা (শিববাবা ও ব্রহ্মাবাবা) দু'জনের সঙ্গে সম্বন্ধ। অনেক বাচ্চারা বলে আমাদের তো ডাইরেক্ট নিরাকারের সঙ্গে কানেকশন আছে, সাকারও নিরাকারের থেকেই পেয়েছে, আমরাও ওঁনার কাছ থেকেই সব প্রাপ্ত করব। কিন্তু এ হল খন্ডিত চাবি, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী না হলে ভাগ্য নির্মাণ হবেনা। সাকার ব্যতীত সর্ব ভাগ্যের ভান্ডারের মালিক হতে পারবেনা কারণ ভাগ্য বিধাতা ভাগ্য বিতরণ করেন ব্রহ্মা দ্বারা। অতএব বিধি জেনে সকল ভাগ্যের খাজানায় ভরপুর হও।

স্লোগান – নিজের কাছ থেকে, সেবার থেকে এবং সকলের থেকে সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করো
তবেই সিদ্ধি স্বরূপ হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো। রুদ্র শিববাবা তোমাদের যা কিছু শোনান তা শুনে অপরকে অবশ্যই শোনাতে হবে"

প্রশ্ন : - বাবাও যজ্ঞ রচনা করেছেন আর জগতের মানুষও যজ্ঞ রচনা করে - এই দুইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি ?

উত্তর : - মানুষ যে 'রুদ্র যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত করে, তা শান্তির উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ যাতে বিনাশ না হয় - কিন্তু বাবা রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেছেন, এই যজ্ঞ থেকে বিনাশ জ্বালা বেরিয়ে যেন ভারত স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। বাবার এই 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের' মাধ্যমে তোমরা নর থেকে নারায়ণ অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাও । কিন্তু ঐ যজ্ঞের মাধ্যমে কোনও কিছুই প্রাপ্তি হয় না।

গীত :- তোমাকেই ডাকতে যে আমার মন ব্যাকুল হয়ে থাকে

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীত যেমনই আন্তরিকতাপূর্ণ তেমনই অর্থযুক্ত আর কতই না মধুর। যে বিশাল বুদ্ধিধারী হবে, সে এর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারবে। বুদ্ধির বেলাতেও ক্রমানুসার আছে, উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠ। উত্তম বুদ্ধিধারীই এর অর্থ খুব ভালভাবে বুঝতে পারবে। "তোমাকেই ডাকতে মন যে আমার ব্যাকুল হয়ে থাকে" কে এমন ভাবে স্মরণ করে ? -- বাচ্চারা! কিন্তু কোন্ বাচ্চারা? বাচ্চা তো অনেকেই আছে। -- যে এখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়েছে, পূর্বে দেবতা ছিল, সম্পূর্ণ ৮৪-বার জন্ম নিয়েছে, সেই তো এমন ব্যাকুল হৃদয়ে আকুল হয়ে ডাকতে থাকবে। এমন বাচ্চারাই শিবের বা সোমনাথের মন্দির স্থাপনা করে। তাতেই বোঝা যায়, সে পূর্বে পূজ্য দেবী-দেবতা ছিল, এখন পূজারী হয়েছে। তাই তো সোমনাথ শিবের পূজা-অর্চনা করে। লোকেরা 'রুদ্র যজ্ঞ' করে, কিন্তু 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ' করে না। তাদেরকে বি.কে.-রই বোঝাতে পারবে, রুদ্র আসলে কে? তিনি স্বয়ং কি এই যজ্ঞের রচনা করেছেন? তার রচনা না হলে, তাতে কি বা সিদ্ধিলাভ হলো ? কেউ জবাব দিতে পারবে না। যেহেতু তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র উন্মোচিত হয়েছে, তাই তা তোমরাই বলতে পারবে। জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ প্রদান করতে পারে না। উনি তো জ্ঞান-সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, যার এত গুণগান। মনুষ্যকে জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। তোমরা জানো যে, সেই পিতামহের (বাবা) থেকেই আমরা অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছি, যাকে স্মরণ করতে থাকো যে - বাবা, তুমি এসে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করো। সেই দান পেয়ে তোমরাও আবার অন্যদেরকে দান করতে পারবে।

কত সহজ শেখাবার পদ্ধতি। কেবল স্মরণ করাবে, তোমার দুই বাবা। ভক্তি-মার্গে থাকে দুই পিতা। আর সত্যযুগ ও ত্রেতাতে থাকে কেবলমাত্র লৌকিক পিতা। যা কেবল বি.কে.রই সেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পায়, যা বর্তমান সময়কালে অর্জন করে, নিজেদের পুরুষার্থের অনুসারে। এসব কথা মাথাতে ঘোরাফেরা করা উচিত। এমন এমন জায়গায় গিয়ে তাদের কাছে জানতে চাইবে - রুদ্র যজ্ঞের রচয়িতা কে? 'রুদ্র যজ্ঞ' আর 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ' কাকে বলে? এর প্রকৃত নাম কি - রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ? রুদ্র তো নিরাকার। উনি কিভাবেই বা যজ্ঞের রচনা করবেন? তবে তো উনি কোনও শরীর ধারণ করবেন। দক্ষ প্রজাপতিও তো যজ্ঞ করতেন। কাহিনীতে বর্ণিত আছে, দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে অশ্ব

স্বাহা করতেন। সেই যজ্ঞে ঘোড়াদের টুকরো টুকরো করে জ্বালানোও হতো। তাকেই দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বলা হয়। এখন তোমরা তা জানতে পারলে, তা লিখে দেওয়া উচিত এই যজ্ঞ আসলে কি যজ্ঞ। সেই যজ্ঞ সে খুব ধুমধাম সহকারেই করতো। অনেক টাকা-পয়সা একত্রিত করতো। অনেক ধনী ব্যক্তি যজ্ঞে অনেক দান-ধ্যান করতেন। কেউ ১০০, কেউ ৫০০! আর এই 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে' তো তোমরা সবকিছুই স্বাহা করে দাও। ঐ যজ্ঞে অল্প-স্বল্প পয়সা একত্রিত করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেয়, আর এখানে তো তোমরা নিজেরাই সম্পূর্ণরূপে স্বাহা হয়ে যাও। সেখানে কারওকে এমন ভাবে স্বাহা হতে হয় না। এখানে বাচ্চারাই বলে- "বাবা, আমি আমার তন-মন-ধন সব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি সমর্পণ হতে।" ওখানে তেমন কেউ বলে না। তারা সেভাবে আহুতি দেয় না। ওখানে আরতি-অর্চনা সব কিছুই হয়, সাথে দান-দক্ষিণাও দিতে হয়। ধনী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকেই তা নেওয়া হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই বিনাশের জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। ওদিকে তাদের যজ্ঞ হয় শান্তির জন্য। শান্তির জন্য তারা বড়ই ব্যকুল। কিন্তু শান্তি তো দরকার সমগ্র দুনিয়াতেই - তাই না ! আর সেই শান্তির সাগর হলেন স্বয়ং পরমাত্মা। যা কেবল তোমরা বি.কে.-রাই তার প্রকৃত অর্থ জানো। খবরের কাগজ পাঠের সময় তোমাদের মনে চিন্তন চলা উচিত - কিভাবে লোকেদের এসব বোঝানো যায় ?

বাবা খুব ভালভাবেই জানেন, কিভাবে বি.কে.-রা দোকানের সবকিছু দেখাশোনা করে। কোন্ শেঠের কোন্ দোকান কি রকম চলছে, কোন্ ম্যানেজার কেমন। "গুঁড় জানে গুঁড় কী গোথরী জানে"- গুঁড়ের মতন মিষ্টি শিববাবা সবকিছুই জানেন, 'গোথরী' অর্থাৎ যে পাত্রে গুঁড় রাখা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা সেও সব বোঝেন। কি সুন্দর এই বাক্য। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই প্রকৃত যজ্ঞ, ওদের ব্রাহ্মণদের তো অনেক অনেক ধনী শেঠ থাকে, কিন্তু বি.কে.-দের তো কেবল এই একমাত্র শেঠ - যিনি রুদ্রবাবা। এই বাবাকে রুদ্রবাবাই বোলো, কিস্বা শিববাবা বোলো, বা সোমনাথই বোলো - ইনিই প্রকৃত জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন, তোমরা যার সম্মুখে বসে আছো। তাদের সেই যজ্ঞ চলে দু-চারদিন, আর তোমাদের এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ চলে অনেকদিন ধরে। এতে সময় লাগে। যেহেতু এই যজ্ঞের মাধ্যমে নর হয়ে ওঠে নারায়ণ অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার যজ্ঞ এটা। এমনটা কিন্তু দাবী করতে পারে না তারা। বাবা বোঝাচ্ছেন, কিভাবে এই বিষয়ে তাদেরকে সাবধান বাণী জানাতে হবে। মান্য-গণ্যদেরও বলবে, তোমরা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছো, তা একেবারেই ভুল। যেহেতু একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসেন। অস্ত্রাণী শাস্ত্রকারেরা ভুল করে তা যুগে যুগে লিপিবদ্ধ করেছে। ঠিক তেমনি ভুল করে লোকেরাও 'রুদ্র যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করে। বাস্তবে তা কিন্তু 'রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ'। শিবের নাম রুদ্র, যে স্বয়ং এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেন। যেভাবে ইব্রাহিম নিজের ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেছে, গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করেছে, তেমনি রুদ্রেরও এই জ্ঞান যজ্ঞে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। আবার ওদিকে লোকেরা শান্তির জন্য যজ্ঞ করে, অর্থাৎ তারা বিনাশ চায় না। কিন্তু স্বর্গ স্থাপনের জন্য যদি নরকের বিনাশ হয়, তবে তা তো ভালোই হলো - তাই না!

ভারত হলো অবিনাশী ভূখণ্ড। তাই ভারতের জনসংখ্যাও সর্বাধিক হওয়া উচিত। এই ভারতেই একদা ছিল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। যা ছিল কল্প পূর্বে। শাস্ত্রেও লেখা আছে ৩৩ কোটি দেবী-দেবতা ছিল তখনকার ভারতবর্ষে। কিন্তু একথাও তো বোঝা উচিত, আদমসুমারী গণনাতে অন্য ধর্মগুলির থেকে দেবতা ধর্মের মানুষ বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু তারা যে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। এদিকে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান, ইত্যাদি ধর্মের বিশাল বিস্তৃতি হয়েছে। তাই (দেবী দেবতা

ধর্মের) লোকসংখ্যা এত কমে গেছে । এসবই হয়ে থাকে অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। যা বুঝতে গেলে তেমন বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। যতক্ষণ না বুদ্ধিতে সেই জ্ঞান পূর্ণ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বোধে আসবে না, যতই তুমি নিজেকে অর্পণ(সমর্পণ) করো না কেন, তাতে কোনও লাভ হবে না। নিজেকে অর্পণ তো অনেকেই করে, কিন্তু এই জ্ঞানকে যে খুব ভালোভাবে ভাবে ধারণ করে অপরকেও তা ধারণ করায়, অর্থাৎ প্রজা বানায়, তারাই উচ্চ পদ পেতে পারে।

উপরে বর্ণিত এই গীত একেবারেই সঠিক-তোমাকে ডাকতে মন যে আমার ব্যাকুল হয়ে থাকে...! আচ্ছা, সর্বাধিক ৮৪-জন্ম কারা পায় ? শুরুতে যারা আসে সেই দেবী-দেবতারা, অর্থাৎ ভারতেই তাদের বাস। তারাই বর্তমানে ধর্মগুরু হতে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ কেউ আবার ভারতের বাইরেও চলে গেছে। বাস্তবে ভারতের মতন এত মহান তীর্থ-স্থান আর কোথাও যে নেই। যারা ধর্ম-স্থাপক তাদেরও পবিত্র হওয়ার জন্য এই ভারতেই আসতে হয়। স্বয়ং ভগবানকে এখানেই আসতে হয়, যেহেতু বর্তমানে সবাই পতিত, সবাইকে পবিত্র বানাবার কারিগর একমাত্র এই বাবা। যা কেবল বি.কে.-রই জানো। অবশ্য তোমাদের মধ্যেও তা যথার্থ রীতিতে জানো নিজদের ক্রমানুসারে। তোমরা নিজেরাই বলো, এখানে তোমরা 'রুদ্র জ্ঞান যন্ত্ৰ' বসে আছে। কিন্তু বসে বসে কি করো তোমরা? রুদ্র যে জ্ঞান শোনাতে থাকেন, তোমরা তাই শুনতে থাকো। রুদ্রবাবা যতক্ষণ এই শরীরে অবস্থান করবেন, ততক্ষণই তা শোনাতে থাকবেন। তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি থাকে। ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - তা তো সকলেরই জানা। এই দিন-রাত কিন্তু সূক্ষ্ম-বতনবাসী ব্রহ্মার নয়। উনি তো সূক্ষ্ম-বতনবাসী দেবতা। তাই তার ক্ষেত্রে দিন-রাতের প্রশ্নই আসে না। ব্রহ্মার রাত অর্থাৎ পতিত অবস্থা। তা যখন পবিত্র অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তাকে দিন বলা হয়। এই ব্রহ্মাকেও পবিত্র বানান যিনি, একমাত্র সেই সদগুরু, যিনি সত্য বাবা, সত্য টিচার ও সদ্ধরু তিনটিই একত্রিত। প্রকৃত সন্তান হলে প্রথমে ওঁনাকে পাবে পিতা রূপে, তারপরে নিজের পদ পাবে টিচার রূপে। এসব হয়ে থাকে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। নিজের মন-বুদ্ধিতে তা সেভাবে ধারণ করতে পারলে, অত্যন্ত খুশীতেই থাকবে। আদিতে তো তোমরা এই অসীম বেহদের বাবারই বাচ্চা ছিলে। এখানে এসেছো যে যার নিজের নিজের পার্ট করতে। ভক্তি-মার্গেও সেই একই অসীম বেহদের বাবাকেই স্মরণ করে আসছো, যেহেতু একমাত্র উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তাই স্বর্গের রাজ্য-ভাগ্যও একমাত্র উনিই দিতে পারেন। একথা বোঝা ও বোঝানো খুবই সহজ। জ্ঞানীরা সহজেই বুঝে যাবে। বাস্তবে জ্ঞানী তো তোমরা বি.কে.ব্রাহ্মণেরা। তার মধ্যেও যারা বুদ্ধিমান, তাদেরও ক্রমানুসার আছে। যেমন জাগতিক দুনিয়াতেও তা আছে। এখানেও যে যেমন সুবুদ্ধিপূর্ণ হতে থাকবে, সে তত বেশী নম্বরও পেতে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই নিজের মনের কাছে জেনে নাও - কতটা বিচক্ষণ হতে পেরেছো? বাবা যেভাবে মুরলী শোনান, তুমিও কি ঠিক তেমনি ভাবে অন্যত্র মুরলী শোনাতে পারবে? অন্যদের বোঝাতে হবে 'রুদ্র যন্ত্ৰ' আর 'রুদ্র জ্ঞান যন্ত্ৰের' মধ্যে রাত-দিনের তফাৎটা। রুদ্র জ্ঞান যন্ত্ৰ রচিত হলে তার থেকে যে বিনাশ জ্বালা বের হয়, তাতেই ভারত স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হয়। যেখানে লোকেরা যে যন্ত্ৰের রচনা করে যাতে কোনও প্রকারের বিনাশ না ঘটে, অর্থাৎ যাতে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা না হয়। যা সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা। তাই তো বাবা আসেন এদের সবাইকে উদ্ধার করতে। আর এই কারণেই উনি রুদ্র জ্ঞান যন্ত্ৰের রচনা করেন। বাবার কাছে তোমরাও প্রতিজ্ঞা করো - বাবা, তুমি যা শোনাবে, তা অন্যদের শোনাবো। বাবা বলেন - আচ্ছা, অন্যদের তো শোনাবে, কিন্তু এখানে তার

রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করে শোনাও আগে। বার বার রিপিট করলে তবেই অন্য কোথাও তা ঠিকঠাক বোঝাতে পারবে। এটাই ফার্স্টক্লাস পয়েন্ট। ওদের যজ্ঞে তিল-ঘি ইত্যাদি সামগ্রী যজ্ঞের আগুনে দেওয়া হয় কিন্তু বাবার এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে তো পুরোনো দুনিয়ার সব সামগ্রী স্বাহা হয়ে যায়। যারা বাবাকে স্মরণ করে না, তাদের বুদ্ধির তালাও খোলে না। তাই বাবা বলেন - ওনার আর কি বা করার আছে! সবারই বুদ্ধি পতিত এখন, তা পবিত্র বানাতেই ওঁনার আসা। স্মরণ না করলে বুদ্ধির তালা খুলবে কিভাবে? একমাত্র স্মরণের যোগেই তা খুলতে পারে। এই বাবা যে প্রিয়র থেকেও অতি প্রিয় 'প্রিয়তম বাবা'! তাই তো ওঁনার এত মহিমা করে সবাই। এই শিববাবারই মহিমা সর্বাধিক। শিবেরই এত পূজা-অর্চনা হয়। অতএব তিনি তো আসবেনই এখানে। কিন্তু ইন্দ্রিয় ছাড়া কিছুই তো করতে পারবেন না ! তাই ব্রহ্মার শরীরকে আধার বানান। তোমরা বাপদাদার সামনে বসে আছো, কিন্তু দেহ-অভিমান থাকার কারণে বাবার প্রতি ততটা ভালোবাসা ও যথার্থ সম্মান আসে না। তাই খুব কমই বাবার ইশারাতেই চলে, ফলে নিজেরা অহংকারীও হয়ে পড়ে। অথচ তোমাদের বাবা নিজেই বলেন- "আমি যেখানে নিজে নিরহংকারী, বাচ্চাদের এত অহংকার কেন আসে ? যেহেতু বাচ্চারা নিজেদেরকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। তাই এত দেহ অভিমানে চলে আসে।

কারও পতি মারা গেলে, আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়, সেই দেহও বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেই আত্মাকে আহ্বান করে ডাকা হয়। দেহকে কিন্তু আহ্বান করা হয় না। এমন ভাবনা রাখলে তার ফল তো কিছু পাওয়া যাবেই। পতিকে স্মরণ করতে থাকলে, পতিরও সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন বাবা। অনেকের মধ্যেই এমন গভীর ভালবাসা থাকে। কিন্তু আসবে তো কেবল আত্মাই। তেমনি কারও যদি স্ত্রীর প্রতি তেমন ভালবাসা থাকে, সেও সেই ভাবনার ফল পায়, অর্থাৎ স্ত্রীকে দেখতে পায়। সাথে আবার কিছু জিনিসও নিয়ে এসে নিজে হাতে তা পরিয়েও দেয়। এমন অনেক কিছুই হতে থাকে। পূর্বে তো কত বিধি অনুসারে আত্মাকে খাবার খাওয়ানো হতো। যেমন গণেশকে, গুরু নানককে তেমন ভাবে স্মরণ করলে সাক্ষাৎকারও হয়। এই সাক্ষাৎকার নানাজনের হলেও তার চাবিটা কিন্তু এই বাবারই হাতে। বাবা জানাচ্ছেন এই সাক্ষাৎকারের বিষয়টা অবিনাশী ড্রামার চিত্রপটেও খোঁদিত আছে। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে থাকো আর নাটক তার সময় ও গতি অনুসারে এগোতেই থাকে, তা কখনই থেমে থাকে না। তাই ড্রামাকেই খুব ভালো করে জানতে হবে। কমপক্ষে বাবাকে স্মরণে রেখে উপযুক্ত সম্মান তো দেখাও। কেউ কেউ ভাবে বাবার প্রতি এত ভালবাসা ও সম্মান রাখা খুবই কঠিন ব্যাপার। যেহেতু তিনি নিরাকার। ওঁনার রথ এই ব্রহ্মাবাবা। রথ তো রথের মতনই। তোমরা কেবল সেই নিরাকারকেই স্মরণ করবে। বাচ্চারা, নিরাকারের কোলে বসে দেখাও তো ! এই নিরাকারের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া। তোমরা এনার কাছে কেন আসো? বাচ্চারা বলে - বাবা, আপনি তো এনার (ব্রহ্মার) মধ্যেই অবস্থান করছেন, তাই আমরা আপনাকে ওনার মধ্যেই ভাবি। যা এত সহজ নয় কারও বুদ্ধিতে আসা। আবার এমনও অনেকে আছে, যারা কেবল গাল-গল্পেই করতে থাকে। কিন্তু বাচ্চারা যেহেতু বাবাকে খুবই ভালবাসে, তাই তো এত ঘন্টা ধরে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। ব্রহ্মাবাবা বলেন - তিনিও লাগাতার স্মরণ করতে পারেন না, উনিও যথেষ্টই পুরুষার্থ করেন। যদিও ব্রহ্মাবাবা একমাত্র হারানিধি বাচ্চা শিববাবার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অর্পণ (সমর্পিত) হওয়ার সাথে সাথে নিজেকেও বিশালবুদ্ধিধারী হতে হবে। উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে জ্ঞানকে খুব ভালো ভাবে ধারণ করে অপরকেও তা করাতে হবে।

২) বাবার মতনই নিরহংকারী হতে হবে। অহংকার ত্যাগ করে বাবাকে যেমন ভালবাসতে হবে তেমনি বাবার সম্মান রক্ষা করতে হবে। দেহ-অভিমাণে আসা চলবে না।

বরদান :- প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মাপদম্ পুণ্য অর্জনকারী বিচক্ষণ জ্ঞানী আত্মা ভব

বিস্তার :- বিচক্ষণ জ্ঞানী আত্মা সে-ই, যে আগে ভাবে পরে করে। যেমন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ভোজনের পূর্বে ভোজন সামগ্রীকে পরীক্ষা করিয়ে তারপর তা গ্রহণ করে। তেমনি সংকল্পও হল বুদ্ধির ভোজন, তাই প্রথমে তা চেক করে নিয়ে তারপর কার্যে প্রয়োগ কর। সংকল্পকে চেক করে নিলে বাণী আর কর্ম স্বতঃই সমর্থ (শক্তিশালী) হয়ে যায়। যেখানে সমর্থ সেখানেই অর্জনের সফলতা। প্রতি পদক্ষেপেই তেমনি সমর্থ হয়ে অর্থাৎ সংকল্পে, বাক্যে আর কর্মের মাধ্যমে পদ্মাপদম্ পুণ্য অর্জন করাই জ্ঞানী আত্মার লক্ষণ।

স্লোগান :- বাবা আর সবার আশীর্বাদ-এর বিমানে উড়তে পারলেই সে উন্নত যোগী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের পুরুষার্থ দ্বারাই কর্মভীত হতে পারবে, সেইজন্য কখনও নিজেকে অতি চালাক (মিয়া মিটু) মনে করো না। স্মরণের বল দ্বারাই ভিতরে যে যে দুর্বলতা আছে, তাকে দূর করে দাও"

"প্রশ্ন : - প্রত্যেক বাচ্চাদের অবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বাবা কি চ্যালেঞ্জ করেন ?"

"উত্তর : -- বাচ্চারা, যখন ভোজন তৈরি করার সময় সম্পূর্ণ স্মরণে থেকে দেখাও -- এটাই বাচ্চাদের প্রতি বাবার চ্যালেঞ্জ। শিববারার স্মরণে থেকে ভোজন বানাতে শক্তি বৃদ্ধি হবে, অবস্থা ও অনেক ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চারা ভুলে যায়। সেইজন্য একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ কর। ডবল সার্ভিস করতে হবে। কর্মগার সাথে সাথে নর থেকে নারায়ণ বানানোরও সেবা কর।

গীত : -- ধৈর্য ধর রে মন, তোর সুখের দিন আসছে

ওম শান্তি। এই কথা কে বলেছে আর কাকে বলেছে? বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। ভক্তি মার্গে এটা গাওয়া হয়। যখন পরমপিতা পরমাত্মা আসেন, উনিই এসে তোমাদের ধৈর্যশীল করে তোলেন, আর কোনও মানুষ ধৈর্য দিতে পারেনা। তোমরা জান এখন আমাদের সুখের দিন আসছে। বাবা এসেছেন সুখধামে নিয়ে যেতে। এখানে হলো দুঃখধাম। এসবই ভক্তি মার্গের গীত। এখানে বাবা সামনে বসে আছেন। বাচ্চাদের কিছু বলার দরকার পড়েনা। বাচ্চারা জানে আমাদের সুখের দিন আসছে। আমরা সুখের রাজধানী স্বয়ং শ্রীমত দ্বারা স্থাপন করছি। ডিভাইন (পবিত্র, ঐশ্বরীয়) মতে চলছি। এক হলো ডিভাইন মত, অপরটি আনডিভাইন মত। ডিভাইন মত একটাই যাকে শ্রীমত বলা হয়। আনডিভাইন মত অর্থাৎ আসুরি পতিত মত, ডিভাইন মত মানে দৈবী পবিত্র মত। শ্রীমত আর আসুরি মতকে তোমরা বুঝেছ। ডিভাইন বলা হয় পবিত্রতাকে, আনডিভাইন বলা হয় পতিতকে। এটা হলো পতিত দুনিয়া। কোনও একজনও পবিত্র মানুষ নেই। পবিত্র মত দিতে পারেন একমাত্র পতিত-পাবন বাবা। ওঁনাকেই সবাই স্মরণ করে। সত্য যুগকে পাবন সৃষ্টি আর কলিযুগকে পতিত সৃষ্টি বলা হয়। এখানে সবই আনডিভাইন (অপবিত্র)। ডিভাইন ফাদার একজনই হন। পতিত দুনিয়াতে কেউ ডিভাইন ফাদার হয়না। এখন সঙ্গমযুগ। এই যুগ শুধুমাত্র তোমাদের জন্য, বাকি দুনিয়ার জন্য নয়। দুনিয়া তো জানে সঙ্গমযুগ আসতে এখনও অনেক বছর বাকি। বাবা আসেনই পতিত কলিযুগকে পবিত্র সত্যযুগ বানাতে। এমনিতে তো সেই কুমার কুমারীরা ডিভাইন পবিত্র কিন্তু পতিত অবশ্যই হতে হবে। বিকার দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে তাই এই বিকারী দুনিয়াতে কেউ ডিভাইন হয়না। নির্বিকারীকেই ডিভাইন বলা হয়। নির্বিকারী হয় নির্বিকার দুনিয়াতে। ওটা হলো ভয়েসলেস (শব্দহীন), সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যখন সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া আছে তেমনই সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়াও নিশ্চয়ই হবে। এখানে হলো সম্পূর্ণ আনডিভাইন দুনিয়া। সম্পূর্ণ ডিভাইন দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়।

এখন বাচ্চারা তোমাদের ডিভাইন ফাদার ধৈর্যশীল বানিয়েছেন। ডিভাইন জীব আত্মা বলা হয়, কেবল আত্মাকে ডিভাইন বলা যায় না। আত্মারা তো নিরাকার দুনিয়াতে থাকে। ডিভাইন মানুষ

হয় পবিত্র দুনিয়ায় । এ হলো অপবিত্র দুনিয়া । অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো -- এ নিরাকার ডিভাইন ফাদারের কাজ । তোমরা বাচ্চারা এখন ধৈর্যশীল হয়েছ --- বাচ্চারা তোমরা এখন ধৈর্যশীল হয়েছ । বাবা বলছেন -- বাচ্চারা সত্য যুগ আসছে । সুখধাম স্থাপনা করতে সময় তো লাগবে । রাতারাতি দুখধাম বিনাশ হয়ে সুখধাম তো স্থাপন হবে না । তোমাদের দেখ, কত সময় লেগেছে । পতিত সৃষ্টি কত বড়ো । তোমরাও যখন উপযুক্ত হয়ে ওঠো না, তখন নিজেরাই বলবে আমরা এখন স্বর্গে যাওয়ার মত উপযুক্ত হয়ে উঠিনি । সম্পূর্ণ যোগ্য হয়ে গেলে তারপর তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে । কিন্তু দেহ - ভান থাকার কারণে অনেকেই ভাবে আমি তো সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । আমার শ্রীমতে চলার কোনও দরকারই নেই আর তাই স্মরণ ও করেনা । বাবার স্মরণেই তো শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । কেউ বলতে পারবেনা যে আমি নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করি । অন্তরেও যেন কেউ এটা মনে না করে আমি তো নিরন্তর স্মরণে থাকি । স্মরণে থাকলে আর কি চাই । সারাদিন কেউ স্মরণে থাকে যদি কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে । বড়ো মুশকিল নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকা । তোমরা পুরুষার্থ করছ -- সুখধামে রাজ্য - ভাগ্য অধিগ্রহণ করার জন্য । নিজেকে দেখতে হবে যদি আমার মধ্যে অনেক বিকার থেকে থাকে, দুর্বলতা থাকে তবে এতো উচ্চ পদ প্রাপ্তি করতে অসমর্থ হব । নিরন্তর স্মরণের দৌড় লাগাতে পারবে না । নিজেকে চালাক মনে কোরো না যে আমি সম্পূর্ণ হয়ে গেছি । সম্পূর্ণ হয়-ই শিবালয় সত্য যুগে । সারা ভারত শিবালয়ে পরিণত হয় । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব চলে । মন্দিরে তো রাজত্ব করে না। শিবালয় সত্য যুগে সব দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে তারপর পূজার জন্য প্রধান লক্ষ্মী -নারায়ণের চিত্র তৈরি করে তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে । সর্ব প্রথম যারা থাকে তাদেরই পূজা হয় । এখন ওদের জড় মন্দির আছে । চৈতন্য অবস্থায় যখন রাজত্ব করে তখন বিশ্বের মালিকত্ব থাকে যদিও ভারতেই রাজত্ব করে তথাপি বিশ্বের মালিক হয় । আর কোনও রাজত্ব থাকে না। আমরা পুনরায় নিজেদের ডিভাইন রাজ্য স্থাপনা করছি ।

পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য সর্ব প্রথমে পবিত্র হতে হবে । এতেই পরিশ্রম আছে । যতদিন জীবন থাকবে, স্মরণে থাকতে হবে আর জ্ঞানের বর্ষা তো হতেই থাকে । ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তোমাদের বোঝানো হয়। বাস্তবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছাড়া ডিভাইন অথবা পবিত্র কাউকে বলা যায় না । বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন তবুও নরকে পরিণত হয়েই যায় । সুখ আর দুঃখ এই নিয়েই ড্রামা তৈরি হয়েছে । শঙ্করাচার্য এসে নিজ ধর্ম স্থাপন করেন, তাও ডালপালা পুরানো তো হবেই না ! সন্ন্যাসীদের মহিমা আছে । রামতীর্থ, বিবেকানন্দ এদেরও স্মরণ করা হয়, কেননা শঙ্করাচার্যের পরবর্তী সময় তারা এসেছিলেন । নতুন -নতুন যারা আসেন তারা নিজেদের প্রত্যক্ষ করান । কিন্তু একে তো শিবালয় বলা যাবে না । শিবের স্থাপনা করা সত্য যুগ একটাই । মানুষ এসব কথা একদমই জানেনা । এমনই শুধু শুনলেও কেউ বুঝতে পারবে না । প্রথমে ৭ দিন এসে এইম অবজেক্টকে বুঝতে হবে । আর কোনও পঠনপাঠনের জন্য এমন বলা হয়না যে, প্রথমে ৭ দিন বোঝ । এখানে একটাই পাঠশালা যেখানে এইম অবজেক্ট দেওয়া হয় । সবার প্রথমে ফাদারকে জান, বোঝ তিনি কে ।

বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি । যারা কল্প প্রথমে এসেছিল তারাই আসবে । যতক্ষণ নিশ্চয় বুদ্ধি না হবে ততক্ষণ বুদ্ধিতে ধারণা হবেনা, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন কতখানি নিশ্চয় হয়েছে ? এটা কোনও গ্রাম্য সত্সঙ্গ নয় । অন্যান্য সত্সঙ্গে তো বলবে অমুক মহাত্মা গীতা

শোনায়, অমুক বেদ শোনায় । এখানে কোনও মহাত্মা নেই । এখানে তো বাবা বসে বোঝান । সবার আগে যতক্ষণ নিশ্চয় না হবে কিছুই বুঝবে না । ওইসব সতসঙ্গ ইত্যাদিতে বুঝবে অমুক বেদ শোনাচ্ছে, রাজ-বিদ্যা পড়াচ্ছে । এখানে তো বেদ, শাস্ত্র বা রাজ-বিদ্যার কোনও ব্যাপারই নেই । তোমরা জান বাবা এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ এটা না বুঝতে পারবে তাহলে তারা কী করবে ? বায়ুমণ্ডল আরও খারাপ করে তুলবে । এখানে তোমাদের মধ্যেও এমন নয় যে, সবাই শিববাবার স্মরণে শুনেছে আর বুঝছে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা পড়াচ্ছেন । না, এটা শিববাবার পড়া খুব মুশকিল সহকারে কেউ কেউ যথার্থ রীতিতে বোঝে যে শিববাবাই পড়াচ্ছেন --- এটাই স্মৃতিতে রেখে সারাদিন যদি সচেতন থাক যে আমরা স্টুডেন্ট তবে নম্বর ওয়ান তোমরাও দাবি করতে পার । কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে আছে । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর যিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন । আমিই বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গী । তিনজনকে একত্রে স্মরণ করতে হবে । লৌকিক সম্বন্ধে তো বাবা, শিক্ষক, গুরু সবাই আলাদা হয় । এখানে একজনকেই স্মরণ করতে হয় আর কত সহজে। কিন্তু মায়া স্মরণে থাকতে দেয়না । প্রতিটি মুহূর্ত বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের একসাথে বসতে হবে । মন কর, যখন কেউ কোনো মেশিন চালায় বা মাখন বের করে তখন কি শিববাবাকে স্মরণ করে মেশিন চালায় ? তোমরা বলে থাক শিববাবার স্মরণে বাবার যন্ত্রের জন্য মাখন বের করছি । কতখানি খুশির ব্যাপার । যন্ত্রের জন্য ভোজন তৈরি করি । কত খুশি হয় তাই না ! কিন্তু তারপরও প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও আবার নিজের জন্য পুরুষার্থ করতে হয় । একে-অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যও পুরুষার্থী চাই । শিববাবার স্মরণে ভোজন তৈরি করলে তাতে তোমাদের মধ্যে শক্তি ভরপুর হয়ে যাবে । তোমাদের অবস্থাও (স্থিতি) খুব ভালো হবে কিন্তু এমনটা হয় না। ব্রহ্মা ভোজনের কত মহিমা, কিন্তু যখন আত্মা শিববাবার স্মরণে থেকে ভোজন তৈরি করবে । এমনই শক্তির ভান্ডারা হয়ে ওঠে । স্মরণে থেকে ভোজন বানাতে তবেই তো শক্তি প্রাপ্ত হবে । সেটাও শক্তির বুদ্ধিতে আসে না, নয়তো পুরুষার্থ করত । বাবারও ইচ্ছে হয় যে শিববাবার স্মরণে থেকে বাচ্চারা ভোজন তৈরি করুক । প্র্যাকটিস করতে হবে । দেখ, স্মরণ স্থায়ী হচ্ছে ? বাবা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন - যারা ভান্ডারায় আছে, চেষ্টা কর । বাবা জানেন এক ঘন্টাও স্মরণ করতে ব্যর্থ হয়। যারা স্মরণে থাকবে, জ্ঞানবান হয়ে ডবল সার্ভিসে লেগে পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে না পারবে ততক্ষণ তারা কোনও কাজের নয় । রাজস্ব প্রাপ্তির যোগ্যতা সে-ই অর্জন করে যে নর থেকে নারায়ণ বানানোর সেবা করবে । যার ভাগ্যে আছে সে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা সৌভাগ্য প্রাপ্ত করতেই থাকবে । বাবা তো সবাইকেই বলেন - যত পুরুষার্থ করবে যেমন করবে, তেমন-ই পাবে ।

নিজের মোস্ট বিলভড বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণেই পরিশ্রম আছে । বাবাও বলেন আমি কতরকম ভাবে চেষ্টা করি উপায় বলে দিই, কিন্তু হয়না । অনেক পরিশ্রম আছে । পরিশ্রম(প্রচেষ্টা) করতে করতে তবেই শেষে গিয়ে কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে । তারপর সাক্ষাত্কার হতে থাকবে। মায়া আর আসবে না । এখানে বসে বসেই দিব্য দৃষ্টি দিয়ে সব দেখবে । এখন তো টেলিভিশনে দেখছি। টেলিভিশন কোনও দিব্য দৃষ্টি নয় । বিনাশের সাক্ষাত্কার, বৈকুণ্ঠের সাক্ষাত্কার টেলিভিশনে দেখতে পাবেনা । যে যত জ্ঞানী আর যোগী তারা তো বৈকুণ্ঠের রাজধানী ও প্রত্যক্ষ করবে । টেলিভিশন ছাড়াই তোমরা জার্মান, লন্ডন ইত্যাদি দেখতে পাবে । টেলিভিশন থেকে এই দিব্য চক্ষুর সাক্ষাত্কার অনেক বেশি চমকপ্রদ । প্রকৃত অন্তর থেকে বাবার সার্ভিসে যুক্ত হতে পারলে, তবেই মজা । বুদ্ধিও বলে বাবা শেষে গিয়ে অনেক খাতির যত্ন করবে । ঘোরানো - ফেরানো, বিনোদন

করানো - একে খাতিরই তো বলে, তাই না ! এরকম হওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে । যত স্মরণ করবে আর স্বদর্শন চক্রে ঘোরাবে (নিজেকে দেখা) ততই প্রাপ্তি হবে। বীজকে স্মরণ করলে ঝাড়ও স্মৃতিতে এসে যাবে । এসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না । তোমরা বলবে এই স্মরণ আর জ্ঞান দ্বারাই আমরা এতো সঞ্চয় করতে পারি । ওখানে (সত্য যুগে) এসব স্মৃতিতেই থাকবে না । এই বর্ষা কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে । এটা খোড়াই বুঝবে যে এই প্রাপ্তি আমরা সঙ্গমে উপার্জন করেছিলাম । বাদশাহী পেয়ে যাও । তোমরা সবসময় খুশিতে থাক । লক্ষ্য অনেক উঁচু । এখন তোমরা ডিভাইন হচ্ছ । সারা দুনিয়া এখন আনডিভাইন । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য ডিভাইন হচ্ছ। মানুষ থেকে দেবতা একজনই বানাতে পারেন তিনি গডফাদার । ফাদার শব্দটি বলা খুব সহজ । কোনও বয়স্ক বা বৃদ্ধকে দেখলে তাকে বাবা বা পিতা জী বলবে । যখন কোনও বৃদ্ধ অপর কোনও বৃদ্ধকে দেখবে তো ভাই মনে করবে । যখন ছোটরা বড়দের দেখবে তো পিতার মতোই দেখবে । নিরাকার বাবাকে তো কেউ জানেই না । শুধু গডফাদার বলে দেয় । এটা বোঝেনা যে আমরা আল্লা, আর উনি আমাদের বাবা । বাবা যখন নিশ্চয়ই বর্ষা দেবেন । এখন তোমরা জান আমাদের বাবা আমাদের অবিদ্যার বর্ষা প্রদান করছেন । এই বর্ষা প্রাপ্তির জন্যই আমরা বারবার তাঁকে ডেকেছি, প্রার্থনা করেছি। এখন উনিই আমাদের জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন । এখন আমরা প্রার্থনা বা ভক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি । এই নলেজ বড়োই মজার । বাবা বলেন -- তোমরা বল - বাবা, তুমিই আমাদের বেহদের পিতা। তবুও কেন আমাকে ছেড়ে লৌকিক পিতার প্রতি বুদ্ধি চলে যায় ? কিন্তু কারও ভাগ্যে না থাকলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না । নিজেই বলে আমার ভাগ্যে রাজযোগের বাদশাহী নেই । সুতরাং বাবা কি করবে ? কেন ভাগ্য তৈরি কর না ? ভাগ্য নির্মাণে কারও তো কোনও মানা নেই । ভাগ্যে না থাকলেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাও। তারপর মায়া বিড়াল বুদ্ধিতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে । বাবা-ই বা কি করবে ? মায়া রূপী বিড়ালকে জয় করতে হবে । কাজকর্মের মধ্যেই শিববাবার স্মরণ থাকলে অনেক প্রাপ্তি হবে । এক মিনিটও স্মরণ করলে অনেক লাভ হয় । একে -অপরকে সাবধান কর । তারপর কেউ মানুষ বা না মানুষ । বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন । আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বাবা, শিক্ষক, সঙ্গী তিনজনকেই একত্রে স্মরণ করতে হবে । ভোজন তৈরি করার সময়, খাবার সময় অবশ্যই স্মরণে থাকতে হবে ।

২) প্রকৃত অন্তর দিয়ে বাবার সার্ভিস করতে হবে । কাঁটাকে ফুল, মানুষকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান : - কর্মক্ষেত্রে কমলপুষ্পের মতো থেকে মায়ার ময়লা আবর্জনা থেকে সেফ (নিরাপদ) থাকতে সমর্থ স্বরূপ কর্মযোগী ভব

কর্মযোগীকেই অন্য শব্দে কমলপুষ্প বলা হয় । কর্মযোগী অর্থাৎ কর্ম আর যোগ দুটোই একত্রে কস্মাইন্ড যেন হয় । কর্মকে বোঝা বলে যেন অনুভব না হয় । যে কোনও প্রকার ময়লা আবর্জনা অর্থাৎ মায়ার ভাইব্রেশন যেন স্পর্শ না করে । আত্মার দুর্বলতা থেকেই মায়ার জন্ম হয়ে থাকে । দুর্বলতাকে সমাপ্ত করার সাধন হলো প্রতিদিন মুরলী অধ্যয়ন করা। এটাই হলো শক্তিশালী টাটকা ভোজন । মনন শক্তি দ্বারা এই ভোজনকে হজম করতে পারলেই মায়ার ময়লা আবর্জনা থেকে সেরু থাকতে পারবে ।

স্লোগান :-- সফলতার চাবি দ্বারা সকল খাজানাকে সফল করাই হল মহাদানী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা : - তোমাদের পুরুষার্থ করে এয়ারকন্ডিশনের টিকিট কাটতে হবে, এয়ারকন্ডিশনের টিকিট নেওয়া অর্থাৎ মায়ার গরম হাওয়া অথবা আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের মহাবিনাশের দুঃখ হবে নাকি হবে না ? এর পাপ কাদের উপর আসে ?

উত্তর : - তোমাদের এই মহাবিনাশের দুঃখ হতে পারে না কারণ তোমরা তো ফরিস্তা হয়ে যাও । তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, এখন সমস্ত আত্মাদের মশার মতো ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের কারোর মৃত্যুতে দুঃখ হয় না, কেননা তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখা, তোমরা জানো যে, আত্মা হলো সদা অমর । এই বিনাশের পাপ কারোর ওপরেই আসে না কারণ, এই লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা হয়েই আছে । সবাই মারামারি করে ঘরে ফিরে যাবে । এও এই ড্রামারই ভবিতব্য ।

গীত :-- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড় বাতির শিখা
পিপীলিকার পুড়ে মরা, তাহাতেই লিখা ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এক লাইন গান শুনেছে । এই মজলিস কার ? জ্ঞান সাগরের । যাকে মানুষ ইন্ড্রের মজলিস বলে -- ইন্ড্রসভা । অনেক মানুষ মনে করে - ইন্ড্র জলের বর্ষণ করান । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এ হলো জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সভা, এখানে পতঙ্গরা বসে আছে, তারা বেঁচে থেকেই এঁনার হয়ে যায়, এই দুনিয়ার থেকে মৃত্যু বরণ করার জন্য, কেননা জীবাত্মাদের এই পুরানো দুনিয়া পছন্দ নয় । এখানে সবাই একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে । বাবা বলেন যে - আমি স্বর্গ স্থাপন করি । বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু নশ্বর অনুসার আছে । কেউ পোখরাজ পরী কেউ নিলম পরী । নাম তো অনেক আছে । তোমাদের এমন তুলনা করা হয়েছে । কোনো কোনো বাচ্চা খুব সেন্সেবেল হয়ে সেবায় লেগে যায় । এই সেবাতেও কে তৎপর হবে ? যে শ্যামা রূপী জ্যোতিতে আকৃষ্ট হবে । এ অনেক বড় মজলিস । তোমরা জানো যে, বাবা এই আত্মাদের মজলিসে এসেছেন কিন্তু যারা তাঁকে খুব ভালোভাবে জানেন, তিনি তাদের সামনে প্রত্যক্ষ হন । এই সময় কোটিতে কয়েকজনই তাঁকে জানতে পারে । যারা সেই বহি পতঙ্গ, তারাই জানবে, যারা তাঁকে মন দিয়ে দেয়, যারা বাবার হয়ে যায় ।

এ তো বোঝানো হয়েছে যে, এ হলো বেঁচে থেকে মরে যাওয়া । বাবা, আমি আপনার । প্রথমে আমরা আপনার কাছে অশরীরি ছিলাম । তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করি । বাচ্চারা যে জ্ঞান পায় তা আর কেউই দিতে পারে না, কেননা তারা বাবাকে জানে না । বাচ্চারা, তোমাদের পরমপিতা, পরমাত্মা এসে পড়ান । গায়ন আছে যে - সমস্ত বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি হলো গীতার পাতা । এই বিশ্বের মধ্যে সমস্ত মনুষ্য মাত্র কার পাতা ? এই দেবী - দেবতা ধর্ম থেকেই সব নির্গত হয়েছে, তাই তোমরা ঝাড়ের চিত্রে দেখবে যে, শুরুতে কোনো পাতা নেই । এই পাতা পরে তৈরী হয় । তাই তাঁকে ওপরে দেখানো হয়েছে । ফাউন্ডেশন হলো দেবী - দেবতা ধর্মের । প্রথমে কান্ড হয়, তারপর তার থেকে ডালপালা বের হয়, তারপর পাতা । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ হলো বিরাট মনুষ্য ধর্ম সৃষ্টির ঝাড় । আজকালের সরকার ধর্মকে মানেন না । তারা বলে আমরা সবাই একসাথে থাকতে পারি কিন্তু নিজেদের মধ্যে কত খিটখিট চলে । নিজেদের মধ্যে লড়াই চলতেই থাকে যেন লড়াইয়ের যজ্ঞ রচনা

করা হয়েছে। কোথাও না কোথাও লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। এও এই ড্রামাতেই নিহিত আছে। এমন যুক্তি করে যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরে। পূর্বে হিন্দুস্থান - পাকিস্তান খোড়াই আলাদা ছিলো। সব একসাথে ছিলো। গভর্নমেন্টও দুট ছিলো। নিজেদের মধ্যে কেউই লড়াই করতে পারতো না কারণ তাদের মাথার ওপরে বড় বড় নবাব ছিলো। এখন যেমন সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্য ইউ . এন আদি বড় বড় কমেটি আছে কিন্তু এদের জন্য কোনো বড় নেতা নেই। এরা দুই টুকরো হয়ে গেছে। দুঃখও বৃদ্ধি পেতে থাকতে। একে অপরকে মারতেই থাকে। এই ড্রামায় দেখো, কত রহস্য। একে অপরের সাথে লড়াই করবে তো খোড়াই বাবার উপর পাপ লাগবে। আমরা সাক্ষী হয়ে দেখি। তোমরা জানো যে সব লড়াই করে শেষ হয়ে যাবে। কোনো বড় মানুষ মারা গেলে ৮ - ১০ দিনের জন্য কাজকর্ম অল্প হয়। ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। তোমাদের জন্য তো কিছুই নয়। তোমরা তো ফরিস্তা হচ্ছে। তোমাদের বিনাশেরও দুঃখ হয় না। এখন তো সবাই মশার মতো মারা যাবে তখন কে কাকে দেখবে। এই রহস্য তোমরা বাচ্চারাই জানো।

নতুন দুনিয়ায় থাকার জন্য তো ফাস্টক্লাস মানুষ চাই। এখানে কেউ মারা গেলে তোমাদের খোড়াই দুঃখ হবে। তোমরা তো সাক্ষী হয়ে দেখো যে, ইনি নতুন শরীর নিলেন আবার অভিনয় করার জন্য। তোমাদের মধ্যেও সবাই নিশ্চয়বুদ্ধি নয়। গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পা থেকে টিকি পর্যন্ত এখন খুশীর পারদ চড়ছে, কারোর কম বা কারোর বেশী। কারোর আবার পাই মাত্রও চড়ে না, যেন আটার মধ্যে নুন। তাদের খালি বা শুকনো বলা হবে। বুঝতে পারা যায় যে কাদের নারায়ণী নেশা চড়ে। তোমরা মাতা - পিতার সার্ভিস করো। এমন নয় যে গৃহস্থ জীবনে থেকে সার্ভিস করতে পারবে না। তারা তো আরো ভালো সেবা করে, মা - বাবার নাম আরো বেশী করে উজ্জ্বল করে। তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের মতো অচল - অটল থেকে, অন্যকেও এমনই করতে হবে। তাই তাদের মহিমা অনেক বেশী। তোমরা তো শুরুতেই এসেছো। এও হলো ড্রামা। ভাটি তৈরী হয়েছিলো। তাতেও কোনো ইট কাঁচা থাকে আবার কোনো ইট পাকা। আই . সি . এস পরীক্ষা খোড়াই সবাই পাস করতে পারে, কেননা গভর্নমেন্টকে অনেক স্যালারি দিতে হয়। এখানেও তেমনই। অনেক বড় সম্পদ দিতে হয়। মুখ্য আট জন পাস হয়, তারপর ১০৮ - র মালা তৈরী হয়। তোমাদের পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পেতে হবে। রিজার্ভ যেমন করানো হয় ----ফাস্টক্লাস, এয়ার কন্ডিশন। এয়ার কন্ডিশনে কখনোই গরম হওয়া লাগে না। তোমাদের এই দুনিয়ার কোনো গরম হওয়া অর্থাৎ মায়ার আঘাত যেন না লাগে, এতটাই মজবুত হতে হবে তোমাদের। আট তো একদম ফাস্টক্লাস, এরপর ১০৮। নামও আছে মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, আমরা কোন্ টিকিট কাটছি। প্রত্যেকেই টিকিট নিতে হবে। পুরুষকে তার নিজের আর স্ত্রীকে তার নিজের টিকিট নিতে হবে। স্ত্রীদের সুযোগ বেশী কারণ পুরুষ যা করে তার অর্ধেক অংশ স্ত্রী পেয়ে যায়। স্ত্রী যা কামাই করে, সে যা কিছুই দেয় তার ভাগ পতি পায় না, কেননা পুরুষ হলো রচয়িতা। অর্থ তাদের হাতেই থাকে। তারা যা করবে তার ভাগ স্ত্রীরা পেয়ে যায়। স্বর্গে তো উভয়েই মালিক থাকে। সন্তান একজনই হয় আর বর্সা বা সম্পত্তিও সেই পায়। কন্যাও তার ভাগ নিয়ম করেই পায়। আগের কল্পে যে নিয়ম চলেছে, তাই চলবে। ওখানকার নিয়ম কানুন দেখার প্রয়োজন নেই (তখনও কন্যার সম্পত্তির অধিকার আইন হয়নি)। বাবা তো অনেক সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, কিভাবে রাজধানী ট্রান্সফার হয়। এখানে ট্রান্সফার হলে ব্রাহ্মণ, গুরু ইত্যাদিদের ডাকা হয়। আগের নিয়ম কানুন খুব সুন্দর ছিলো। যখন মানুষ বাণপ্রস্থ নিত তখন বাচ্চাদের আদর করে গদিতে বসানো হতো যে এখন তোমরা কারবার সামলাও। এখন তো সম্পূর্ণ বুড়ো হয়ে গেলেও ছাড়তে চায় না। আগে তো

বাচ্চাদের মাতৃস্নেহ থাকতো। এখন তো বাচ্চারা মাতৃদ্রোহী হয়ে গেছে। মায়েরও চুল ধরে বাইরে বের করে দেয়। একেই বলা হয় ধান্দাবাজ আর মাতৃদ্রোহী। সত্যযুগে এমন জিনিস হয় না। তোমাদের তো অনেক খুশী হওয়া উচিত। মজলিসের অনুভব তোমাদের এখানেই আসবে। এই জ্ঞান সাগর তো যেখানে থাকবে সেখানে মেলা বসবে। নদীর ধারে যেমন মেলা বসে। তোমরা নদীরা তো নিজেদের মধ্যে মিলিত হও। এ তো হলো জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদীর মেলা। ইনি হলেন জগদম্বা সরস্বতী। তাঁরও অনেক নাম। মার কাছেও কত মানুষ মিলিত হতে আসেন কেননা তাঁর মুরলী খুবই সুন্দর। বাচ্চারাও অনুভব করতে পারে যে, মাঙ্গার মুরলীও খুব আকর্ষণ করে। এ হলো সাগর আর নদীর মজলিস। এখানে অনেক বাচ্চা আসে। প্রথমে যেমন সাগর, তারপর নদী, তারপর ছোটো নদী, বড় ক্যানাল আদি হয়। তোমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারো যে, আমরা ছোটো নদী না কি বড় নদী? বড় বড় নদীদের ডাকা হয় যে, এসে ভাষণ দাও। তাহলে অবশ্যই তারা তীক্ষ্ণ। মাঙ্গাকে কতো ডাকা হতো যে, শিববাবার সম্পদ এসে আমাদের দাও। তোমরা বাচ্চারা গিয়ে জ্ঞান রঞ্জের দান করো। জ্ঞানের এক একটি অংশ লাখ টাকার সমান। শাস্ত্রে কোনো জ্ঞানের কথা নেই। তা যদি থাকতো তাহলে ভারত বিত্তবান হয়ে যেতো। তোমরা তো রত্ন পাও যাতে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বিত্তবান হয়ে যাও। এখন সঙ্গম যুগে তোমরা হলে সবথেকে উঁচু। এরপর সত্যযুগ আর ত্রেতায় তোমাদের ডিগ্রি কম হয়ে যায়। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারে বসেছো। তোমরা জানো যে বাবা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন। তাঁকেই সবাই স্মরণ করে। অন্য সবাই ই দুঃখ দেয়। দুঃখ দেওয়ার জিনিসকে সবসময় ভুলতে হয়। যে বাবা, আমার তো আপনি, দ্বিতীয় আর কেউই নেই কিন্তু কৃষ্ণের নাম মানুষ শুনেছে, তাই তাঁকেও স্মরণ করে। তোমরা কৃষ্ণের রাজধানীতে ছিলে। বাবা এই কংসপুরীকে কৃষ্ণপুরী বানিয়ে দেন। আসুরী পুরী থেকে আবার দৈবী পুরী হয়ে যাবে। তারপর দেখানো হয়েছে যে, অসুর আর দেবতাদের লড়াই হয়েছিলো আর দেবতারা জিতে গিয়েছিলো ॥ দেবতারা স্বর্গে থাকে। বাস্তবে তোমাদের লড়াই হলো পাঁচ বিকারের সঙ্গে। এখন রামায়ণের বড় ধুন লাগবে কারণ দশহরা আসছে। গভর্নমেন্টও এই উৎসব পালন করে। রাম লীলা করে কিন্তু জানে না যে রাবণ কি জিনিস।

কোনো কোনো বাচ্চা বলে ধ্যানে (নেষ্ঠাতে) বসাও। বাস্তবে তো চলতে ফিরতে স্মরণ করতে হবে কিন্তু যারা সারাদিনে স্মরণ করে না, তাদের বসানো হয়। যে, এখানে বসলে কিছু কিছু স্মরণ করবে। অনেকেই আছে যারা সেন্টারে যখন যায় তখন স্মরণে থাকে, ঘরে এলেই সব শেষ। স্মরণ করার অভ্যাসই নেই। বুদ্ধি অন্যদিকে বিভ্রান্ত হয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে আত্মা হলো স্টার, যাকে বিন্দুও বলা হয়। স্টারে তো কোণা হয় কিন্তু বিন্দুতে হয় না। স্টার এই কারণে বলা হয় যে, এর তুলনা দেওয়া হয়। লাকি স্টারও বলা হয়। বিন্দু রূপ আত্মায় জ্ঞানের চমক আছে। বিন্দু আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট আছে। বাবা বলেন যে, আমি বিন্দুর মধ্যেও এই এই পার্ট আছে, যা আমি ভক্তিতে করে এসেছি। বাচ্চারা, তোমাদের সবথেকে বেশী পার্ট কেননা তোমরা অলরাউন্ডার চক্র লাগাও। তাই তোমরাই চক্রবর্তী রাজা হবে। দুঃখ বা সুখ – তোমরাই পাও। আমার পার্ট তোমাদের মতো নয়। আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। তারপরে আবার ভক্তিমার্গে আমার সার্ভিস শুরু হয়। ড্রামা অনুসারে মানুষ স্মরণও করে, যেই যেই দেবতার পূজা করে, সাক্ষাৎকার আমিই করাই। এই ড্রামাতে এ হলো আমার পার্ট। ওরা ভাবে আমাদের এনার সাক্ষাৎকার হলো। এনার মধ্যেও ভগবান আছেন। মনে করে যে, গণেশের যখন সাক্ষাৎকার হলো, তখন গণেশের মধ্যেও পরমাত্মা আছে। এতেই সর্বব্যাপীর জ্ঞান এসে গেছে। আর বাচ্চারা, তোমরা বলো যে, আমরা সবাই বাবার স্মরণ করি অর্থাৎ সকলের

মধ্যেই বাবা আছেন। এতেও মানুষ সর্বব্যাপী মনে করে নেয়। বাবা বলেন যে, আমার স্মরণও মানুষ পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারেই করে। যে যতো স্মরণ করবে ততই তার বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি আত্মা তো প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ব্যাপক। আমি কোনো বাচ্চার মধ্যেও প্রবেশ করে, যে কারোরই কল্যাণ করতে পারি কিন্তু ওরা উল্টো অর্থ করে দিয়েছে। ড্রামাতে এও লিপিবদ্ধ আছে। ড্রামা অনুসারে সবাই পার্ট পেয়েছে। এই শাস্ত্র আদি বানানোর পার্টও ড্রামাতেই আছে। তিনিই বানাবেন, যিনি আগে বানিয়েছেন। মানুষ গীতা শোনায়, আবার পরের কল্পেও এমনই শোনাবেন। তাই এখন বাচ্চাদের মজলিসে বাবা বসে আছেন। যারা আমাকে জানে, আমি তাদের মাঝেই শোভা পাই। বাকি যারা আমাকে জানে না, তাদের মজলিসে বসে কি করবো? তোমরা যখন ভাষণ দাও, তখন অনেকেই আসে। তাদের বহি পতঙ্গের মজলিস বলা যাবে না। বহি পতঙ্গের সঙ্গে মজলিস তো এখানেই। কেউ প্রথমে অনুরাগী হয়, তারপরে বুদ্ধিযোগ অন্যদিকে চলে যায়। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হয়, বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। কর্মাতীত আবস্থা, সম্পূর্ণ নির্বিকারী আবস্থা এখন বলা যাবে না। সে অন্তিম সময়ে হবে। তখন এই পুরানো শরীর ছেড়ে যাবে। এ হলো পুরানো খোলস। আত্মা এই পুরানো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করে। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) শিববার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে ২১ জন্মের জন্য বিত্তবান হতে হবে।

২) নিজের অবস্থা অচল - অটল বানাতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের মতো বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে। সেবায় তৎপর থাকতে হবে।

বরদান :-- চিন্তা, বলা আর করা -- এই তিনকে সমান বানিয়ে বাবার সমান সম্পন্ন ভব

বাপদাদা এখন সমস্ত বাচ্চাদের সমান এবং সম্পন্ন দেখতে চাইছেন। সম্পন্ন হওয়ার জন্য চিন্তা, বলা এবং করা - এই তিন যেন সমান হয়। এরজন্য তোমরা সব তৈরীও করো, সঙ্কল্পও আছে, ইচ্ছাও আছে কিন্তু এই ইচ্ছা তখনই পূর্ণ হবে যখন অন্য সকল ইচ্ছায়, "ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা" হতে পারবে।
ছোটো - ছোটো অনেক প্রকারের ইচ্ছাই এই ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দেয় না।

স্লোগান :-- অব্যক্ত এবং কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে হলে মুখের বাণী - কর্ম এবং জীবন যাত্রাকে সমান বানাও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কালের কাল মহাকাল এসেছেন তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই স্মরণের দ্বারা বিকর্মের বোঝা শেষ করো, নিজের দেহের প্রতি মোহ ত্যাগ করো"

প্রশ্ন:- ভক্তের কোন্ প্রার্থনা ভগবান শুনে নিলে ভক্ত খুশীর বদলে দুঃখ অনুভব করে ?

উত্তর :- ভক্তের উপরে যখন দুঃখ আসে তখন বলে - হে ভগবান, আমায় এই দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো, এই পতিত দুনিয়ায় আমার দরকার নেই কিন্তু যখন বাবা সেই প্রার্থনা শুনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন তখন ভক্তরা চোখের জল ফেলে। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিন যাতে সুস্থ হয়ে যাই ।

গীত :- দূরদেশের বাসিন্দা এসেছে রে, মনের কাছে চায় রে জানতে নিজেকে গুপ্ত রেখে ...

ওম্ শান্তি। দূরদেশে বাবাও থাকেন আর তোমরা বাচ্চারাও থাকো। এখন বাবা এখানে কেন এসেছেন ? বাবাকে কেন স্মরণ করা হয় - হে ভগবান এসো, এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো ? এ কথা আত্মা বলে নিজের ঘরে - মুক্তি ধামে নিয়ে চলো। এর অর্থ হল আত্মারা কালের কাল মহাকালের আহ্বান করছে। ভক্তি-মার্গে আহ্বান করে, কিন্তু বোঝে না, আমরা কার আহ্বান করি। আমাদের এই পতিত দুনিয়ার সম্বন্ধ গুলি থেকে মুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চলো, আমাদের এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তারপরে কোনও আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন কত দুঃখী হয়, কান্নাকাটি করে। একদিকে আহ্বান করে - বাবা, এসে আমাদের এখান থেকে নিয়ে চলো, এই শরীর থেকে মুক্ত করো । কিন্তু যখন মুক্ত করা হয় তখন কান্না-কাটি করে। ভক্তিমার্গে আহ্বান করে কিন্তু কিছু বোঝেনা। সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী আছে। সে তো একজনের আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না । মানুষ যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরের প্রতি মোহ থাকে বলে আত্মা শরীর ত্যাগ করতে চায়না। ডাক্তারকে বলে এমন ওষুধ দিতে যাতে সুস্থ হয়ে যায় । আমরা শরীর ত্যাগ করতে চাইনা। আবার তার সাথে এমনও বলে - ভগবান এসো, এসে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। ওয়ান্ডারফুল বিষয়.! তাই না ! এখন তোমরা খুশী মনে ফিরে যাও। মানুষদের তো দুনিয়ায় মিত্র আত্মীয়স্বজনদের প্রতি মোহ থাকে। বাবা এখন জিজ্ঞেস করেন - তোমাদের কি মিত্র আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে মুক্ত করব ? মুক্ত তো করব তোমরা আত্মীয় স্বজনদের স্মরণ থেকে প্রথমে মুক্ত হও। শেষ সময়ে যদি সন্তান ইত্যাদিদের স্মরণ করবে তো আবার এমন জন্ম-ই হবে। বাবা বলেন আত্মারা আমি তোমাদের এই শরীর থেকে আলাদা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তখন তোমরা মিত্র আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করবেনা তো ? শেষ সময়ে এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। পুনর্জন্ম নিয়ে তো আবার এখানে আসতে হবেনা তাই দেহ সহ সবাইকে ভুলে যাও। আমি তোমাদের পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। যতক্ষণ তোমরা পবিত্র হবেনা ততক্ষণ তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। এখন আত্মারা, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি কিন্তু তোমাদের উপরে বিকর্মের অনেক বোঝা আছে। এই কথাটি আত্মাদের বলছেন। বাবা এসেছেন পরম ধাম থেকে, অন্যের দেশে। আপন দেশ স্বর্গ যা উনি স্থাপন করেন, সেখানে তো ওঁনার আসার নেই। এখানে তোমরা দুঃখে আহ্বান করো, আমাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসে সকল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সে খুশী মনে চলো বা রাগে অভিমানে। ফিরে যেতে তো হবেই। অনন্তের

(বেহদের) পিতা কালের কাল মহাকাল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান। অর্থাৎ সব মানুষের বিনাশ করতে আসেন। যেমন স্বামী- স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কত কান্নাকাটি করে। তখন বলে আমাকে নিয়ে চলো, আমার আর কিছু চাইনা। কিন্তু তোমরা পতিত , তোমাদের নিয়ে যাওয়া যাবেনা তাই পবিত্র করতে এসেছি। পবিত্র তখন হবে যখন নিজেকে অশরীরী ভাববে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাবে। আমি পিতা, একমাত্র আমায় স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। যুক্তি তো খুব ভালোই প্রদান করি - কল্পে-কল্পে। তোমরা জানো এই সব শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। হোলিকা দহনে সুতোতে হোলিকার উপরে বরদান ছিল যে তার ওড়নাতে আগুন লাগবে না (কিন্তু তার ওড়না উড়ে যায়)। তেমনই আত্মায় আগুন লাগেনা। যদিও এই দুনিয়াটিতে আগুন লাগবে। সব শরীর জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং আত্মা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আত্মাদের শুদ্ধ হতে হলে নিরন্তর দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। দেহ থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আত্মা ভেবে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। যেমন সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্ত্বের সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়, তারা বলে আমরা তত্ত্বে বিলীন হয়ে যাব। তত্ত্বের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লেগে যায়। এমন তো নয় শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে তত্ত্বের সঙ্গে বা ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাব, তাই আমরা তাদের ব্রহ্ম জ্ঞানী, তত্ত্ব জ্ঞানী বলি। তত্ত্বের জ্ঞান আছে। তোমাদের জ্ঞান আছে আমরা আত্মারা তত্ত্বে বাস করি। তারা ভাবে আমরা সেই তত্ত্বে বিলীন হয়ে যাব। যদি বলা হয় আমরা সেখানে বাস করব, তাও কথাটা ঠিক হয়। আত্মা তো বিলীন হয়না। জল বিন্দু বা বৃদবৃদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা তো ভুল। জ্যোতিতে বিলীন হওয়ার কোনো কথা নেই। অবিনাশী আত্মায় সম্পূর্ণ পাট ভরা আছে যা কখনও বিনাশ হতে পারেনা। সন্ন্যাসী বিকারের সন্ন্যাস করে, যদিও ফিরে কেউ যায়না, এখানেই পুনর্জন্ম হয়। বৃদ্ধি হতেই থাকে। সবাইকে সত্যো, রজো, তমো থেকে পার করতে হবে। ড্রামায় এইসব ফিক্সড আছে। এখন তো দেখো কত রকমের অসুখ আছে যা প্রথমে ছিলনা। ড্রামায় এইসব কিছু ফিক্সড আছে। তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা এসেছেন সব আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা বলে - বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো। মুক্তি- জীবনমুক্তি তো সবাইকে পেতে হবে। কিন্তু সবাই সত্যযুগে আসতে পারবেনা। যে যেইসময়ে আসে, সেই সময়ে সেই ধর্মে পুনরায় আসতে হবে। তোমরা জানো অমুক ধর্ম, অমুক সময়ে আসে। বাবাও কল্প পূর্বের ন্যায় এসেছেন, এত আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই ধরিত্রী উর্বর করতে কত সার চাই। নতুন দুনিয়ারও সার চাই, তাইনা ! অতএব সব মানুষ, পশু ইত্যাদি শেষ হয়ে সার হয়ে যাবে, সেসব সত্যযুগে ভালো ফল দেয়, যা তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছ।

তোমরা, বাচ্চারা জানো - বাবা হলেন কালের কাল মহাকাল। সবাই বলে - বাবা, আমরা খুশী মনে তোমার সঙ্গে ফিরে যাই, আমাদের নিয়ে চলো। আমাদের এখানে অনেক দুঃখ। এইটি হল দুঃখ দায়ী দুনিয়া। দুঃখ ধামে একে অপরকে দুঃখ দিতেই থাকে। অপার দুঃখ, এখন তোমাদের সুখের জগতে নিয়ে যেতে এসেছি। এখন একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করলে বর্ষা প্রাপ্ত করবে। তা নাহলে রাজত্বের বর্ষা সম্পূর্ণ পাবেনা, আর প্রজা পদ পাবে। বাবা এসে রাজত্বের সুখ দেন, অন্য কোনো ধর্ম স্থাপক রাজধানী স্থাপন করেননা। ইনি তো রাজধানী স্থাপন করেছেন গুপ্ত বংশে। কেউ জানেনা যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়েছিল ? শরীরধারী দেবতার কোথা থেকে এসেছিলেন ? যদিও কলিযুগে অসুর ছিল। অসুর ও দেবতাদের যুদ্ধ কখনও হয়নি। কোনো লড়াইয়ের কথা নেই, কোনো বিকারের কাটারী চলে নি। তাহলে যুদ্ধ কেন দেখানো হয়েছে ? বিভ্রান্ত হয়েছে।

সৃষ্টি তো সে-ই আছে শুধুমাত্র সময় বদলেছে। এই হল অনন্তের (বেহদের, আধ্যাত্মিক) দিন, অনন্তের রাত। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে দিন বলা হয়, সেখানে তো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই। কিন্তু সেই রাজধানী তাঁরা কিভাবে পেয়েছে ? কলিযুগে তো রাজধানী হয়না। বাচ্চারা বলে - বাবা, ওয়ান্ডারফুল আপনার স্থাপনার কর্তব্য ! এত বাচ্চাদের সুখী করেন । যদিও নিজের নিজের পুরুষার্থ অনুযায়ী উঁচু পদের অধিকারী হতে পারে। তোমরা জানো পাঁচ হাজার বছর পরে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। যতই কেউ প্রভু, কেউ গড বলুক, তিনি তো হলেন পিতা তাই না ! পিতা সম্বোধন কত সুন্দর ! ঈশ্বর হলেন আমাদের পিতা। শুধুমাত্র প্রভু বলে ডাকলে অত আনন্দ হবেনা। গড বললে সর্বব্যাপী ভেবে নেয়। ফাদার বললে সর্বব্যাপী ভাবতে পারবে না। এখন তোমরা আত্মারা শুনছ। বুঝতে পারছ আমাদের বাবা এসেছেন, আমাদের যোগের দ্বারা পবিত্র করছেন। সুতরাং পিতা, শিক্ষক, সদগুরুকে স্মরণ করতে হবে। এখানে বাচ্চাদের সম্মুখে থাকার অনুভব হয়। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করি। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করি। বাবাকে স্মরণ করতে করতে বাবার কাছে ফিরে যাব। ভালো ভালো সল্যাসী এমনই বসে বসে শরীর ত্যাগ করে। তারা ভাবে আমরা আত্মারা গিয়ে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাব। সবাই মোক্ষ বা মুক্তির জন্যেই পুরুষার্থ করে কারণ সংসারে অনেক দুঃখ আছে, তাই মোক্ষ বা মুক্তি চায়। তারা এই কথা জানেনা যে দুনিয়ার চক্র ঘুরছে। আমাদের এই পার্ট অবশ্যই অবিনাশী হওয়া উচিত।

তোমাদের বুদ্ধি জিনের মতন হওয়া উচিত। জিনের গল্পে বলা হয় না - আমাকে কাজ দাও, নাহলে খেয়ে নেব। তখন তাকে কাজ দেওয়া হল - সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো আর নামো। তোমাদেরও বাবা বলেন আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও, নাহলে মায়া রূপী জিন গ্রাস করবে। মায়া হল জিন, যোগ লাগাতে দেয়না। ভালো ভালো বাহাদুর বাচ্চাদেরও মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। তোমরা জানো - বাবা শেখাতে এসেছেন। বলেন - বাচ্চারা, এখন সম্মুখে এসেছি, এখন আমায় স্মরণ করো, নাহলে মায়া জিন গ্রাস করবে। এই কাজ দেওয়া হয় তোমাদের কল্যাণের জন্যে। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে শরীরের ভান ত্যাগ করতে হবে। সল্যাসী অর্থাৎ দেহ সহ সম্পূর্ণ সল্যাস। যদিও নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। তোমরা জানো জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা বাবা আমাদের সেই দেবী-দেবতায় পরিণত করছেন। রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এ হল রাজ যোগ। এইসব কথা শান্ত্রে লেখা নেই। পাণ্ডব এত রাজযোগ শিখেছে তাতে কি হয়েছে ? ব্যস, পাহাড়ে গিয়ে গলে মরেছে ? তাহলে কিভাবে জানা যাবে যে রাজত্ব স্থাপন হয়েছে কিভাবে ? এখন এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারো। বাবা বলেন এখন আমায় স্মরণ করো এবং ট্রাস্টি রূপে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। প্রতিটি কথায় পরামর্শ নিতে থাকো। বাচ্চাদের বিয়ে দেবে, বারণ করা খোড়াই করা যাবে । প্রত্যেকের হিসাব নিকেশ হল আলাদা। বাচ্চারা যে যেরকম হয় তাদের হিসাবের খাতা দেখে পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি বলে বাচ্চাদের বিয়ে দিতে হবে তা দাও। তোমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তো বাড়ি তৈরি করতে চাও, তো কর। কোনো বারণ নেই। বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে বাচ্চাদের বিবাহ ইত্যাদি সম্পন্ন করো, হিসেব নিকেশ মেটাও।

এখন বুঝতে পারছ কে ভালো পদের অধিকারী হবে। কত কঠিন। এর জন্যে দূরদৃষ্টি বুদ্ধি চাই। রাজত্ব প্রাপ্ত করা - কোনো কম কথা নয় ! দায়দায়িত্ব যা কিছু আছে মিটিয়ে ফেলো, সন্তানাদিদের হিসেব মিটিয়ে নাও। কারোর সঙ্গে হিসেব আছে, ঋণ আছে তো প্রথমে মেটাও। এইসব বিষয়ও ভালো

করে বুঝতে হবে । কন্যাদের কোনো দায় দায়িত্বের বোঝা থাকে না। ক্রিয়েটরকে সব কাজ শেষ করতে হয়। তারপরেই বাবা উত্তরাধিকারী করতে পারবেন। মায়া খুব ভালো রকম পরীক্ষা করবে। কিন্তু তোমরা এই কথাও বোঝো যে বাবা তো হলেন খুব মিষ্টি । সবাইকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। এমন বাবার সঙ্গে ভালোবাসা থাকা উচিত। মিষ্টি হলেন কিনা। সত্যযুগে অপার সুখ আছে তাই স্বর্গকে সবাই স্মরণ করে। কেউ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। নাম টাও কত মিষ্টি ! যা কিছু পাস্ট বা অতীতে হয়ে যায় ভক্তিমার্গে সেসবের খ্যাতি থাকে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এমন কথা হয়না। সুতরাং বাবা জিন দের কাজ দিয়েছেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমায় স্মরণ করো, তা নাহলে মায়া রূপী জিন তোমাদের গ্রাস করবে। স্মরণ করতে হবে। আত্মা নিশ্চয় করে পিতাকে স্মরণ করতে হবে। হ্যাঁ, শরীর নির্বাহের জন্যে কর্ম তো করতেই হবে। ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের জন্যে চাই কারণ তোমরা হলে কর্ম যোগী। তারপরে তোমরা পুরুষার্থ করো। ৮ ঘন্টা সময় নিজের পুরুষার্থের জন্যেও বের করো। নিজেকে এমন ভাবো - আমরা বাবার আপন হয়েছি। এই শরীর টি তো হল পুরানো, এর প্রতি মমত্ব মিটে যাবে। মিটে-মিটে, স্মরণ করতে-করতে যদি কারো মমত্ব থেকে যায় তাহলে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবেনা। বিশ্বের মালিক হতে পরিশ্রম চাই।

বাবা এসেছেন দুঃখ ধাম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে তাই ওঁনাকে লিবারেটর ও গাইড, পতিত-পাবন বলা হয়। পান্ডা-ও হলেন তিনি। বোঝাতে হবে রাবণ রাজ্যের বিনাশ ও রামরাজ্যের স্থাপনা করতে বাবাকে আসতে হয়। তিনি-ই শান্তির স্থাপনা করেন, ওঁনার সাহায্যকারীদের শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। শান্তি স্থাপন করেন যিনি, তিনি শান্তিপূর্ণ রাজ্য প্রদান করেন। তিনি হলেন মোস্ট বিলাভেড বাবা যিনি আমাদের কল্প কল্প বর্ষা প্রদান করেন, শ্রীমৎ অনুসারে যত চলবে তত শ্রেষ্ঠ হবে। তোমরা জানো আমরা শ্রী শ্রী-এর কাছে শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণে পরিণত হই। ২১ জন্মের জন্যে সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা , বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দূর দৃষ্টি ধারী হয়ে কর্ম বন্ধন শেষ করতে হবে। কোনও হিসাব নিকেশ বা ঋণ থাকলে সেসব মিটিয়ে হালকা হয়ে উত্তরাধিকারী রূপে ফিরতে হবে।

২) কর্ম যোগী হয়ে কর্মও করতে হবে, তার সাথে ৮ ঘন্টা পুরুষার্থ করতে হবে। সবার প্রতি মমত্ব অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

বরদান : - নিজের অনাদি স্বরূপে স্থিত হয়ে সর্ব সমস্যার নিবারণকারী একান্তবাসী ভব

ব্যাখা: আত্মার স্বধর্ম, সুকর্ম, স্ব-স্বরূপ এবং স্বদেশ হল শান্ত। সঙ্গম যুগের বিশেষ শক্তি হল সাইলেন্সের শক্তি। তোমাদের অনাদি লক্ষণ হল শান্ত স্বরূপ থাকা এবং সর্বকে শান্তি প্রদান করা। এই সাইলেন্সের শক্তিতে বিশ্বের সর্ব সমস্যার নিবারণ নিহিত আছে। শান্ত স্বরূপ আত্মা একান্ত বাসী হওয়ার জন্যে

সদা একাগ্র থাকে এবং একাগ্রতা দ্বারা পরীক্ষণ শক্তি বা নির্ণয় শক্তি প্রাপ্ত হয় যা ব্যবহার বা পরমার্থ দুয়ের সর্ব সমস্যার সহজ সমাধান করে।

স্লোগান : - নিজের দৃষ্টি, বৃত্তি ও স্মৃতির শক্তি দ্বারা শান্তির অনুভব করানোই হল মহাদানী হওয়া।

১৬-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৬-০১-৮৪ মধুবন

"স্বরাজ্য" তোমাদের বার্থ রাইট

আজ বাপদাদা রাজ্য অধিকারী সভা দেখছেন। সমগ্র কল্পে শুধুমাত্র সঙ্গমযুগেই সবচেয়ে বড় রাজ্য অধিকারী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাপদাদা সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সভা দেখছেন। নম্বর ক্রমানুসারে তোমরা সব রাজ্য অধিকারী নিজেদের সম্পূর্ণ স্থিতির সীটে সেট হয়ে স্বরাজ্যের রুহানী নেশায় কেমন বেফিকর বাদশাহ হয়ে বসে আছে। প্রত্যেকের ললাট মাঝে জ্বলজ্বলে মণি কতো সুন্দর দেখাচ্ছে। বাবা দেখছেন, নম্বরক্রমে সকলের মাথায় লাইটের মুকুট ঝলমল করছে। সবাই মুকুটভূষিত, কিন্তু নম্বরক্রম আছে। সকলের নয়নে বাপদাদার স্মরণ মিশে থাকার কারণে নয়ন দ্বারা স্মরণের প্রকাশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন সুসজ্জিত সভা দেখে বাপদাদা পুলকিত হচ্ছেন। বাহু আমার রাজ্য অধিকারী বাচ্চারা বাহু! সবাই তোমরা এই স্বরাজ্য তথা মায়াজিতির রাজ্য জন্মসিদ্ধ অধিকার হিসেবে লাভ করেছো। বিশ্ব রচয়িতার বাচ্চারা স্বতঃই স্বরাজ্য অধিকারী। স্বরাজ্য তোমাদের সকলের অনেক বারের বার্থ রাইট, শুধু এখনকার নয়। যতই হোক, মনে আছে তোমাদের সেই অধিকার, যা তোমরা অতীতে অনেকবার প্রাপ্ত করেছো? মনে তো পড়ে, তাই না? স্বরাজ্য দ্বারা অনেকবার তোমরা বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করেছো। তোমরা ডবল রাজ্য অধিকারী। স্বরাজ্য আর বিশ্বরাজ্য। স্বরাজ্য তোমাদের সদাকালের রাজযোগী তথা রাজ্য অধিকারী বানায়। স্বরাজ্য তোমাদের ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকের বিষয়ে নলেজফুল অর্থাৎ ত্রিলোকনাথ বানায়। স্বরাজ্য সারা বিশ্বে কোটির মধ্যে বাছাই করা কয়েকের মধ্যেও 'কয়েক-বিশেষ' আত্মা বানিয়ে দেয়। স্বরাজ্য বাবার কন্ঠহার বানিয়ে দেয়, ভক্তদের জপমালা বানায়। স্বরাজ্য বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসীন বানায়, সর্বপ্রাপ্তির খাজানার মালিক বানায়। তোমাদের অটল, অনড়, অখন্ড সর্বাধিকারের প্রাপ্তি এনে দেয়। এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা, তাই না!

আমি কে - এই হেঁয়ালির উত্তর তোমরা এখন ভালোভাবে জেনেছো, তাই না? 'আমি কে', এই টাইটেলের মালা কতো বড়! স্মরণ করতে থাকো, আর মালার এক এক দানা ঘোরাতে থাকো। কতো খুশি হবে! তোমাদের নিজের মালা যদি স্মৃতিতে আনো তবে তোমরা কতো নেশা অনুভব করবে! এইরকম নেশা থাকে তোমাদের? ডবল বিদেশিদের ডবল নেশা হবে, তাই না? তোমাদের অবিনাশী নেশা থাকে, থাকে না? তোমার এই নেশা কেউ কম করতে পারে? অলমাইটি অথরিটির সামনে অন্য কোন্ অথরিটি আছে! অমনোযোগের গভীর নিদ্রায় শুধু তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো আর তাই মায়া তোমাদের অথরিটির চাবি অর্থাৎ তোমাদের স্মৃতি চুরি করে নেয়। কেউ কেউ এমনভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে কোনকিছু সম্পর্কে তারা অবগত থাকেনা। এই অসতর্কতার নিদ্রা কখনো কখনো প্রতারণাও করে, যাতে উপলব্ধি করে যে তুমি তো নিদ্রাবস্থাতেই নেই, বরং জেগে আছো। কিন্তু যখন চুরি হয়ে যায়, তোমরা তা জানতে পারোনা। বাস্তবে, অবিরতভাবে প্রজ্জ্বলিত জ্যোতি আলমাইটি অথরিটির সামনে কোনও অথরিটি নেই। স্বপ্নেও কোনো অথরিটি তোমাদের নাড়তে পারেনা। তোমরা এমনই রাজ্য অধিকারী। বুঝেছো তোমরা! আচ্ছা -

আজ, বাবা এসেছেন মিলন সভা উদযাপন করতে। বাচ্চারা যেমন বাবার সাথে মিলনের জন্য তাদের টার্নের অপেক্ষা করছে, তেমনই বাবাও তোমরা সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের আহ্বান করেন। বাবার সবচেয়ে প্রিয় কাজই হলো বাচ্চাদের সাথে মিলনের, তা' অব্যক্ত রূপেই হোক বা ব্যক্ত রূপে। বাবার

দিনচর্যার বিশেষ কার্য হারানিধি সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের, তাদের সাজানো, পালনা দেওয়া, তাদের নিজসম বানিয়ে বিশ্বের সামনে নিমিত্ত বানানো । এটাই তাঁর কাজ । এতেই তিনি সর্বদা বিজি থাকেন । তিনি সায়েন্সটিস্টদের প্রেরণা দেন, সেটাও তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য । এমনকি, যখন তিনি ভক্তদের ভাবনা এবং ভক্তির ফল দেন, তখনও বাচ্চাদেরই সামনে রাখেন । বিন্দুকে তো কেউ জানেনা ; তারা শুধু দেবী-দেবতাকেই জানে । ভক্তদের সামনেও তিনি বাচ্চাদেরই প্রত্যক্ষ করান । সবাইকে মুক্তিতে নিয়ে যান এবং তাও তোমরা সব বাচ্চাদের শান্তিময় রাজ্য দেওয়ার জন্য । আচ্ছা ।

যারা এইরকম সदा স্বরাজ্য অধিকারী, সदा অটল অখন্ড, অনড় স্থিতিতে স্থিত হয়ে, সदा রুহানী নেশায় অবিনাশী থেকে, ডবল রাজ্য অধিকারী, বাপদাদার নয়নে ডুবে থাকে, এমন নূর-এ-রহমদের (নয়নের আলোক রহ্ম) বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

দাদীজী মাদ্রাজ (চেন্নাই), ব্যাপ্পালোর, মহীশূর এবং কোলকাতা সফর করে মধুবনে ফিরে এসেছেন, দাদীজীকে দেখে বাপদাদা বললেন: -

তোমার প্রতি পদে শত শত সেবা মিশে আছে । তুমি রাজ-চক্রবর্তী হয়ে সফর করে নিজের স্মারক স্থান বানিয়ে নিয়েছো । কতো তীর্থস্থান তুমি বানিয়েছো ! মহাবীর বাচ্চাদের পরিভ্রমণ মানে তাদের স্মরণিক তৈরি হওয়া । প্রতিটা পরিক্রমণের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । এই সফরেও বহু আত্মার হৃদয়ের আশা পূরণ করার বিশেষত্ব ছিলো । হৃদয়ের এই আশা পূরণ করা অর্থাৎ বরদানী হওয়া । বরদানীও হয়েছো এবং মহাদানীও হয়েছো । ড্রামা অনুসারে যে প্রোগ্রাম তৈরি হয় তাতে অনেক রহস্য ভরা থাকে । এর মর্মার্থ তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যায় । আচ্ছা -

জানকী দাদীর সাথে :- তুমি সবাইকে নামের দান দাও । নামের দান কি ? কি তোমার নাম ? নামের দান দেওয়া অর্থাৎ ট্রাস্টি হয়ে হয়ে বরদান দেওয়া । তোমার নাম নেওয়ার সাথে সাথে সবার কি স্মরণে আসবে ? সেকেন্ডে জীবনমুক্তি এবং ট্রাস্টি হওয়া । তোমার নামের এটা বিশেষত্ব, এইজন্য যদি নাম দানও করো তো কারও তরী পার হয়ে যাবে । বাবা এখন তোমার ট্রাস্টি হওয়ার বিশেষত্বের মহিমা করেছেন, এটাই স্মরণিক । জনক শব্দ তিনি নিশ্চয়ই দিয়ে দিয়েছেন । এক জনকের দুই কাহিনী । এক জনক যিনি সেকেন্ডে বিদেহী হয়ে গেছেন । দ্বিতীয় জনক সেকেন্ডে ট্রাস্টি হয়ে গেছেন । "আমার নয়, তোমার" । তারা ত্রেতা যুগের জনককেও দেখায় । কিন্তু তুমি তো বাবার জনক, সীতার বাবা জনক নও । নাম দানের মাহাত্ম্য কেন এই বিষয়ে ক্লাস করিও । শুধু নামের তরী দ্বারাও পার হয়ে যায় । তুমি যদি কিছু বুঝতেও না পারো, শুধু যদি শিববাবা শিববাবা বলা, তবে স্বর্গের গেট পাস তো পেয়ে যাও । আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়া গ্রুপের সাথে :- অস্ট্রেলিয়া নিবাসী বাপদাদার অতি প্রিয়, কেন ? অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব কি ? অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব হলো, তোমরা নিজেদের মধ্যে সাহস জিইয়ে রেখে সেবাধারী হয়ে চারিদিকে সেবা স্থান খোলার উত্তম বিধি । সাহসী বাচ্চাদের দেখে বাবা বিশেষভাবে খুশি হন । লন্ডনেরও বিশেষত্ব আছে, সেখানে সকলে অনেক অনুভাবী রহমদের দ্বারা বিশেষ পালনা পেতে থাকে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার এত পালনা পাওয়ার চান্স পায় না । কিন্তু তবুও তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সেবাতে ভালোরকম উল্লতি এবং সাফল্য এনেছো । তোমাদের সকলের স্মরণে থাকার এবং সেবা করার প্রবল উৎসাহ থাকে । স্মরণ করার মহা উৎসাহ থাকার কারণে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ এবং এগোতে থাকবে । তোমাদের মধ্যে মেজরিটি নির্বিঘ্ন থাকবে । কিছু কিছু ভালো বাচ্চারা চলে গেছে ঠিকই, কিন্তু তারা

এখনও বাবাকে ক্রমাগত স্মরণ করে যাচ্ছে, এইজন্য তাদের প্রতিও সদা শুভ ভাবনা রেখে তাদের আবারও বাবার সমুখে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে। তোমাদের সেইরকম উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, তাই না? বৃক্ষ থেকে কিছু ফল পড়েই যায়, এটা নতুন কিছু নয়। সুতরাং, এখন নিজেকে এবং অন্যকে এমন শক্তিশালী বানাও যাতে তোমরা সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাও। এই গ্রুপের যারা এসেছে, সবাই তোমরা শক্তিশালী, তাই না? মায়া তোমাদের ধরবে না, তাই না! যদি কোনরকম দুর্বলতা থাকে তাহলে সেটা সরিয়ে মধুবনে সম্পন্ন হয়েই যেও। মধুবন থেকে অমর ভবন বরদান নিয়ে যেও। এমন বরদান সদা নিজের সাথে রেখো আর এই বরদান দ্বারা অন্যদেরও পুনরুজ্জীবিত করো। ডবল বিদেশি বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা গর্বিত। তোমরাও তো বাবার জন্য গৌরবান্বিত, তাই না! তোমাদের এই নেশাও তো আছে যে সারা বিশ্বে শুধু তোমরাই বাবাকে চিনেছো, তাই না! চিরকাল এই অবিনাশী নেশা আর খুশিতে থাকো। বাপদাদা এখন সবার ফটোগ্রাফ নিয়েছেন। বাবা তারপরে তোমাদের দেখাবেন যে দেখ, তোমরা এখানে এসেছিলে। মায়া সম্পর্কে নলেজফুল হয়ে এগিয়ে চলো। নলেজফুল কখনো প্রবঞ্চিত হয় না, কারণ মায়া কখন কিভাবে আসে সেই নলেজ থাকার দরুণ তোমরা সদা সেফ থাকো। তোমরা তো জানো মায়া কখন আসে, তাই না! সদা কম্বাইন্ড থাকলে মায়া কখনো আসবে না। অস্ট্রেলিয়ার বিশেষত্ব যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পান্ডবসেনাই দায়িত্বশীল। অন্যত্র, মেজরিটি থাকে শক্তিদেব। এখানে পাণ্ডবরা চমৎকার করেছে। পাণ্ডব অর্থাৎ যারা সদা পাণ্ডবপতির সাথে থাকে। তোমরা মহান সাহস বজায় রেখেছো, বাপদাদা বাচ্চাদের সেবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এখন শুধু অবিনাশী হওয়ার বরদান সদা সাথে রেখো। আচ্ছা।

ব্রাজিল গ্রুপের সাথে :- বাপদাদা জানেন, স্নেহী আল্ফারা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকে। শারীরিকভাবে তোমরা যতই দূরে থাকো কিন্তু স্নেহী বাচ্চারা সদা বাপদাদার সমুখে আছে। তোমাদের নির্ভীক সবরকম বিপ্লবে পরাভূত করিয়ে বাবার কাছে পৌঁছে দিতে সহায়ক হয়, এইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাপদাদা জানেন, তোমরা কতো মেহনত ভালোবাসায় রূপান্তরিত করে এখান পর্যন্ত পৌঁছাও। এইজন্য স্নেহের হস্ত দ্বারা বাপদাদা সদা তোমরা সব বাচ্চাদের মালিশ করতে থাকেন। মা-বাবা তাদের অতি স্নেহী বাচ্চাদের সদা স্নেহে মালিশ করে। বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের ভাগ্যের নক্ষত্র দেখেন। তোমরা সব ঝলমলে তারা। দেশের পরিস্থিতি যাই হোক, বাবার বাচ্চারা সদা বাবার স্নেহে থাকার কারণে সেফ থাকবে। বাপদাদার ছত্রচ্ছায়ার সুরক্ষা সদাসর্বদা তোমাদের সাথে আছে। তোমরা এইরকম আদরের হারানিধি। বাচ্চারা অনেক পত্রের মালা বাপদাদার গলায় পরিয়েছে, এর রিটার্ণে সব বাচ্চাকে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। সবাইকে বোলো, তোমরা যতো ভালোবেসে পত্র লিখেছো, তোমাদের সমাচার দিয়েছো, ঠিক ততোটাই স্নেহে বাবা সেইসব স্বীকার করেছেন এবং অবশ্যই হিম্মতে বসে মদদে বাপ অর্থাৎ যে বাচ্চারা সাহস বজায় রাখে তারা সদা বাবার সহায়তা অবশ্যই লাভ করবে এবং তিনি সদা তাদের সহায় থাকবেন। তিনি মালা পেয়েছেন এবং মালার দানাসকলকে এখনও বাপদাদা স্মরণ করছেন।

বাপদাদা জানেন যে, শারীরিকভাবে দূরে থাকা সত্ত্বেও তোমাদের মনে তোমরা মধুবন নিবাসী। মন থেকে সদা মন্বনাভব হওয়ার কারণে বাবার কাছে সমুখে আছে। এইরকম কাছে এবং সমুখে থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা সামনে দেখে নামসহ সকলকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং সদা শ্রেষ্ঠ হয়ে শ্রেষ্ঠ বানানোর সেবায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার এই বরদান দিচ্ছেন, তাঁর সকল হারানিধি বাচ্চাদের। তোমাদের সকলের নিজের নামসহ স্মরণ-স্নেহ স্বীকার করা উচিত। আচ্ছা।

বরদানঃ - শান্তির শক্তির দ্বারা সবাইকে আকৃষ্ট করে মাস্টার শান্তিদেবা ভব

বাণী দ্বারা সেবা করার কৌশল যেমন তোমরা শিখেছো, একইভাবে শান্তির তির চালাও, এই শান্তির শক্তি দ্বারা মরুভূমিকেও সবুজ বানাতে পারো। যতো কঠিন পাহাড়ই হোক, সেখান থেকেও জল বার করতে পারো। শান্তির এই মহান শক্তির সঙ্কল্প, বচনে এবং কর্মে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করলে তবে তোমরা মাস্টার শান্তিদেব হয়ে যাবে। তারপরে শান্তির কিরণ বিশ্বের সকল আত্মাদের শান্তির অনুভূতির দিকে আকৃষ্ট করবে এবং তোমরা নিজের শান্তির চুম্বক হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ - আত্ম-অভিমানী স্থিতির ব্রত ধারণ করে নিতে পারলে বৃত্তি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা : - পদের আধার পড়ার উপরেই নির্ভর করছে, নিজে পড়ে অন্যদেরও পড়াতে হবে, গলি - গলিতে গিয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে"

প্রশ্ন : - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে সেবাতে লেগে থাকতে হবে ?

উত্তর : - তোমরা হলে দয়ালু বাচ্চা । তোমরা কারোর থেকে অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না । এই ইচ্ছার থেকে দূরে থেকে দান করার সেবায়, অন্যকে নিজের সমান বানানোর সেবায় লেগে থাকতে হবে । বুদ্ধিতে যেন থাকে -- যার ভাগ্যে থাকবে, সে অবশ্যই বীজ বপন করবে । কেউ যদি বাণী বা কর্মের দ্বারা সেবা নাও করতে পারে, তাহলে ধনের সাহায্যেও সহযোগী হতে পারে । গরীব বাচ্চারা তো একমুঠো চাল দিয়েও মহল নিয়ে নেয় ।

গীত : - প্রীতম এসে মিলিত হও.....

ওম শান্তি । প্রিয়তমাদের জন্য একটি ডাকই যথেষ্ট । এখন এই ডাক কে ডাকছে আর কাকে ? এ তো কেবল বাচ্চারা তোমরাই জানো, কেননা তোমরা বাবার দ্বারাই বাবাকে জেনেছো । বাবা ছেলেকে প্রদর্শন করায় আর ছেলে বাবাকে - এমনই নিয়ম । এখন প্রিয়তমারা তাদের প্রীতমকে ডাকছে । গীত তো কৃষ্ণের জন্য গাওয়া হয়েছে । সকলেরই তো কৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে । কৃষ্ণের ভক্ত মনে করে যে, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । বাস্তবে প্রীতম সকলেরই এক । সব পতিতদের পবিত্র একজনই করেন । নিরাকারকেই মানুষ স্মরণ করে কিন্তু পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না । নিরাকারের যথার্থ অর্থ কি তা মানুষ জানে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, বাস্তবে একই রাম, হে প্রভু, হে ঈশ্বর, ও গড --- একজনকেই ডাকতে থাকে । কোনো শরীরধারী মানুষ বা দেবতাকে ডাকে না । বুদ্ধি নিরাকারের দিকেই চলে যায় । গড ফাদার সকলেরই এক । তারা মনেও করে যে, আমরা সব ভাই - ভাই কিন্তু তা আত্মা রূপে । এমনিতে তো প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ধর্মের । নিজের ধর্মের ভাই - বোনরাও লড়াই করতে থাকে । সবাই যখন দুঃখী হয়ে যায় তখন বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো কেননা সকলেরই পতিত - পাবন আমিই । সব প্রিয়তমাদের প্রীতম তো একজনই । সজ্ঞী তাদের সাজনকে স্মরণ করে । প্রিয়তমারা স্মরণ করে - প্রীতম এসে মিলিত হও । আত্মারা মন থেকে ডাকতে থাকে । ডাকে তো আত্মাই, শরীর তো নয় । জীব আত্মা, জীব আত্মার সঙ্গে কথা বলে । দুনিয়াতে মানুষের দেহভাব থাকার কারণে নিজেকে শরীর মনে করে । বাচ্চারা, তোমাদের পাক্ষাভাবে বুঝতে হবে যে, জীবের আত্মা ডাকতে থাকে । আত্মাই ভালোবাসে । শরীর, শরীরকে ভালোবাসে না । আত্মাই শরীর ধারণ করে । এই সময়ের প্রেমও অশুদ্ধ । দেবী - দেবতার প্রেম তো খুবই শুদ্ধ হবে । মানুষ মনে করে যে, প্রেম হলো বিকারের । সত্যযুগে কিন্তু প্রেম থাকবে কিন্তু সেখানে কোনো বিকার থাকে না । বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বিকারের হাত থেকে বাঁচান । তোমরা এই কথা যদি কাউকে বসে বোঝাও তাহলে তারা শুনে খুব খুশী হবে ।

তোমরা বলো যে - বাবা, সার্ভিস হয় না কিন্তু সার্ভিসের উপায় তো অনেকই বলেন । এখন দশহরা আসছে, দেবীর পূজাও সব জায়গায় হয় । তাই সেখানে গিয়েও বোঝানো উচিত । বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত । তিনি হলেন, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা । আমরা আত্মারাও মূল বতনে থাকি

। বতন ঘরকেও বলা হয় । আমাদের, আত্মাদের বাবাও সেই পরমধামেই থাকেন । বাবা বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেন । এও ড্রামা অনুসারে অটোমেটিক্যালি চলতে থাকে । তাঁকেও নিজের সময় অনুসারে আসতে হয় । এক হলেন বাবা আর বাকি সকলেই আত্মা । এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি । তাদের মধ্যে দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন সত্যযুগে । বাকি ৮ - ১০ টি হাতওয়ালা মানুষ হয় না । এরা কোথা থেকে আসবে ? যেখানে পূজা হচ্ছে সেখানে তোমাদের ইনোসেন্ট হয়ে গিয়ে জিঞ্জেস করতে হবে - এটা কি হচ্ছে ? রুদ্র যজ্ঞও অনেক হয় । বিত্তবান লোকেরা অনেক যজ্ঞ ইত্যাদি করাতে থাকে । তোমরা যেখানে খুশী রমণ করতে পারো, তোমরা হলে রমতা যোগী । যারা যেই যেই দেশে থাকে, তারা সেখানেই সর্ভিস করতে পারবে । এঁরা কারা যাদের পূজা হয় ? এঁরা কি করে গেছেন ? এঁরা কাদের সন্তান ? এইসব কথা বসে জিঞ্জেস করা উচিত । তখন বোঝানো উচিত কেননা তোমাদের সকলের কল্যাণ করতে হবে, দয়ালু হতে হবে । তোমরা অকারণেই অর্থ নষ্ট করো ।

বাচ্চাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে । এখন দশহরা আসছে, এর উপর বোঝানো উচিত যে, রাবণকে কেন জ্বালানো হয় ? রাবণের রাজ্য কবে থেকে কতদিন চলেছে ? এরপর বিষ্ণুর রাজ্য কতো সময় চলে ? সে হলো ব্রহ্মার দিন আর এ হলো ব্রহ্মার রাত । গভর্নমেন্টকেও গিয়ে বোঝানো উচিত । বরাবর এখন হলো রাবণ রাজ্য । সে হলো বিষ্ণু সম্প্রদায় অথবা দৈবী সম্প্রদায়, এ হলো আসুরী সম্প্রদায় । বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝানো উচিত । ছবি নিয়ে যাওয়া উচিত । চেষ্টা করা উচিত যে - এমন বাণ মারবে যে নাম উজ্জ্বল হয়ে যায় । বেনারসে সরস্বতী ইত্যাদির অনেক টাইটেল পাওয়া যায় । এখন সরস্বতী তো হলো জগত অম্বা । ভারতবাসী সবাই জগত অম্বাকে মানবেন , যিনি জগতের রচনা করেছেন । তাহলে অবশ্যই পিতাও থাকবে । জগত পিতা ব্রহ্মা আর জগত অম্বা সরস্বতী বলা হয়, তাই না । সরস্বতীও ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । তাহলে ব্রহ্মাকে কে রচনা করেছেন ? গায়ন আছে যে, শিব পরমাত্মায়ে নমঃ, তারা হয়ে গেলো দেবতায় নমঃ, তাহলে দেবতাদের রচয়িতা শিব পরমাত্মা হয়ে গেলেন, তাহলে তাঁর থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া গিয়েছিল ! তাই বাচ্চারা, তোমাদের তো বোঝাতে বেরোতে হবে । যারা খুব ভালো বুঝদার বাচ্চা, তাদের সেবা করা উচিত । বাবা তো গলি গলিতে যাবেন না । এ হলো বাচ্চাদের কাজ । সেবা না করলে মনে করা হবে যে এরা সেবা পরায়ণ নয় । তাহলে পদও তেমনই পাবে । যদিও সন্তান হয়েছে তবুও সবকিছুই পড়ার উপর নির্ভর করে । যারা বেশী পড়বে, তারাই উঁচু পদ পাবে । শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিতরা মাথা নত করবে । উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত । এ কথা শিববাবা সামনে বসে বোঝাচ্ছেন । বাইরের বাচ্চারাও বুঝবে যে - শিববাবা মধুবন থেকে মুরলী চালান । মুরলী না এলে বাচ্চারা হয়রান হয়ে যায়, তারা ভাবে - শিববাবার মুরলী কেন এলো না ? কেননা শিববাবার মুরলীতেই আমাদের জন্ম হীরের তুল্য হয়ে যাবে । মুরলী তো রোজ শোনা উচিত । সাত দিনের মুরলীও যদি কারোর কাছে যায়, সে বসে পড়ে , তাহলে কতো খুশী হওয়া যায় । অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত । যে কোনো বোবা বা প্রতিবন্ধী মানুষও এই মুরলী পড়তে পারে । জ্বরই হোক বা যে কোনো রোগ, অবশ্যই মুরলী পড়া উচিত ।

তোমরা কেবল বলো - তোমাদের দুজন বাবা, তাই যাদের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে, তারা এই দুটি অক্ষরেই বুঝে যাবে । এই জ্ঞান এমনই সহজ । বাবাকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় । বুদ্ধিতে যতো চক্র ঘোরাবে, ততই চক্রবর্তী হতে পারবে । বাবা বলেন যে -যারা আমার ভক্ত, বা

লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদিকে মানে, তাদের বোঝাও - তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে, ৮৪ চক্র ঘুরেছো, এখন আবার দেবতা হও। এই বাবাও লক্ষ্মী - নারায়ণের ভক্ত ছিলো, তাই না। তোমরা পূজারী থেকে আবার পূজ্য হও। লক্ষ্মী - নারায়ণ তো পূজ্য ছিলেন তাই না। তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে, বলবে - কাল আমরা এঁদের পূজা করতাম আর এখন এমন তৈরী হচ্ছে। বোঝানো তো খুবই সহজ। বাচ্চারা, তোমাদের দয়ালু হতে হবে। যাদের সেবার শখ থাকবে তারা শিক্ষিকা ব্রাহ্মণীদের সাথে ধরে থাকবে। তারা বলবে, আমাদের বসে বোঝাও। তোমরা যখন শিববাবার ভাণ্ডার থেকে খাও, তখন শিববাবার সার্ভিস তো করতেই হবে, তাই না। সবাই শিববাবার ভান্ডারেই দেন। তারা মনে করে, আমরা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই খাই। তাই মন - বচন এবং কর্মে সার্ভিস করতে হবে। এখানে তোমরা কতো মজা পাও। সেই মজা ঘরে হয় না। মনের সেবা করতে হবে, স্মরণও করতে হবে। পবিত্রও হতে হবে। শঙ্খধ্বনিও করতে হবে। কর্মের দ্বারাও এই যজ্ঞের যে কোনো সেবা করতে হবে। শুরুতে মাম্মা - বাবা বাসনও মাজতেন। গোবরের মণ্ডও বানাতেন। দেহভাব দূর করার জন্য এইসব করতেন। এখন দিনে দিনে অনেকের মধ্যেই দেহ - ভাবের বৃদ্ধি হচ্ছে। যজ্ঞ থেকে ভোজন করলে সার্ভিস তো করা উচিত। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে। সর্বব্যাপী বলে দিলে কিভাবে বিকর্মের বিনাশ হবে? সর্বব্যাপী বলে দিলে বুদ্ধির যোগ লাগতে পারে না। তাই এই সেবা সকলকেই করতে হবে। দান দিতে হবে। ওই সেবা না হলে স্কুল সেবা করো। তাও যদি না করতে পারো অর্থের দ্বারা সেবা করো। তাহলে সেও সেবা হয়ে যাবে। বীজ বপন করলে তার ফল বের হয়। এখানে চাল, রুটি দিলে মহল পাওয়া যায়। কাউকেই বলতে হবে না যে বীজ বপন করো। ভাগ্যে না থাকলে কখনোই বুদ্ধিতে আসবে না। বিত্তবান ব্যক্তি হলে তারা পাঁচ লাখ টাকার ইনসিওরেন্স করে। গরীব হলে ৫০০ টাকার ইনসিওরেন্স করবে। এখানে গরীবরা সবথেকে বেশী ইনসিওরেন্স করে। গরীবের একমুঠি চালও বিত্তবানদের অর্থের সমান হয়ে যায়। মাম্মাকে দেখো, কি ইনসিওর করেছেন? তন - মনে দেখো, কতো সেবা করেছেন। যারা অনেক অর্থ দেয়, তারাও এমন পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, যা তিনি পেয়েছিলেন।

তোমরা তো নর থেকে নারায়ণ হবে। এই জ্ঞান হলোই স্বরাজ্য যোগ। প্রত্যেকেরই বুদ্ধি বুঝতে পারে যে, আমরা মাম্মা - বাবাকে অনুসরণ করছি? পুরুষার্থ তো করতে হবে, তাই না। এই জ্ঞান সাগর তো গলি - গলিতে যাবেন না। বাবা তো জনসমক্ষে ভাষণ করতে পারবেন না। বাবা বলেন যে, আমি বাচ্চাদের সামনে ভাষণ করবো। আমি সকলের বাবা। তোমরা হলে মা আর কুমারী। তোমাদের গিয়ে ভাষণ করতে হবে। তোমরা আবার বি.কে। এখন জগদম্বার জন্য কতো বড় মেলা হয়। তিনি কিছু তো সার্ভিস করে গেছেন, তাই না। তোমরা সে কথা বলতে পারো, সেখানে অনেক সার্ভিস করতে পারো। সেবা পরায়ণ বাচ্চারা নিজে থেকেই সেবা করতে থাকবে। যারা নিজে থেকেই করে, তারাই দেবতা ---- সকালে যাও আর রাতে ফিরে এসো। সার্ভিস করার সাহস চাই। অনেক ভালো ভালো বাচ্চা আছে কিন্তু তারা কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ। রুদ্ধ জ্ঞান যজ্ঞে অবলাদের উপর অনেক প্রকারের বিঘ্ন আসে। তোমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখছো। তাই বাবার থেকে যদি আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হয়, তাহলে সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে। তোমরা শ্রীমতে চলো। হ্যাঁ, লৌকিক বাবা - মা থাকলে তাদের সেবাও করতে হবে, সাথে সাথে এই সেবাও করতে হবে। বোম্বেতে অম্বার মন্দিরে অনেকেই যায়, সেখানে গিয়েও তোমরা সার্ভিস করতে পারো। এমন যারা সার্ভিস করবে, তাদের গভর্নমেন্টও শরীর নির্বাহের কারণে অর্থ দেবার জন্য তৈরী থাকবে। যদি কেউ কিছুই না

বোঝে তাহলেও পরিশ্রম করো, কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। সার্জন তো অনেক চাই। তোমরা হলে অন্ধের লার্সি। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সার্ভিস তো অনেক আছে। তোমরা কারোর থেকেই অর্থ নেওয়ার ইচ্ছা রাখবে না। তোমাদের তো দয়ালু হতে হবে। দয়ালু বাবার বাচ্চাও দয়ালু। যারা অনেকের মার্গ দর্শন করবে, তারা পদও উঁচু পাবে। শোনে তো অনেকেই। এখান থেকে গেলেই সব ভুলে যায়। নম্বর অনুসারেই ধারণা হয়, এতে অনেক পরিশ্রম চাই। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য পাওয়া যায়। এ কি কম কথা। গভর্নমেন্ট যেমন বলে, ঘুমিয়ে থাকা খুব খারাপ। বাবাও বলেন নিদ্রাজয়ী হও। রাতেও অর্জন করো।

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে, তাহলে মনে করে যে ড্রামাতে তার এতটাই পার্ট। যারা অনন্য বাচ্চা হয়, তারাই আসে। কেউ তো অনেক চোখের জল বইয়ে দেয়, অনুশোচনা করে যে - আমরা সার্ভিস করি নি, বাবার কথা শুনি নি। এমন বিভিন্ন প্রকারের হয়। বাবা সাক্ষাৎকার করান - তোমাদের কতো বলতাম, সার্ভিস করে নিজের সমান বানাও, তোমরা কিছুই করো নি, আবার কাঁদছো। ধর্মরাজের সামনেও কাঁদতে থাকে, মার খায়। পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বের হয়ে গেছে, এরপর কাঁদলে কি কোনো লাভ হবে?

প্রিতম এখন এসেছেন তাঁর প্রিয়তমাদের নিয়ে যাবার জন্য। তিনি বলেন - তোমরা এসো, আমি তোমাদের বিশ্বের মহারানী বানাবো। যারা পুরুষার্থ করবে, তারাই হতে পারবে। তারাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয়। কেউ তো খুব ঝলমল করে। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। উপরে তোমাদের পরের দিকের রেজাল্টের স্মরণ আছে। এখন তো গ্রহণ লাগবে। চলতে চলতে গ্রহচারী লেগে যায়। তোমরা এই ঝড় থেকে বেরোতে পারো না। গ্রহণ লাগলো আর পড়ে গেলে। অনেকেরই এই গ্রহণ লাগে। এই গ্রহণ মাতা - পিতাকেও ভুলিয়ে দেয়। কেউই তো এখনো পরিপূর্ণ হয় নি। মায়াও চালাকির সঙ্গে লড়াই করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) রমতা যোগী হয়ে সেবা করতে হবে। মন - বচন এবং কর্মে যে কোনো প্রকার সেবায় অবশ্যই ব্যস্ত থাকতে হবে।

২) রাত জেগে কামাই করতে হবে। নিদ্রাজয়ী হতে হবে। যে কোনো পরিস্থিতিতে মুরলী পড়তে হবে।

বরদান : - গুটিয়ে ফেলার শক্তির দ্বারা বাস্ক প্যাটরা গুটিয়ে নিয়ে সময় অনুযায়ী এভাররেডি ভব

এভাররেডি তাকেই বলা হয় যে গুটিয়ে ফেলার শক্তির দ্বারা দেহ, দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, সংস্কার -- সবেল বাস্ক প্যাটরা গুটিয়ে নিয়ে তৈরী থাকে, তাই চিত্রতেও গুটিয়ে ফেলার শক্তিকে বাস্ক প্যাটরা গোটানো দেখানো হয়েছে। এই সঙ্কল্পও যেন না আসে যে, এখন এই করতে হবে, এই হতে হবে, এখন

এই রয়ে গেছে । এক সেকেণ্ডেই তৈরী । সময়ের ডাক আর এভার রেডি । কোনো সম্বন্ধ বা পদার্থও
যেন স্মরণে না আসে ।

স্লোগান : - পরমাত্মার গুণ আর শক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করাই হলো মহান তপস্যা ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছেই আত্মা এবং পরমাত্মার যথাযথ জ্ঞান রয়েছে। তাই তোমাদের হুকুম করে বলা উচিত যে তোমারাই হলে শিবশক্তি সেনা”

প্রশ্ন:- যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছ, সেই সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা?

উত্তর:- নিরন্তর স্মরণে থাকা - এটাই হল সবথেকে উঁচু লক্ষ্য। স্মরণের দ্বারাই কর্মভোগ মিটে যাবে এবং কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যে মাতা-পিতার জন্য অসীম সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে, তাঁকেই বাচ্চারা বলে - বাবা, তোমাকে ভুলে যাই। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকলে বাবাকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

গীত:- কিসনে ইয়হ সব খেল রচায়া..... (এই খেলা কে রচনা করেছেন...?)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা নিজের বাবাকে চেনে - এটা হল ভগবানুবাচ। এই সময়ে বাচ্চারা এসে বাবার দ্বারা আস্তিক হয়েছে। বাবার দ্বারা-ই বাবাকে চিনেছে, তাই আস্তিক বলা হয়। তোমরা জেনেছ যে আমরা হলাম আত্মা এবং উনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। হয়তো কোনও মানুষ নিজেকে আত্মা বলে মনে করে কিন্তু পরমাত্মাকে চেনে না। যখন বাবা স্বয়ং এসে বাচ্চাদের জন্ম দিয়ে তাদেরকে নিজের পরিচয় দেবে, তখনই তারা জানবে। বাবাকেই নিজের পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। তিনি বাচ্চাদের সম্মুখে এসে বলেন - তোমরা হলে আত্মা এবং আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পরমপিতা। তোমরাও এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে যাও। এটা তো খুব কম (সাধারণ) কথা। আত্মাদের পিতা তো অবশ্যই আছেন। গায়নও আছে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে... বাবাকে কেবল বাচ্চারাই জানে। ৫ হাজার বছর পরে বাবা পুনরায় এসেছেন। যখন সকল বাচ্চারা নাস্তিক এবং দুঃখী হয়ে যায়, কেউই আস্তিক থাকে না, তখনই বাবা আসেন। আস্তিক বানানোর পরে নিজে অন্তর্হিত হয়ে যান। তারপর আর কেউ বাবাকে জানতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন এই বিষয়ে পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে নিশ্চিত হয়েছ। হয়তো এখানে সমানেই বসে আছে, জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা, পতিত-পাবন বাবা পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাচ্ছেন কিন্তু তাও সবাই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়নি। এই দুনিয়ায় তো দেবতাদের কেবল মূর্তি রয়েছে, তারা নিজেরা তো নেই। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর যত মানুষ রয়েছে, তারা কেউই আত্মা এবং পরমাত্মাকে জানে না। নিজেকেই পরমাত্মা বলে দেয়। তাই না জানে আত্মাকে আর না জানে পরমাত্মাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এমন একজন মানুষও নেই যে নিজেকে সঠিকভাবে আত্মা এবং পরমাত্মাকে বাবা বলে মনে করে। কিন্তু এখন এই হুকুম কে করবে? শক্তিসেনারাই হুকুম করেছিল। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যতটা শক্তি আসা উচিত, ততটা শক্তি এখনো আসেনি। শিবশক্তি তো খুব বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। জগৎ অস্বাও হলেন শক্তিসেনা। আজকাল বিভিন্ন কনফারেন্সে সকল ধর্মের প্রধান ব্যক্তির আবেদন। তাদেরকেও বোঝাতে হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো দেহী-অভিমানী হতে হবে। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি - এই বিষয়ে যদি নিশ্চিত না হও, যদি কোনো প্রকার সংশয় থাকে, তাহলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে না। ভালো ভালো বাচ্চারাও চলতে চলতে মায়ার তুফান আসার কারণে পড়ে যায়। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন থেকে সংশয়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে যায়। নাহলে বাচ্চারা

কখনো এইরূপ সংশয় প্রকাশ করত না যে ইনি আমাদের বাবা নন। এখানে এটাই হল আশ্চর্যের বিষয়। মুখে বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমাদের অর্থাৎ সকল আত্মাদের পিতা, তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেন। কিন্তু তারপরেও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের অনেক বিকর্ম মাথার ওপর রয়েছে। তোমরা জানো যে মাঝা-বাবা, যাদেরকে ব্রহ্মা-সরস্বতী বলা হয়, তারা নশ্বর ওয়ানে আছেন। ওরাও বলে যে এত যোগ করি, পরিশ্রম করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক জন্মের পাপের বিনাশ হয় না। কোনো না কোনো ভাবে ভুগতে হয়। অন্তিমে এই ভোগ করার হাত থেকে মুক্ত হয়ে কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। পুরুষার্থ করতে হবে। মায়াও কম শক্তিশালী নয়। দুজনেই শক্তিশালী। মায়াবশী রাবণ সকল মানুষকেই পতিত বানিয়ে দিয়েছে। পতিত-পাবনের গায়ন করে, তালি বাজায়। তাহলে নিশ্চয়ই পতিত-পাবন কেউ আছেন। কিন্তু নিজেকে কেউ পতিত বলে মনে করে না। ওদেরকে এটা বোঝানো খুব জরুরি যে এটা হল পতিত দুনিয়া। সত্যযুগকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। পবিত্র দুনিয়াতে এইভাবে পতিত-পাবনকে ডাকবে না। ওখানে তো ভারত খুব সুখী ছিল, একটাই ধর্ম ছিল। এখন তোমরা জেনেছ যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি সকল বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদির রহস্য জানেন। এখন তিনি স্বয়ং পড়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ কেউ এমনও আছে যারা এটাও ভুলে যায় যে আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান। অসীমের পিতা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন - এই নেশার পারদ উর্ধ্বগামী হয় না। এখান থেকে বেরিয়ে ঘরে গেলেই নেশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খুব কমজন আছে যারা যথাযথ ভাবে পুরুষার্থ করে। মায়া খুব শক্তিশালী। দেহ-অভিমান হল নশ্বর ওয়ান। বাবা বুঝিয়েছেন যে নিজেকে দেহী মনে কর। আমরা হলাম আত্মা, এই শরীরের দ্বারা কর্ম করি। কখনোই নিজেকে পরমাত্মা মনে করবে না। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছি। প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু অনেক ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবাকে স্মরণ করে না এবং সত্যিকথাও বলে না। চার্ট লিখে পাঠালেও তাতে ভুল থাকে। ঠিকঠাক চার্ট লেখে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, নিজেকে আত্মা বলে মনে কর। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে এখন বাবার কাছে যাচ্ছি। ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করলে তার নেশা সারাদিন থাকবে। মানুষ টাকা পয়সা উপার্জন করলে তার একটা নেশা থাকে যে আজকে এত টাকা উপার্জন করেছে। এটাও হল একরকম ব্যবসা, তাই কতই না পরিশ্রম করতে হবে। বাবা নিজের অনুভব শোনান, তিনি কত পরিশ্রম করেন। ভোরবেলা উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। এখন আমাদের পার্ট শেষ হয়েছে, আমার এবার ফিরে যাব। এরপর ২১ জন্ম রাজস্ব করতে হবে। বাবা কতই না মিষ্টি, প্রিয় এবং ওয়ান্ডারফুল। এইরকম বাবাকে কোনো মানুষ জানে না। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও উঁচু বানাচ্ছেন, আর বাচ্চারা তারপরে বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে নিজের থেকেও নিচুতে নামিয়েছে। বাবা বলেন- এইজন্য তোমরা খুব দুঃখী হয়ে গেছ। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে ব্রহ্মান্ড এবং বিশ্ব দুইয়ের মালিক বানাই, আর তারপর তোমরা বাচ্চারা আমার মতো বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দাও! এটাও হল ড্রামার খেলা। এখন বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন- এইভাবে বোঝাও।

লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি দেবী-দেবতারা একশো শতাংশ সলভেন্ট (দ্রাবক) বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। কত তফাৎ দেখ- কোথায় ভারত স্বর্গ ছিল আর এখন নরক হয়ে গেছে। এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও সেই শক্তি আর নেই। অনেক দেহ-অভিমান আছে। যে দেহী-অভিমानी হবে, তার তো ধারণা হবে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - এইভাবে হুস্কার কর। আত্মা কি এবং পরমাত্মা কি সেটা কেউই জানে না। তোমরা জানো যে আমি আত্মা বিন্দু এবং আমাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। তিনি হলেন নলেজফুল, পতিত-

পাবন, জন্ম-মরণে আসেন না। আমরা আত্মারা জন্ম-মরণে আসি। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, আমারও পাট রয়েছে, আমি এসে তোমাদের সবাইকে সুখী করে তারপর নির্বাণধামে গিয়ে বসে যাই। মানুষ বৃদ্ধ হলে বানপ্রস্থতে চলে যায়। কিন্তু কোনো অর্থ বোঝে না। বাণপ্রস্থ মানে বাণীর থেকেও ওপরে অবস্থিত স্থান। কিন্তু ওরা তো মোটেই বাণীর থেকে ওপরে গিয়ে বসে না। এখন সকলের বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমরা আত্মারা বাণীর থেকে ওপরে থাকি। কিন্তু সেই স্থানটাকেই জানেনা। তোমাদের মধ্যেও কয়েকজনের বুদ্ধিতেই এইসব কথা আছে। অনেক দেহ-অভিমান আছে। বাবাকে ফলো করে না। মায়াও অনেক শক্তিশালী। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি সম্বন্ধ সেটা কেউই জানে না। পিতার সম্বন্ধকে কেউই জানে না। তোমরাও মুহূর্মুহু ভুলে যাও। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। বাচ্চারা বলে- বাবা, প্রতি মুহূর্তেই তোমাকে ভুলে যাই। আরে, তুমি মাতা-পিতাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও! লক্ষ্য-ই হল নিরন্তর স্মরণ করা। যে মাতা-পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষ্ক, তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও! আশ্চর্য বিষয়। মাতা-পিতা তো একজনই। বাবা বলছেন, আমিই তোমাদের মাতা-পিতা। এইগুলো অতি গুহ্য বিষয়। অনেকে জগৎ অস্বাক্ষরে মাতা মনে করে। কিন্তু না, তিনি তো সাকার রূপধারী। তোমরা মাতা-পিতা রূপে নিরাকারেরই গায়ন কর। আগে এইসব কথা বলা হত না। দিনে দিনে আরও গুহ্য কথা শোনানো হচ্ছে। কোনো বিষয় যদি বোঝাতে না পার, তাহলে বলবে- এটা এখনো বাবা বলেননি, বাবাকে জিজ্ঞেস করব। দিনে দিনে অনেক নতুন নতুন পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে। নলেজ তো অনেক বড়। যে বোঝার সে বুঝবে। অনেকে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়। বাবাকে পত্র লেখে- আমি আর চলতে পারব না, বিরক্ত লাগছে। বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। বিকারের বশীভূত হলে আর পড়াশুনা হয় না। এই পড়াশুনা তো ব্রহ্মচর্যের ধারণার দ্বারাই হবে। ব্রহ্মচর্যের ব্রতকে খন্ডন করলে ধারণা হবে না। অন্যকে বলতেও পারবে না যে কামবিকার হল মহাশত্রু। বুদ্ধির তালা-ই বন্ধ হয়ে যায়। খুবই উঁচু লক্ষ্য।

সন্ন্যাসীরা তো গৃহস্থ ধর্মকে ত্যাগ করে চলে যায়। ওরা হল হঠযোগী সন্ন্যাসী, আর এটা হল রাজযোগ। বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। হঠযোগীরা কখনও রাজযোগ শেখাতে পারবে না। এইসব কথা পুরোপুরি ভাবে বোঝানোর কৌশল রপ্ত হয়নি। ওদের পন্থা হল হঠযোগ সন্ন্যাস। ওরা তো পতিতকে পবিত্র করতে পারবে না। তোমাদের সন্ন্যাস হল অসীমের উপর, আর ওদের সীমিত সন্ন্যাস। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ঘরে ফিরে যাব। এই অসীমের উপর সন্ন্যাস বুদ্ধির দ্বারা করা হয়। ওদের হঠযোগ হল কর্ম সন্ন্যাস। তোমাদের মার্গ হল রাজযোগ, কর্মযোগ - যেটা স্বয়ং ভগবান শিখিয়েছেন। এখন তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে যে ওটা হল হঠযোগ আর এটা হল রাজযোগ। শিবকেও জানে না। আত্মা যেমন বিন্দুরূপ, শিববাবাও সেইরকম বিন্দুরূপ। দুই ভ্রুর মাঝেই বিন্দুর চিহ্ন (ফোঁটা) দেওয়া হয়। অন্য কোথাও দেওয়া হয় না। দুই ভ্রুর মাঝেই দেওয়া হয়। এখানেই আত্মা থাকে। এটা কেউ জানে না। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট নিহিত রয়েছে। এইগুলো কত গভীর কথা। কেউই বুঝতে পারে না। প্রকৃত সত্যটা সবাইকে বোঝাতে হবে। আত্মা যেমন বিন্দু, সেইরকম পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। অন্য কোনো আত্মা এলে সে তো পাশে এসেই বসবে। না কি মাথায় বসবে? ওই শরীরের মধ্যে তো সেই আত্মা নিজেও রয়েছে। বাবা বলছেন- আমিও হলাম বিন্দু, আমাকে পরমপিতা পরম আত্মা বলা হয়। তাঁর অনেক মহিমা। 'শিবায় নমঃ' - এই মহিমা কে করে? আত্মা অর্থাৎ শালিগ্রাম করে। তাহলে তো এরা নিশ্চয়ই আলাদা, তাই না? দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে তাঁর একটাই

নাম - 'শিব'। ব্রহ্মা-বিষ্ণু এবং শঙ্করকে ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়। কিন্তু তাঁকে শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। তাহলে শিব নিশ্চয়ই উঁচু, তাই না? তোমরা এইসব কথা বুঝতে পার। এই সময়েই তোমাদের কাছে এই জ্ঞান আছে। তোমাদের এই জন্ম হল হিরেতুল্য। দেবতারা তো ফল ভোগ করে। যিনি এত প্রাপ্তি দেন, সেই বাবা হলেন ওয়াল্ডারফুল। এইরকম পারলৌকিক পিতাকে কতই না সম্মান করা উচিত। বুদ্ধিযোগ এই ব্রহ্মার সাথে নয়, তাঁর সাথে রাখতে হবে। ওই বাবা এই শরীরের দ্বারা পড়ান, এই শরীরটাকে লোন নিয়েছেন। সমগ্র জগতের কাছে ইনি কত বড় অতিথি। শিববাবা পরমধাম থেকে আসেন। ইনি ভারতের কত বড় অতিথি। কোথা থেকে এসেছেন? দুনিয়াতে মন্ত্রীদেব কত সম্মান করা হয়। অথচ গুপ্ত বেশে কত বড় অতিথি এসেছেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভোরবেলা উঠে স্মরণের দ্বারা উপার্জন করতে হবে। নিজের সাথে কথা বলতে হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

২) রাজযোগ এবং কর্মযোগ শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে। কখনো বিরক্ত হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বাবাকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে।

বরদান : - মহাবীর হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করাতে সক্ষম বাহনে আসীন এবং অলঙ্কারধারী হও

মহাবীর মানে অস্ত্রধারী। শক্তিসেনাকে এবং পাণ্ডবদেরকে সর্বদা বাহনের ওপরে দেখানো হয় এবং তাদের সাথে অস্ত্রও দেখানো হয়। অস্ত্র মানে অলঙ্কার। বাহন হল শ্রেষ্ঠ স্থিতি এবং অলঙ্কার হল সর্বশক্তি। যে এইরকম বাহনে আসীন এবং অলঙ্কারধারী, সে-ই সাক্ষাৎকারের প্রতিমূর্তি হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করাতে পারবে। এটাই হল মহাবীর বাচ্চাদের কর্তব্য। তাকেই মহাবীর বলা যাবে যে নিজের উড়ন্ত অবস্থা দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে অতিক্রম করতে পারে।

স্লোগান : - একরস পুরুষার্থ দ্বারা উঁচু স্থিতি বানিয়ে নিলে হিমালয়ের মতো কঠিন পরীক্ষাও তুলোর মতো হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমার দরজায় যেই আসুক, তাকে কিছু না কিছু জ্ঞান-ধনের দান অবশ্যই করবে। আগে ফর্ম ভরিয়ে নিয়ে তারপর দুই-বাবার পরিচয় দেবে"

প্রশ্ন : - জাদুকর বাবার জাদুগরী কি?

উত্তর :- জাদুকর বাবার জাদুগরী দেখো, সর্বোচ্চ বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন - "আমার আসা তোমাদের সেবা করতেই, এমন কি সম্পর্কে তোমার বাচ্চাও হই, যখন তোমরা আমার প্রতি সমর্পিত হও। তখন আগামী ২১-জন্মের জন্য আমিও তোমাদের প্রতি সমর্পিত হয়ে যাই। কি আশ্চর্যের -তাই না? বাবা কত আদরের সাথে পাঠ পড়ান ও তোমাদের সব মনোকামনাও পূর্ণ করেন। এর জন্য কোনও কিছুই নেন না। এমনই বুঝদার বিনোদনকারী

গীত :- যে পিয়ার সাথে আছে, তার জন্যই বরিশণ আছে...

ওঁ শান্তি! পিয়া আর বর্ষা। যে প্রমিকের সঙ্গ দেয়, অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা তারই জন্য। কিন্তু কি প্রকারের? -অর্থাৎ যাকে 'জ্ঞানের-বর্ষা' বলা হয়। কে করান এই জ্ঞানের বর্ষা? -জ্ঞানের সাগর। কিন্তু গায়ক বা রচনাকার এর প্রকৃত অর্থই জানে না। তাই তোমরাই সেই লাকী-স্টার (অতি ভাগ্যবান)। যেহেতু তোমরা জ্ঞান সাগরের সন্তান, তাই তোমাদের জ্ঞান সিতারা (স্টার) বলা হয়! সরাসরি বাবার থেকেই সে জ্ঞান পাচ্ছো তোমরা। জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। যেখানে কিছু না কিছু প্রাপ্তির দিশা বোঝা যায়। বাচ্চারা- "তোমরা তো জানো, অসীম বেহদের এই বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা নিতেই হবে। ইনি যে বেহদের বাবা অর্থাৎ পারলৌকিক পিতা। কোনও আগ্রহী নতুন কেউ তোমাদের কাছে এলে, সে ফর্মে বিবরণ লিখতে ভয় পায়। তাদেরকে বোঝানো উচিত, যেহেতু তারা এখানে এসেছে, কিছু মতামত তো জানানো উচিত। যদি খুব গরীবও কেউ আসে, কিন্তু তোমরা তো যোগ্যতাসম্পন্ন। ক্রমিক অনুসারে কেউ পুরোই পাশ আবার কেউ বা কম। কিন্তু তোমাদের মধ্যে তো সেই উদ্যম-উৎসাহ আছে, তোমরা যে জ্ঞান-রত্নে ধনী। জ্ঞান সাগর তো আর কোনও অট্টালিকায় থাকে না, কুঁড়েঘরে থাকেন তিনি। কুঁড়েঘরই পছন্দ তার। যদি কেউ ফর্মে বিবরণ লিখতে না চায়, তখন বলবে, আচ্ছা তোমার নামটা অন্ততঃ লেখ। আমি দিদিকে তো দেখাতে পারবো অমুক এসেছিল এখানে। কিছু জানতেই তো এসেছো এখানে। নিজের নাম লিখে তোমার লৌকিক পিতার নামও লেখ। এরপরেই তাকে বোঝানোর পালা- তারপর ব্যাখ্যা করবে দুই বাবার বিষয়টা। একজন লৌকিক অর্থাৎ জাগতিক পিতা, আর একজন পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মা। নামেতেই যখন 'পিতা' শব্দটি আছে, ওনার নামও তো লিখবে। ওনাকে যেখানে পরমপিতা বলা হয়, তবে তো উনি সবারই পিতা। প্রত্যেকেরই যেমন লৌকিক পিতা থাকে, তেমনি আবার পারলৌকিক পিতাও থাকে। ভক্তি-মার্গেও এমনি দুই পিতা। কেবল সত্যযুগ আর ত্রেতাতে একমাত্র লৌকিক পিতা। তাই তখন পারলৌকিক পিতার নাম নেওয়া হয় না। এই বিষয়টা বুঝিয়ে তারপর অন্য কিছু বোঝানো। এসব বোঝানো কতই সহজ। যাকে 'গড় ফাদার' বলা হয়, তিনি পরলোক-বাসী। একথা যেন সর্বদাই বুদ্ধিতে থাকে, সত্যযুগ আর ত্রেতাতে পারলৌকিক পিতাকে কেউ স্মরণ করে না। আর বর্তমান (সঙ্গম) সময়ে সবাই ওনাকেই স্মরণ করে। এবার তাদেরকে বলতে হবে, তোমরা যেমন তোমাদের লৌকিক পিতার নাম লিখেছো, তেমনি এবার পারলৌকিক পিতারও

নাম লেখ। সব জীবাত্মাই সেই এক পারলৌকিক পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। উনি এক ও একমাত্র (অদ্বিতীয়)। আত্মা যেমন নিরাকার, আত্মার পিতা পরমাত্মাও নিরাকার। ওনার কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর নেই। তাই ওঁনাকে সর্বব্যাপী বলা চলে না। যেমন লৌকিক পিতার ক্ষেত্রেও সর্বব্যাপী বলা যায় না। সর্বব্যাপী বললে কি আর পিতার থেকে ওয়ারিশনের আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যাবে? মোটেই না। তেমনি পারলৌকিক বাবার ক্ষেত্রেও সর্বব্যাপী বললে ওনার থেকেও অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পাওয়া যায় না। সবাই যে এত করে পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে, নিশ্চয় ওনার থেকে সেই ধরণের আশীর্বাদ পায় বলেই। রচয়িতার আশীর্বাদ তো অবশ্যই থাকবে রচনার জন্য। এই ধরণের নতুন নতুন তথ্য বোঝাতে পারলে মুহূর্তেই তা বুঝতে পারবে। একথাও জানবে, তোমরা যে আশীর্বাদ প্রাপ্তির কথা জানাচ্ছো-তা তোমাদের অনুভবের ভিত্তিতেই। পারলৌকিক বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তোমরা তো জানো, যে ভারত একদা জীবনমুক্ত ছিলো, সেই ভারতই এখন জীবনবন্ধো। আর এই দুঃখ মোচন করতে পারেন একমাত্র এই বাবা।"

ত্রিমূর্তিসহ লক্ষ্মী-নারায়ণের এই চিত্র খুবই সুন্দর। যা তোমাদের সবার কাছেই থাকা উচিত। এই চিত্রের সাহায্যে বোঝাও (প্রতি কল্পের) শুরুতেই লক্ষ্মী-নারায়ণই ভারতের আদি সনাতন দেব-দেবী হন, অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক। একমাত্র স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা পারলৌকিক বাবা-ই ওনাদের সেই আশীর্বাদী বর্সা দিতে পারেন। কেউ যদি ফর্মে কিছু নাও লিখে দেয়, কিন্তু এই কথাটা তো অনায়াসেই লিখতে পারে- তোমাদের দুই প্রকারের বাবা, সেই সূত্রে উভয়ের থেকেই উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের কোনও জীবন কাহিনী জানা যায় না। কৃষ্ণের বিষয়ে বলা হয়, তাকে ডালায় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এমন সব ঘটনার বিবরণ! আচ্ছা, লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজ্য-ভাগ্য কার কাছ থেকে পেয়েছিল? যা আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এদের প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ। স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা তাদের কে দিয়েছিল? সেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখন এখানে তোমাদের সামনেই বসে আছেন, যিনি আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে, সামনের চিত্রে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এরপর আসবে কল্প-বৃক্ষের বিষয়ে। যেখানে দেখা যাচ্ছে তারা রাজযোগের তপস্যা করছে। এই তপস্যার দ্বারাই তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। এভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের উদাহরণ দিয়ে ভক্তদের বোঝানো খুবই সহজ। বাইরের কেউ তোমাদের কাছে এলেই তাদেরকে কিছু না কিছু অবশ্যই শেনাবে। তোমাদের দ্বারাই বেশ্যা, ভীল-রমণী, আদিবাসী ইত্যাদিরা উদ্ধার হবে। যদিও বর্তমানে তোমরা ততটা শক্তিশালী হতে পারোনি এখনও। তাই বাবা মাতাদের বোঝাতে থাকেন, তারা যেন তাদের পতির কানে রোজই ভ্রমরের মতো ভুঁ-ভুঁ করে স্তন শোনাতে থাকে। স্ত্রী তার পতিকে এভাবেও বোঝাতে পারে-"তুমি তোমার লৌকিক পিতার নাম বল? আচ্ছা এবার তোমার পারলৌকিক পিতার নাম বল? যাকে তুমি প্রতি মুহূর্তেই, জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে আসছো। ওনার থেকে নিশ্চয় বিশেষ কিছু না কিছু পেয়ে থাকবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যায় না।

বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের কতই না সেবা করেন। তোমাদের বলতেও হয় না, পড়াতে শুরু করেন। উনি বলেন- "এসো বাচ্চারা, তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যে নিয়ে যাই।" সব মনোকামনাই পূর্ণ করেন তিনি। এখানে চিত্রে আছে নর থেকে হয় নারায়ণ, অথচ পূজা কিন্তু লক্ষ্মীরই হয়। যেহেতু ভক্তি-মার্গের ধারণা লক্ষ্মী-দেবী সম্পত্তি দেন। লক্ষ্মী-দেবী (স্ত্রী) ধন আনবেন কোথেকে? নিশ্চয় ওনার পতির থেকেই নিতে হবে। অস্ত্রাণী পূজারীরা এসবের কিছুই জানে না। এসব যুক্তি

তোমাদেরকেই বোঝাতে হবে। পূর্বে তোমরাও তা জানতে না, এখন তা বুঝতে পারছো। এ বিষয়ে পূর্বে একবারেই অস্ত্র ছিলে, এখন তা খুব ভালমতনই জানতে পারছো। কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর প্রভাতে কৃষ্ণকে দুধ পান করানো হয়, তারপর দোলনায় দোল-থাওয়ানো হয়, তারপর সেদিন রাতেই লুচি-পায়েস ইত্যাদি খাওয়ানো হয়। এই একদিনের মধ্যেই কি সে এত বড় হয়ে গেল যে সে লুচি পায়েস খাবারও উপযুক্ত হয়ে গেল ? এসব রীতি-নীতি অনেক বোঝার ব্যাপার আছে। তোমরা জানো এই রাধা-কৃষ্ণই পরবর্তীতে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। শিববাবার দক্ষিণে তাদের সেই পদ প্রাপ্তি হয়। শিবকে কখনও লুচি-পায়েস ইত্যাদির ভোগ দেয় না ভক্তরা। শিব-লিঙ্গের মাথায় দুধ ঢালে মাত্র। অথচ, শিববাবা তো নিরাকার। যার কোনও নাম-রূপ কিছুই নেই। তবে তার উপর দুধ ইত্যাদি ঢালার মানেটাই বা কি? শিব তো কিছুই খায় না, যেহেতু শিব নিরাকার। শ্রীকৃষ্ণের মুখ আছে, তাই তাকে রুটির ভোগ দেওয়া হয় খাবার জন্য। এদিকে আবার শংকরকেও ভোগ দেওয়া হয়, কিন্তু শিবকে নয়। যেহেতু শংকরের (সূক্ষ্ম) আকার রূপ আছে। শিব আর শংকর দুজনেই এক- এমনটা মোটেই নয়। এইভাবে বাবা তোমাদের কতই না জ্ঞান দান করেন। সত্যি, কত গুপ্ত রহস্য এসব।

বাচ্চারা, তোমরা সবাই শিববাবার গোপিকা। শিববাবাকেও বালক বলা হয়। তাই শিববাবা তোমাদের কাছে জানতে চায়, ওনাকে বালক কেন বলা তোমরা? উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্ষা তো বালকদেরই দেওয়া হয়। আগে তোমরা ওনার প্রতি সমর্পিত হলে তারপর উনিও তোমাদের প্রতি সমর্পিত হন। একথাও সত্য যে, পিতা নিজেই তার সন্তানের কাছে সমর্পিত হয়। তবুও বাবা বলছেন- আগে তোমরা সমর্পিত হও, তারপর উনি সমর্পিত হবেন। সমর্পিত হওয়া অর্থাৎ বাবাকে নিজের বাচ্চা বানিয়ে নেওয়া, লালন-পালন করা। খুবই সুন্দর কথা! যদিও মাতারাই তা করে, কিন্তু পুরুষেরাই বালকরূপী শিবকে নিজের উত্তরাধিকার বানায়। শিববাবাকে আবার জাদুকরও বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ কিন্তু জাদুকর নয়। এসব খুব গুপ্ত রহস্য। বহুজনের মধ্যে দু-একজনই বুঝতে পারে তা। যা দৃশ্যতঃ বলা যায় না। যেহেতু বাবা তোমাদের সেই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তাই তোমরা তার অনুভবী। মাম্মার এমন কোনও সাক্ষাৎকার হয়নি, তবুও মাম্মা সবার থেকে এগিয়ে। সবারই তো আর সাক্ষাৎকার হয় না। পূর্বে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হতো, কিন্তু আজকাল আর হয় না। সাক্ষাৎকারের সাথে জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। এই মিষ্টি জ্ঞান তো ধারণ করা আর ধারণ করানোর ব্যাপার। বাবা যেমন মজার তেমনি সুন্দর জাদুকরও বটে। জাদুকরেরা খুব চালাকও হয়। যেমন খোসা থেকে কমলা-লেবু বের করে দেখাতে পারে। আজকাল তো মাথা কেটে তা আবার জোড়া লগিয়েও দেখায়। পূর্বেও এমন কত জাদু দেখানো হতো।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে জেনেছো, বুঝেছো - তাই ওঁনার এত গুণের মহিমা করতে থাকো- "বাবা, তোমার লীলা অপরম-অপার, তোমার গতি ও মত সবার থেকেই আলাদা।" বাবা-ও তেমনি তোমাদের ওনার শ্রেষ্ঠ শ্রীমতের দ্বারা দৈবী-গুণের দেবতা বানাচ্ছেন। শ্রী শ্রী বলা হয় একমাত্র নিরাকার শিববাবাকে। আচ্ছা, লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছে? যিনি তাদের এমন শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন, তিনি নিশ্চয় তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম হবেন। অর্থাৎ এই শিববাবাই। তোমরাও সেই বাবার থেকেই এই শিক্ষা পাচ্ছো, সাধারণ মানুষদের কিভাবে দৈবী-গুণধারী বানিয়ে দেবতায় পরিণত করা যায়। তোমরা অর্থাৎ সীতা-রা সবাই রাবণের কয়েদে শোক-বাটিকায় থেকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছো। রাম-রাজ্যে কখনও কারও শোক ও দুঃখ-কষ্ট হয় না। অতএব যার থেকে এত মহার্ঘ্য আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়, তাকে তো স্মরণ করতেই হয়। লোকে একথাও মানে যে

তারা আত্মা। এইবার তাদের কাছে জানতে চাও, লৌকিক পিতার নাম কি? পারলৌকিক পিতার নাম কি? এবার কিন্তু তারা বলবে না পিতা সর্বব্যাপী। বাবা অর্থাৎ বাচ্চারা তার ওয়ারিশনের অধিকারী। তোমরা সেই অসীম-বেহদের বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। কিন্তু রাবণ তা ছিনিয়ে নিয়েছে তোমাদের কাছ থেকে। তাই তো বলা হয়, যে মায়াজীত সে জগতজীত। অতএব এই মায়াকেই জীততে হবে তোমাদের। মন তো তুফানী ঘোড়ার মতন। সে বার-বার চেষ্টা করবে তোমাদের আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে। কিন্তু বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন, ফলে তোমরা তা বুঝতে পারো, কি সঠিক আর কি ভুল। অন্যদেরও তোমরা তা বোঝাতে পারো। দুনিয়া এখন পরিবর্তন হচ্ছে। মহাভারতের মতন ভীষণ লড়াই শুরু হতে চলেছে। তাতে এই দুনিয়ার সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। যাদবেরা মুসল (মিসাইল) -যুদ্ধে নিজেরাই নিজেদেরকে বিনাশ করে নির্বংশ হবে। পাণ্ডবেরা অর্থাৎ বি.কে.-রা জয়ী হবে। অথচ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে কেবল ৫-পাণ্ডবই বেঁচে থাকবে, তাও আবার পাহাড়ে গিয়ে পচে-গলে মরবে। কিন্তু অস্ত্রিমে কি হয়েছিল তাদের? এমন কিছুই হয়নি। তারা যে রাজযোগ শিখেছে, তাদের মধ্য কিছু না কিছু তো বেঁচে থাকবেই। প্রলয়ের যে কাহিনি শোনানো হয়, এমন কিছুই হয় না কিন্তু। এসব তো তোমরা ভালভাবেই তা জেনেছো।

অষ্টানী শাস্ত্রকারদের লিখিত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কৃষ্ণ অশ্বথ পাতায় শুয়ে সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো আসে গর্ভমহল থেকে বের হয়ে। গর্ভজেল হলো দুঃখ-কষ্টের। আর গর্ভমহল হলো সাগরের মতন। যেখানে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য থাকা যায়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা এই গীতার জ্ঞান, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি শুনে আসছো, ভক্তি-মার্গে থেকে কতই না ধাক্কা-হেঁচোট খেয়ে আসছো - কিন্তু এখন বাবা তোমাদের মুহূর্তেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন। এটাই তোমাদের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্য কিসের ভিত্তিতে? সেই লক্ষ্য হলো অবিনাশী ড্রামার। যার চিত্রপট অনেক পূর্বেই রচিত হয়ে আছে। লোকেরা তাকেই লক্ষ্য বলে।যেহেতু তারা এসবের কিছুই বুঝতে পারে না। তাই যখনই কেউ আসবে, প্রথমেই তাকে বোঝাবে তার দুই পিতা। পারলৌকিক পিতাই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। উনিই তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের উত্তরাধিকারের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়েছিলেন। যা এখন থেকে ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে, এখানেই সেই স্বর্গ-রাজ্য ছিল। বর্তমানে যা নরকে পরিণত। আবারও তোমরা সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারো। আমরা বি.কে.-রা সেই অসীম-বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সা নিচ্ছি। এই ভারত ভূখণ্ডই সেই ভগবানের জন্মভূমি। যেমন ইব্রাহিম, বুদ্ধ ওদের নিজ-নিজ জন্মভূমি আছে। বাচ্চারা-তোমরা তো জানো, বাবা এসেছেন এবং অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্সাও দিচ্ছেন তোমাদের। তোমাদেরও দয়াশীল হতে হবে। এসব বোঝানো খুবই সহজ। পারলৌকিক বাবার পরিচয় জানাতে হবে। কল্পে মাত্র একবারই আসেন উনি। ওঁনাকে স্মরণ করেই ওঁনার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হচ্ছি আমরা। যা খুবই সহজ ব্যাপার। এগুলি খুব ভালভাবে ধারণ করে অন্যদেরও তা বোঝাও। জ্ঞান দান করো। একমাত্র এই পারলৌকিক বাবা-ই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিয়ে থাকেন। লক্ষ্মী-নারায়ণকেও ইনি-ই তা দিয়েছিলেন। এই সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের পিতা কে? তোমাদের জানাই- স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন যে বাবা, তিনি-ই এখন আবারও তাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিচ্ছেন। এর চাইতে বড় আশীর্বাদী-বর্সা আর কি বা দেবেন? আচ্ছা!

মিষ্ট-মিষ্টি হারানিধি লাক্ষী জ্ঞান-তারাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ঠিক আর ভুলকে বুঝে নিয়ে বুদ্ধি বলের দ্বারা মন রূপী তুফানী ঘোড়াকে বশে এনে মায়াজীত, জগতজীত হতে হবে। পরাজিত যেন হয়ো না।

২) শিবকে বালক বানিয়ে তাকে লালন-পালন করতে হবে অর্থাৎ প্রথমে ওঁনাকেই তোমার ওয়ারিশান বানাতে হবে। ওঁনার কাছে নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে।

বরদান : - "ছাড়লেই তো মুক্ত হবে" এই পাঠে নম্বর ওয়ান হয়ে উড়ন্ত পক্ষী হও

বিস্তার :- উড়ন্ত পক্ষী হওয়ার জন্য এই পাঠকে পাকা করো যে, "ছাড়লেই তো মুক্ত হবে।" কোনও ডালকেই নিজের বুদ্ধি রূপী পায়ের দ্বারা আঁকড়ে বসে থাকবে না। এই পাঠেই ব্রহ্মাবাবা নম্বর ওয়ান হতে পেরেছেন। তিনি একথা কখনও ভাবেননি যে, সাথী ওনাকে ছাড়লে তবেই উনি মুক্ত হবেন, কিম্বা আত্মীয়-স্বজন ওনাকে ছাড়লে তবেই উনি মুক্ত হবেন অথবা বিঘ্নকারীরা বিঘ্ন করা ছেড়ে দিলে তবেই উনি বিঘ্ন-মুক্ত হতে পারবেন - নিজে সদা প্র্যাকটিকেলী এই পাঠ পড়েছেন যে, নিজে মুক্ত হতে চাইলে তবেই মুক্ত হওয়া যায়। তেমনি নম্বর ওয়ানে আসার জন্য এমনই ফলো-ফাদার হতে হবে।

স্লোগান :- যার সংকল্পে একমাত্র বাবা, তার মন সদা শক্তিশালী হয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের এক ফোঁটা হল নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এই এক ফোঁটাতেই মুক্তি - জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে"

প্রশ্ন : - কোন পুরুষার্থের মধ্যে নিজের এবং অন্যদের উন্নতি ও লীন হয়ে আছে ?

উত্তর : - ১ -- স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, এর মধ্যেই নিজের এবং অন্যদের উন্নতিও লুকিয়ে আছে । তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণে বসো ঠিক যেন অন্যদেরও শান্তি প্রদান করো । ২ -- নিজদের মধ্যে দেহ-অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ ছেড়ে রূহানী বার্তালাপ করলে উন্নতি হতে থাকবে । তোমাদের মধ্য দিয়েই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাবে সবাইকে শান্তি আর সুখের পথ প্রদর্শন করাবে, ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে ।

গীত : - তুমি প্রেমের সাগর আমরা তারই পিয়াসী

ওম্ শান্তি । মানুষ ভক্তি মার্গে এই গান গেয়ে এসেছে । তাঁর মহিমা করে এসেছে । মহিমা করেছে পরমপিতা পরমাত্মার । ভক্তি মার্গে অনেক প্রকারের প্রশস্তিও আছে, উৎসবও পালন করে, তারও প্রশস্তি আছে । কোনও মানুষ, সাধু-সন্ত ইত্যাদির মহিমা হতে পারে না । গীতও গায় - তিনি জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞানের এক ফোঁটাও যদি আমরা প্রাপ্ত করি তবে আমরা চলে যাব । কোথায় যাবে ? মুক্তি বা জীবনমুক্তি ধামে । মহিমা হতেই থাকে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা কেউ জানেনা । তোমরা নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জান । দুই জন পিতার ত্যাগপর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে দেওয়া হয়েছে -- এক হলেন লৌকিক পিতা, তার কথা স্মরণে এলেই শরীর ধারনকারী পিতার কথাই মনে আসে । আত্মা শরীর প্রদানকারী পিতাকে মনে রাখে কিন্তু রূহানী পিতাকে ভুলে যায় । এটাই হলো ভুল । আসলে তারা ভুলে যায় নি কিন্তু ভুল এটাই যে তারা বলে আত্মাই পরমাত্মা । এও বলে আমি জীব আত্মা । আমার আত্মাকে বিরক্ত কোরনা । বিরক্ত আত্মাই তো হয় তাই না! আত্মা গর্ভজলে সাজা ভোগ করলে তার শরীর দ্বারাও সেই দুঃখ অনুভূত হয় । সাক্ষাত্কারও স্থূল রূপে হবে, যখন আত্মা অনুভব করবে শরীর দ্বারা আমি দুঃখ পাচ্ছি । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে সর্ব প্রথম প্র্যাকটিস কর আমি আত্মা । দেহ - অভিমান থাকলেই সম্বন্ধ স্মরণে আসবে -- ইনি কাকা, মামা ইত্যাদি । শরীর নেই যখন কোনও সম্বন্ধও নেই । এটাই আত্মার জ্ঞান । কাউকে মহান পরমাত্মা খোড়াই বলা যেতে পারে। কেউ শরীর ত্যাগ করে চলে গেলে তার আত্মাকে ডাকা হয় । কোনও অবস্থাতেই তাঁকে পরমাত্মা বলা যায় না । না, পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসেন না। তিনি তো জন্ম-মৃত্যুর উর্দে । আত্মা তো পুনর্জন্ম নিতেই থাকে । এটাও এখন বুঝে গেছ যে সর্ব প্রথম আত্মা হচ্ছে দেবী-দেবতাদের, ৮৪ জন্ম ভারতের জন্যই গায়ন আছে । এখন বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর সম্মুখেই বসে আছেন । পতিত -পাবনকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । বাবাকেই বলা হয় জ্ঞানেশ্বর । ঈশ্বরের মধ্যে সৃষ্টি চক্রের আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান আছে। ঈশ্বর এসেই সৃষ্টি রচনা করেন, কারণ তাঁর মধ্যে রচনার জ্ঞান আছে । রচয়িতা বলা হয় যখন নিশ্চয়ই সৃষ্টি রচনা করেছিলেন, তবেই তো বলা হয় । রচয়িতা বাবাকে বলা হয় । বোন-ভাইকে রচয়িতা বলা হয়না । রচয়িতা সবসময় বাবাকেই বলা হয়ে থাকে । বাচ্চারা জানে আমাদের সামনে এখন বাবা বসে আছেন । হতে পারে কেউ বিলেতে বসে আছে, বলবে বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, কিন্তু

স্মরণ তো করবেই, তাই না ! তোমাদেরও স্মরণ করতে হবে, কিন্তু লৌকিক সম্বন্ধদের সংস্পর্শে এসে পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যায় তাই বাবা বলেন উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাকটিস কর । আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা চলি । আত্মার জ্ঞান তো তোমাদের আছে । এটাও জান আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল । এমনটা বলা হয়না যে পরমাত্মারা আর পরমাত্মা বহুকাল বিচ্ছিন্ন ছিল আত্মা আর পরমাত্মা এই বলা হয় ।

এখন বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছে। ওরা বলে, তোমার এক বিন্দু অনেক । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন আমরা আত্মাদের পিতা। ব্যস, একেই বলে জ্ঞান । এমন কথা বলার সাহস আর কারও হবে না যে, তোমরা সব আত্মাদের পিতা আমি, যাকে জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন বলা হয় । একথা বলতে আর কেউ আসবে না। বাবাই বলতে পারেন আমি তোমাদের পিতা । প্রকৃতপক্ষেই মহাভারত লড়াই সামনে অপেক্ষা করছে । যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে। সবকিছুই নির্ভর করছে তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করছ তার উপর। কারও পক্ষে ছবি দেখে বোঝা মুশকিল যতক্ষণ না টিচার বুঝিয়ে দিচ্ছেন । স্কুলেও তো টিচারই বুঝিয়ে দেন -- এটা ইন্ডিয়া, ওটা লন্ডন । বুঝিয়ে না দিলে বুদ্ধিতে ধারণা হবে না । যদি ম্যাপে শুধু নাম থাকে তবে নামটাই জানবে । কিন্তু কোথায় আছে, কে সেখানে রাজ্য করছে কিছুই জানতে পারবে না । এখানেও প্রতিটি জিনিস বোঝানোর আছে । আজকাল তো চমকপ্রদ কিছু প্রদর্শনী হবে তবেই মানুষ আসবে । এখন এখানে যারা আসবে তাদের ভালো করে বোঝাতে হবে । বাচ্চারাই বোঝাবে ইনি জগত অস্বা, সবার মনোকামনা পূর্ণ করেন। ঝাড়ের নীচে দেখানো হয়েছে -- কামধেনু বসে আছে । সেইজন্য সাক্ষাত করতেও আসবে । জগত পিতা আছে যখন নিশ্চয়ই জগতের মা -ও থাকবে , কিন্তু জগত অস্বা একজনকেই বলা হয় কেননা কলস মাতাদেরই অর্পণ করা হয়েছে । প্রধান হলেন জগদম্বা এবং সাথে তাঁর সেনাও আছে । তোমরা বাচ্চারা এগজিভিশন করছ যখন ওখানে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বাচ্চা প্রয়োজন । বাবা বুঝিয়ে বলেছেন প্রধান বিষয়ই হলো বাবার পরিচয় দেওয়া । সর্বপ্রথম ওদের বোঝাও যে বাবা হলেন দু'জন । একজন তোমাদের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। লৌকিক পিতার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে হদের বর্ষা গ্রহণ করেছ, এখন বেহদের বর্ষা গ্রহণ কর।

অনেক সময় চলে গেছে অল্প বাকি আছে । বিকর্মের বোঝা মাথায় সঞ্চিত হয়ে আছে । যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হতে পারে । এ কোনও মাইর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয় । এখনও পর্যন্ত কিছু না কিছু হিসেব-নিকেশ বাকি আছে তবেই তো এখনও ভুগতে হচ্ছে । কত পরিশ্রম করতে হবে। যদি দেহী -অভিমानी হতে পার তবে অনেক বিকর্ম বিনাশ করতে পারবে । মুশকিল তাই না ! এটাই তোমরা ঢাক -ঢোল পিটিয়ে প্রচার কর যাতে পরে কেউ দোষারোপ করতে না পারে । তোমরা বলতে পারবে আমরা তো ঢাক-ঢোল বাজিয়েছি, সংবাদপত্রেও প্রচার করেছি । যতটা সম্ভব সবার নিমন্ত্রণ পাওয়া উচিত । বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী বর্ষা প্রাপ্তি করার জন্য পুরুষার্থ কর । অনেক নিমন্ত্রণ পত্র বিলি কর । সবচেয়ে ভালো সার্ভিস দিল্লিতেই হতে পারে । দিল্লি হলো সারা ভারতের রাজধানী । ওখানে সব সংবাদপত্রের এজেন্টরা থাকে । সংবাদপত্র দ্বারাও প্রচার করতে হবে । লৌকিক বাবার কাছ থেকে জন্ম - জন্মান্তর ধরে বর্ষা নিয়ে এসেছ, এখন আবার পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে বর্ষা গ্রহণ কর । ওদের বল যে বৈকুণ্ঠকে তোমরা স্মরণ কর সেখানে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি করার জন্য বাবার কাছ থেকে বর্ষা প্রাপ্তি কর । প্রতিটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার কর -- শিববাবার বার্ষিক প্লেস হলো

ভারত । সবাইকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র বাবা। সুতরাং সবচেয়ে বড়ো তীর্থ পরমপিতা পরমাত্মা পতিত - পাবনের হলো না ! কিন্তু এটা কেউ জানেনা । ক্রাইস্ট, ইব্রাহিম, বুদ্ধ প্রত্যেকেই পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অস্তিম জন্মে আছে । খ্রিস্চিয়ান মানুষ নিজেরাই বলে ক্রাইস্ট এখানেই অন্য রূপে আছে । খ্রিস্চিয়ানরাও ঝাড়কে (সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষ) মানে। নয়তো এত আত্মা কোথা থেকে আসে । নিশ্চয়ই সেকশন আছে যেখান থেকে আসে । হিন্দুর পুনরাবুত্তি অবশ্যই হবে। এই ঝাড় বড়ো সুন্দর কিন্তু এর মূল্য বাস্তুদের কাছে নশ্বর অনুসারে আছে ।

বাস্তুরা অন্যদের বোঝানোর জন্য প্রদর্শনী ইত্যাদি করে থাকে । এখানে কোনও আর্টের শো করা উচিত নয় । আর্ট গ্যালারিতে তো ব্যর্থ চিত্র প্রদর্শিত হয় । মনে করে এটাই আর্ট । দেবতাদের পাতলা কোমর ইত্যাদি কেমন কেমন সব চিত্র তৈরি করে। ওখানে (সত্য যুগ) তো দেবতাদের ন্যাচারাল সৌন্দর্য থাকে। এই সময় তো ৫ তত্বই তমোপ্রধান । সত্য যুগে ৫ তত্বই সতোপ্রধান থাকে । কৃষ্ণ ফর্সা আবার শ্যাম বলে গায়ন আছে । ওখানে শরীরের জন্য কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না । এখানে দেখ কত যত্ন নিতে হয় । ওখানে বৃদ্ধ বয়সেও দাঁত ইত্যাদি সব মজবুত থাকে । যখন দাঁত ভেঙে যায় তখন বিকৃত লাগে । ওখানে তো ফার্স্টক্লাস ১৬ কলা সম্পূর্ণ থাকে । প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু কেউ হয়না । এখানে দেখ তো কত প্রতিবন্ধী, পঙ্গু জন্ম গ্রহণ করে । তোমরা এমনই একটা পরিস্থানের মালিক হতে যাচ্ছ । একজন মুসাফির এসেই পরিস্থানে নিয়ে যান । তোমরা মুসাফির এখানে পার্ট বাজাতে বাজাতে পতিত হয়ে যাও, আত্মাও কালো হয়ে যায় । বাবা তো চির সুন্দর, তাই তাঁর মধ্যে কোনও খাদ পড়েনা । আমি তো খাঁটি শোনা, তাই সবাই আমাকে ডাকে । চির পবিত্র যে তাঁকেই ডেকে বলে -- বাবা এসো, আমাকেও তোমার মতো করে গড়ে তোল । তোমরা চির পবিত্র তো হতে পারবে না । সতোপ্রধানের মধ্যে সবাইকেই আসতে হবে, কিন্তু নশ্বর অনুসারে । নাটকে কুশীলবরা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে । কেউ হিরো-হিরোইনের পার্ট করে আর তারা উপার্জনও বেশি করে । এখন তো গভর্নমেন্টও উপার্জনের উপর ট্যাক্স বসায় । বলা হয় : কারো সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে কারো মানুষের সম্পদ সরকার নিয়ে নেবে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের নামে ব্যবহৃত অর্থই উপযুক্ত উপায়ে ব্যবহার হবে, কেননা যে বাবার সহযোগী হবে সে-ই সেফ থাকবে । তোমাদের তো ওখানে প্রচুর সম্পদ থাকবে । কত সোনা, হীরে জহরত ইত্যাদি থাকবে । কিন্তু তোমাদের সেসবের প্রতি কোনও উদ্বেগ থাকবে না । খোড়াই তোমাদের কাছ থেকে কেউ লুট করে নিয়ে যাবে ? হীরে, সোনা ইত্যাদির নতুন-নতুন খনি পাবে । হীরে পাথরের মতো পথে পড়ে থাকবে । সব তোমরা পাবে । যেমন ইটের বাড়ি তৈরি হয়, ওখানে তেমনই সোনার মহল তৈরি হবে। ধনবান প্রজারাও সোনার মহল তৈরি করবে । যিনি দাতা তিনিও সোনার মহল তৈরি করবেন । বাবা সবকিছুই বুঝিয়ে বলেন। তিনি কখনওই এমন বলেন না যে না খেতে পেয়ে মরে যাও । সন্তানাদি ঘর, পরিবারকেও সামলাতে হবে, তাদের দুঃখ দিওনা । না খাইয়ে মেরে ফেলোনা । দয়াশীল হতে হবে । মানুষ কত দুঃখী । তোমরা জান যখন দুর্ভিক্ষ হবে কত মানুষ দুঃখী হয়ে পড়বে । গ্রাহি-গ্রাহি করবে, তারপরই জয়জয়কার হবে । সব আত্মারা তখন সুখ ভোগ করবে । বাবা হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা । সুখ হলো দুই প্রকার -- এক শান্তিধামে থাকা আর অপরটি হলো সুখধামে থাকা । সুখধামে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব আছে । বাবা বলেন আমি কল্পে কল্পে আসি। যখন মানুষ দুঃখী হয়ে পড়ে, আমার পার্টও ঐ সময় শুরু হয়, তাই আমার নাম দুখ হর্তা, সুখ কর্তা, সবার শান্তি দাতা, সুখদাতা ।

তোমরা জান বাবার সাথে সহযোগী হয়ে আমরাও সবাইকে শান্তি প্রদান করি । যত স্মরণে থাকবে ততই অন্যদের দান করতে পারবে । নলেজ দেওয়াই হয় সুখের জন্য। সুতরাং বাচ্চাদেরই মাতা-পিতাকে নিজের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । যত প্রত্যক্ষ করাতে পারবে, সুখ শান্তির মার্গ অনেককে বলে দিতে পারবে ততই পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । বাবা তোমাদের কত নতুন দুনিয়ার নতুন নতুন কথা শোনান । পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া দুটোরই সাক্ষাত্কার করান । বাবা আরও সাক্ষাত্কার করাবেন কিন্তু যারা বাবার প্রকৃত বাচ্চা হবে । স্বচ্ছ পবিত্র বাচ্চারাই ঈশ্বরের প্রিয় হয় । তোমরা অনেক কিছু দেখবে যেমন শুরুতে দেখিয়েছিলাম, আবার শেষেও দেখবে । কত রকমের প্রোগ্রাম তোমাদের দেওয়া হয়েছিল এবং তোমরা সাক্ষাত্কারও করেছিলে । তোমরা কত সুন্দর সুসজ্জিত ছিলে, মুকুট পরিহিত ছিলে । আবারও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেসব দেখবে । বলা হয়ে থাকে শিকারি প্রার্থনা করে হত্যা করে সুখ পাওয়ার জন্য । সেই সময় পার্টিশন মৃত্যুর প্রার্থনা ছিল । তোমাদের কোনও ব্যাপারে কোনও উদ্বেগ ছিল না । তোমরা তো যেন জীবিত থেকেও মৃত ছিলে । তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা পরিশ্রম কর, পুরুষার্থ কর যে আমরা আত্মা । একে অপরের সাথে আত্মিক স্থিতিতে কথাবার্তা বল । দেহ - অভিমানের পার্থিব বার্তালাপ শেষ । যারা আশ্চর্যজনক ভাবে পলায়ন করবে তারা এইসব দেখবে না । অতীত তোমরা দেখেছ আর নতুন যা কিছু হবে তাও তোমরা দেখতে পাবে । সুতরাং পরিশ্রম কর । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা খুব স্নেহ করেন । আদরের বাচ্চারা কত ভালবাসা পায় । যে ভালো সার্ভিস করবে সে বাবার ভালবাসাও পাবে উচ্চ পদও প্রাপ্তি হবে । ভুলে যেওনা । আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা দিচ্চেন । স্বর্গের উত্তরাধিকারী করে তুলছেন । দৈবী গুণ সম্পন্ন হতে হবে । আগে তো সবার মধ্যেই আসুরি গুণ ছিল । এখন বাবা সামনে এসে বসেছেন, যাঁর কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্ত হয় ,ওঁনার প্রতিই ভালবাসা থাকা উচিত । দালালের প্রতি নয় । দালাল তো থাকে মামুখানে । তোমাদের চুক্তি তো একজনের সাথেই । সুতরাং বাবাকে স্মরণ কর । দেহ -অভিমানকে ত্যাগ কর । আমার এক বাবা, দ্বিতীয় আর কোনও দেহধারী যেন স্মরণে না আসে । এখানে বাবা এসেছেন পুরানো বুটে (জুতো) । বাবা বলেন আমি এই বুট লোন নিয়েছি । কল্প পূর্বে এই কথা বলেছিলাম, এখনও আবার বলছি । আজকের দিনেই তোমাদের বুঝিয়েছিলাম আবারও বোঝাচ্ছি । বোঝার জন্য কত বড় বুদ্ধির প্রয়োজন । লক্ষ্মী নারায়ণ প্রথম নম্বর হয়েছেন , নিশ্চয়ই ভালো প্রালব্ধ প্রাপ্তি করেছিলেন । এ হলো গডফাদারের মুক্তিসেনা। সারা দুনিয়াকে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদানকারী মুক্তিসেনা । সবার সঙ্গতি দাতা রাম । সমগ্র বিশ্বকেই মুক্তি দিতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ, ভালবাসা গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার সাথে সারা বিশ্বকে শান্তি প্রদান করতে হবে । বাবার মতো দুঃখ হতা, সুখ কতা হতে হবে ।

২) এক বাবার প্রতিই যেন সম্পূর্ণ ভালবাসা থাকে । নিজেদের মধ্যে দেহ- অভিমানের বার্তালাপ করা উচিত নয় । রুহানী বার্তালাপ করা উচিত ।

বরদান : - অপেক্ষা করা ছেড়ে ব্যবস্থা নিতে সমর্থ বিয়োগীর পরিবর্তে সহযোগী তথা সহজযোগী ভব

কিছু বাধা আছে যারা অপেক্ষা করে থাকে, যদি কেউ মুক্ত করে তবে আমি ফ্রি হব, অমুক বিবাদ থামলে তবে আমি ফ্রি হব -- কিন্তু এমনটা কখনোই হবে না । এই বাধা বা মায়ার টেস্ট পেপার প্রতিটি মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এসে উপস্থিত হবে। সুতরাং এটা কখনওই অপেক্ষা কোরো না যে অমুক ব্যক্তি পাশ করুক বা পরিস্থিতি অতিক্রম করুক না, আমাকেই পাশ করতে হবে, এমনটাই ব্যবস্থা কর । সবসময় শ্রীমত আধারে চলে সহযোগী থেকে সহজযোগী হয়ে ওঠ । কখনও সহযোগী আবার কখনও বিয়োগী এমন যেন না হয় ।

স্লোগান : - নিজের উদ্যম-উৎসাহ দ্বারা অনেক আত্মাদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা -- এটাই প্রকৃত সেবা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার প্রতি লাভ (প্রেম) ও রিগার্ড (সন্মান) থাকলে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতেই থাকবে, মায়ার মরচে দূর হবে"

প্রশ্ন : - এই চৈতন্য বাগানে অনেক ফুল ফোটে-ই না, কুঁড়ি হয়েই থেকে যায় - কেন ?

উত্তর : - কারণ পুরুষার্থে অলসতা, স্মরণের সময়ে তারা নিদ্রিত থাকে। ঘুমিয়ে তারা নিজের সময় নষ্ট করে। যে ঘুমায় সে হারায়। বন্ধ কুঁড়ি থেকে যায়। সদা গোলাপের ফুল হল তারা, যারা হল দেবী-দেবতা ধর্মের অলরাউন্ড পাটধারী ।

গীত : - এই সময় চলে যাচ্ছে, সময় কারো জন্যই থেমে থাকে না, তাই হে মানব যা করার এখনই করো।

ওম্ শান্তি। এই কথাটি কে বোঝাচ্ছেন ? বেহদের (অনন্তের) বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদের। বেহদের ঘড়িতে এখন কিছু সময় বাকি আছে বা কিছু মিনিট । ঘন্টা নেই, শুধু কিছু মিনিট আছে। যারা সেন্সিবল বাচ্চা, তারা জানে ; নশ্বর অনুযায়ী তো আছে তাই না ! গোলাপের ফুলও নশ্বর অনুযায়ী হয়। এখানেও গোলাপের ফুল আছে কিন্তু কেউ কেউ আছে বন্ধ কুঁড়ি রূপে, কেউ আছে আধ ফোটা কুঁড়ি। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম তো হল সদা গোলাপ সম, সদা অলরাউন্ড পাটধারী। তোমরা হলে সকল ধর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ ধর্মের সদা গোলাপ স্বরূপ। অন্য ধর্মের মানুষ হল নশ্বর অনুসারে কেউ চাঁপা, কেউ চামেলী, কেউ টগর, কেউ ধুতরা ফুল। এ হল সর্ব ধর্মের বাগান। কন্যারা জানে সর্বোচ্চ ধর্ম হল দেবী-দেবতাদের। যখন সীজন থাকে না তখন কুঁড়ি থাকে না, ফুলও থাকেনা। (বাবা আজ বাগান থেকে গোলাপের একটি বড় ফুল, একটি ছোট ফুল, একটি আধ ফোটা ফুল, একটি কুঁড়ি, একটি বন্ধ কুঁড়ি, একটি সদ্যোজাত কুঁড়ি এমন বিভিন্ন রকমের গোলাপ এনে সন্দলি অর্থাৎ বসার আসনের পাশে রাখলেন) এখন দেখো, কুঁড়ি কোনোটা সদ্যোজাত , কোনোটা আধ ফোটা আছে। কেউ ফুল, কেউ বন্ধ কুঁড়ি। কেউ নিশ্বেজ হয়ে পড়ে, একেবারে ফোটেই না। এমনই হয় তাই তো ! তাই বাবা বলেন পুরুষার্থের অভ্যাসে অলস হয়তো না । কুঁড়িই থেকে যাবে তাহলে। কেউ আধ ফোটা হয়ে থেকে যায়, নশ্বর অনুসারে। বোঝা যায় কে কি পদ প্রাপ্ত করবে ? সময় খুব কম। ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা বদল হবে না। যুক্তি দিয়ে এমন তৈরি হয় যাতে প্রমাণ থাকে। এখান থেকে কাঁটা আরম্ভ হয়ে এখন এইখানে পৌঁছেছে। জিরো থেকে আরম্ভ হয়ে বারো তে এসে ঠেকেছে। সুতরাং এই চক্রে সর্বপ্রথম দেবী-দেবতা ধর্ম এসেছে, এখন হল অন্তিম সময়। বাবা যখন আসেন তখন থেকে গোনা হয়।

তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, সময় নষ্ট করো না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম তো সবাই করতে থাকে। এমন কেউ ভেবো না যে আমার বিকর্ম হয়না। এত অহংকার যেন কারো না থাকে। বিকর্ম তো গুপ্ত রূপে অনেক হয়। সেই দিকেও অনেক খেয়াল রাখতে হবে। এই ঘড়ি দেখে তোমরা সময় জানতেই পার । মানুষ তো ভাবে কলিযুগ এখন শিশু। একেবারেই ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে তারা। এখন তোমাদের মৃত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। যে ঘুমায় সে হারায়। অর্থাৎ স্মরণ করার সময়

নষ্ট করবেনা, তা নাহলে মৃতবৎ থেকে যাবে। কেউ তো কুঁড়ি রূপে থেকে যায়। ঝড়ে ভালো ভালো কুঁড়ি ঝরে যায়। ফুলও ঝরে পড়ে, কুঁড়িও ঝরে যায়। তারপরে কাঁটা হয়েই রয়ে যায়। দৈবী বংশে তো আসবে, কিন্তু প্রজা পদে। তোমরা হলেই গোলাপ গাছের ফুল, কিন্তু তাতেই খুশী হয়ে থাকো না। যদিও মানুষ বলে অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু কি স্বরূপ হয়েছে ? এরও কারণ আছে তাইনা। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝতে পারে, যে যত বাবার অতি সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে সে তত অতি প্রিয়ও হবে। এ তো খুব কমন কথা। সুপুত্র, আস্তাকারী, সৎ সন্তানরা মাতা-পিতার প্রিয় সন্তান হয়। মায়া বাচ্চাদের একেবারে অ-সৎ বানিয়ে দেয়। বোধটুকুও থাকেনা যে আমার দ্বারা বিরাট গাফিলতি হচ্ছে। বাবা বলেন যে করবে সে পাবেই। এমন বিকর্ম করবেনা যে সাজা ভোগ করতে হয়। কেউ বিকর্মের সাজা এখানেই ভোগ করে। কর্মভোগ দ্বারা। গর্ভজেলও হল একপ্রকারের কর্মভোগ। খুব সাবধানী হয়ে এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে, মায়া খুব শয়তান, তাই অতি প্রিয় বাবাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা উচিত। যেমন লৌকিক পিতা নিজের সন্তানদের চেনেন তেমনই পারলৌকিক পিতাও প্রত্যেকটি সন্তানকে চেনেন। বাবা নিজে বসে বলেন - আমি একমাত্র এই (ব্রহ্মা বাবার) দেহেই আসি। বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক। ঝাড় (কল্প বৃক্ষের) বৃদ্ধি হয়। ভগবানের সামনে ভক্তদের ভিড় হবেই। শিবের মন্দিরে এত ভিড় হয়না। এখানে তো তোমরা বোঝো যে কত ভিড় হবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হবে। এইসব কথা বুঝতে বুদ্ধি বিশাল হওয়া উচিত। যথাযথভাবে ভক্তরা যে এত ভক্তি করে, তাদের সামনে স্বয়ং ভগবান এলে কত ভিড় হবে।

তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু ঘরে থাকলে বাবার কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। এ এমনই বিচিত্র কথা যে সঙ্গে থেকেও বিস্মৃতি হয়। এতখানি লাভ (ভালোবাসা) ও রিগার্ড (সম্মান) থাকে না। মরচে ধরা সূঁচ চুম্বককে আকৃষ্ট করতে পারেনা। যোগ এবং জ্ঞান থাকলে তবেই মরচে দূর হবে, তাতেও পরমাত্মার আশীর্বাদও থাকা চাই তাই না! মায়ার মরচে লেগে আছে, কোনো জিনিসে মরচে থাকলে কেরোসিন তেল ঢালা হয়। আত্মারা তোমাদেরও যোগের দ্বারা মরচে দূর হয়। আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, ফুল হয়ে দেখাও। সেই সময় শীঘ্র আসবে যখন তোমরা কারো সামনে বসলেই তাদের সাক্ষাৎকার হবে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয়েছে। ডাইরেকন দেওয়া হয় - যাও বি.কে. দের কাছে যাও। ব্রহ্মাও বসে আছেন, ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও বসে আছে। ভবিষ্যতে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে। বাবা সাক্ষাৎকার করান তোমরা ওখানে যাও, আমি এখানে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি, এর দ্বারা তোমরা এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। এ হল সেকেন্ডের ব্যাপার। "মন্মানাভব"। আমাকে স্মরণ করো - তাহলে তোমরা সূর্যবংশী হবে। সেখানে হল দৈবী বংশী আর এখানে হল অসুর বংশী। কত ভালোভাবে বোঝান হয়। কোনো জিনিস মিহি করতে ভালো করে পিষতে হয়, তাই না ! বাড়ি তৈরির সময় ফাউন্ডেশন পাকা করতে কত পরিশ্রম করা হয়। বাবাও বলেন যতখানি সম্ভব আমায় স্মরণ করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এইরকম নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলা উচিত। প্রথমে নিজের ভিতরে চিন্তা করে তারপরে কথা বলা উচিত - বোঝানোর জন্যে, তোমাদের তা করতে হবে।

এখন বাচ্চারা এগজিভিশনে বা প্রদর্শনীতে কত পরিশ্রম করে। এ সবই হল বোঝানোর জন্য। শুধু স্লোগান বললে কেউ বুঝবেনা। বাবা বসে বোঝান দৈবী-দেবতার কিভাবে রাজস্ব প্রাপ্ত করেন ? রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন ? ভগবানুবাচ - আমি রাজযোগ শেখাই, বলি আমাকে স্মরণ

করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এখন প্রদর্শনীতে বাচ্চাদেরও ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। মেডিটেশন বিষয়টিও বোঝাতে হবে। আমরাও মেডিটেশন করি। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে বাবার সঙ্গে চিটচ্যাট করা হয়। যেমন কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার হলে বুদ্ধিতে কথাটা থাকে আজ অমুকের কাছে যেতে হবে। যেই মাত্র তোমরা কোনো প্রোগ্রাম পাও, তোমাদের বুদ্ধি দৌড়াতে থাকবে। সময় যত কাছে আসবে, তত বুঝবে এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মনেও এই কথা থাকা উচিত - ব্যস, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। এই পুরানো দেহ রূপী বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। শিবপুরী যেতে হবে। এই রাবণপুরী ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়া হল খুবই নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন আমরা সঙ্গমে বসে আছি। এ হল আয়রন এজেড শরীর। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করতে থাকলে আত্মারা তোমাদের শিবপুরী নিয়ে যাবো। কৃষ্ণকে তো নিয়ে যাবনা। সুতরাং এইসবই হল বোঝানোর কথা।

এখন বাবা বলেন আমি শিববাবা, আমাকে স্মরণ করো। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছ। তোমাদের শিবপুরীতে আসতে হবে, তারপরে বিষ্ণুপুরীতে যাবে। এ কথা বোঝানো তো সহজ তাই না ! শিবপুরী (মুক্তি) থেকে বিষ্ণুপুরীতে (জীবনমুক্তিতে) যেতে হবে। সকলের পিতা হলেন একমাত্র বাবা। মুখ্য এই কথাটি বোঝাতে হবে। বাকি যতই স্লোগান ইত্যাদি তৈরি কর, তাতে কেবল খরচই হয়। চিত্র তো সবই তোমাদের কাছে আছে। করাচিতে তোমাদের কাছে কতজন আসতো ! বিশাল মাঠে টেবিল চেয়ার রাখা হত। যারা আসতো তাদের বসে বোঝানো হত। আগে তো এত জ্ঞান ছিলনা। এখন তো খুব সহজ জ্ঞান অর্জন করেছে। বাবাকেও চিনেছ। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ঔনার আদেশ হল - আমাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। চিত্র দেখিয়ে বোঝাও। আগে তো বোঝানোর সময় শুনতে শুনতে অনেকে ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত। সেই সময় তোমরা ছোট ছোট কুঁড়ি ছিলে। বাবার জাদুকরী ছিল। রসিতে টান দিতেন। এখন তো খুব বোঝানোর প্রয়োজন আছে। আজকাল মানুষও খুব খারাপ। ফর্ম না ভরালে পেশা জানা যাবেনা। যেমন সেই শিক্ষকেরা শিক্ষা দিয়ে থাকে ব্যারিস্টারি ইত্যাদির, তাই না ! এই বেহদের পিতা হলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক। ঐ শিক্ষক কেবল ব্যারিস্টার তৈরি করবে। মাঝখানে দেহ ত্যাগ করলে ব্যারিস্টারি শিক্ষা শেষ। এমন তো নয় অন্য জন্মেও এই শিক্ষা চলবে। এখানে তোমরা যা কিছু কর সেসব সঙ্গে নিয়ে যাও। আত্মায় সংস্কার ভরা থাকে কিনা। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চার কর্মেন্দ্রিয় ছোট থাকে তাই কথা বলতে পারেনা। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু করতে পারেনা কিন্তু সংস্কার তো সঙ্গে নিয়ে যায় তাই না ! এ হল অবিনাশী জ্ঞান, বড় হয়ে আবার এই জ্ঞানে আসবে। সেই আত্মা আবার নিশ্চয়ই আসবে। যেখানেই হোক কল্যাণ করবে। নিজের মাতা-পিতাকেও এই দিকে টেনে আনবে। যদিও সে ছোট বাচ্চা তবুও মাঝমা-বাবাকে দেখে ভালোবাসা টান দেবে। অর্গান বা কর্মেন্দ্রিয় ছোট হওয়ার কারণে কথা বলবেনা। কিন্তু ভালোবাসা অনুভব করবে সম-জিন্সদের (সমবয়সী) প্রতি।

সুতরাং এই জ্ঞান হল খুবই বিচিত্র, রমণীয় ও সিম্পল। কেউ তো এমনও আছে কাঁটার কাঁটা-ই থেকে যায়। সত্যযুগ হল গোলাপের ঝড়। এখন তো সব কাঁটা। তার মধ্যে কেউ কুঁড়িতে পরিণত হচ্ছে। সদা গোলাপ তো আছে তাতেও আছে নম্বর অনুযায়ী। প্রজাতেও আসবে তাইনা। কুঁড়ি রূপে পরিণত হয়ে নিস্বেজ হয়ে শেষ হওয়া, এরকম কোনো পড়াশোনা হল না। কুঁড়ি রয়ে গেলে প্রজায় চলে যাবে। যারা ফুল হবে তারা রাজত্ব করবে। বাবা বাগানে যান বাচ্চাদের বোঝানোর জন্যে, ফুলও নিয়ে যান। যদি এখন পুরুষার্থ করে ফুলে পরিণত না হয় তবে খুব আফসোস হবে। এক

তো মাথায় বিকর্মের বোঝা আছে, তারপরে যদি সাজা খেয়ে প্রজা পদ প্রাপ্ত হয় তাহলে কি লাভ হল ? এই কথা তো বুঝতে পারো যে আমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে কে কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে ? মনে মনে কথাটা থাকবে যে এই আত্মা কি পড়ছে, কি পদ প্রাপ্ত করবে ? ভালো পড়াশোনা যে করবে সে অন্তরে ভালোবাসতে থাকবে। বুঝবে, রাজত্ব আসবে। ভবিষ্যতে তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। যারা পড়বেনা তারা আফসোস করবে। খুব কম সময় আছে। তখন আর কতটাই-বা পড়ে আল্লাসং করতে পারবে। বাবা বলেন সন্তান হয়ে যদি বিকর্ম করবে তবে একশত গুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। হাজতবাসী চোরদের এইরকম পেশা হয়ে যায় - সাজা ভোগ করা, জেলে যাওয়া ।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা-মহারানী রূপে সূর্যবংশী হওয়ার। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যারা পলায়ন করবে তাদের কি অবস্থা হবে ! বাবা কত সহজ করে বোঝান কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুঝবেনা তো উপায় প্রদানকারীর কি করণীয় থাকে ? বাবা তো বলেন ফুলে পরিণত হও, বাবাকে ভুলে যেও না। এমন বাবার হাত কখনও ছাড়বে না। মায়া অজগর গ্রাস করবে। এমন গাফিলতি করবে না যে রাজ্য ভাগ্য হারাতে হয়। তারপর কল্প কল্পান্তর এমন চলন দেখতে পাবে যেমন এখন দেখছ। কারো চলন সতাপ্রধান, কারো রজো, কারো তমো। ভালো বাসাদের কড়া গ্রহণ লেগে যায়। অন্তরে কালিমা, বাইরে ফর্সা উজ্জ্বল। গাফিলতি থাকলে আত্মা অন্তরে কালো হয়ে যাবে। ছায়া কালো হয়, তাই বাবা বলেন এক কান দিয়ে শুনে, অপর দিয়ে বের করে দাও, ইভিল কথার জন্যে কান বন্ধ করে দাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাসাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাসাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা বিকর্ম বিনাশ করার কর্মে মগ্ন থাকতে হবে। কোনও রকম বিকর্ম যেন এখন না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে।

২) মায়ার গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ইভিল কথায় কান বন্ধ করতে হবে। নিজের চলন সতাপ্রধান করতে হবে। ভিতরে বাইরে পরিষ্কার থাকতে হবে।

বরদান : - অমৃতবেলার ফাউন্ডেশন দ্বারা সম্পূর্ণ দিনের দিনচর্যা সঠিক রাখতে পারা সহজ পুরুষার্থী ভব

ব্যাখ্যা: যেমন ট্রেন লাইনে এসে দাঁড়ায় তো অটোমেটিক লাইনে চলে, তেমনি রোজ অমৃতবেলায় স্মরণের লাইনে দাঁড়িয়ে যাও। অমৃতবেলা ঠিক হলে সারা দিন ঠিক হয়ে যাবে। অমৃতবেলার ফাউন্ডেশন পাকা হলে সারা দিন স্বতঃতই সহযোগ প্রাপ্ত করতে থাকবে এবং পুরুষার্থও সহজ হয়ে যাবে। সর্বদা বাবার স্মরণে এবং শ্রীমং রূপী সীমারেখার ভিতরে থাকা সীতাদের শিরায় শিরায় একমাত্র রামের স্মৃতি ধ্বনিত হয়।

স্লোগান - বাবার সহযোগ ক্যাচ করতে হলে বুদ্ধিকে একাগ্র করে নাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে কেননা সঙ্গদোষে এলেই ভুল কাজ হয়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করতেও ভুলে যায়"

প্রশ্ন : - কোন্ স্বভাবের আধারে তোমরা বাচ্চারা নিজের স্বভাবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো ?

উত্তর : - যদি কোনো ভুলও হয়ে যায়, তো বাবার থেকে ক্ষমা চাওয়ারও স্বভাব থাকা চাই । বাবাকে বলা উচিত, আমি দুঃখিত বাবা । এতে সামান্যতম দেহ - ভাবও যেন না আসে, এতে অবস্থার উন্নতি হবে । চড়তি কলার আধার হলো - বাবার প্রতি স্বচ্ছ হৃদয় । কখনোই নিজেকে অতি চালাক মনে করো না । ভুল প্রত্যেকেরই হতে পারে কেননা এখনো কেউই পরিপূর্ণ হয় নি ।

গীত :-- আমাদের ওই পথে চলতে হবে

ওম্ শান্তি । কিছু তো বলতেই হয়, সেই হিসাবে "ওম্ শান্তি" বলা ভালো । আত্মাকে নিজের স্বধর্ম বলতেই হয় । বাবাও বলেন যে, আমি শান্ত । শান্তির দেশে থাকি । তোমরাও প্রকৃতপক্ষে আত্মা । তোমাদের স্বধর্মও শান্ত । সমস্ত দুনিয়া শান্তি শান্তি করছে, কিন্তু শান্তি কাকে বলা হয়, এ কথা কেউই জানে না । তারা মনে করে, এই লড়াই - ঝগড়া যা চলছে, তা যেন শান্ত হয়ে যায় কিন্তু সে শান্তি তো কোনো কাজেরই নয় । ঘরে স্ত্রী - পুরুষ থাকে, কেউ ঝগড়া করে, কেউ আবার ঝগড়া করে না । এখন এ কি কোনো শান্তি হলো ? শান্তি হলো অন্য জিনিস । শান্তি তো আত্মার স্বধর্ম । এমনিতে বাবার স্বধর্মও হলো শান্ত । আত্মাদের বাবা কে ? পরমপিতা পরমাত্মা । তাঁর ধর্ম কি ? তাঁর ধর্মও হলো শান্ত । পরমপিতা পরমাত্মা শান্তির দেশে থাকেন । আমরাও সেই শান্তির দেশে থাকি । কেউ এলেই তাকে বলো - তোমাদের স্বধর্ম তো শান্ত । তোমরা প্রকৃতপক্ষে সেখানকার বাসিন্দা, তোমরা এখানে এসেছো অভিনয় করতে । শরীরের দ্বারা এই অভিনয় তো করতেই হবে । বাস্তবে, শান্তির জন্য জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই । আত্মা তার নিজের স্বধর্ম জানে । আত্মা যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন রাতে অশরীরী হয়ে শান্ত হয়ে যায় । রাতে কতো স্তব্ধ পরিবেশ থাকে । সকাল হলেই আওয়াজ শুরু হয়ে যায় । এ হলো হৃদের রাত আর দিন । এখন তো হলো বেহৃদের দিন আর রাত । আত্মা ৮৪ জন্ম অভিনয় করে শান্ত হয়ে যায়, তাই বলে যে এখন শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে । বাবাও বলেন, শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো । সুখধামে বসে থোড়াই স্মরণ করা হয় । স্মরণ করা হয় দুঃখধামে, অশান্তিধামে । তাই বাবা এখন বলেন -- বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে যেতে হবে, এরপর তোমাদের জন্য শান্তিও থাকবে আর সুখও থাকবে ।

বাবা বলেন যে, আমি পান্ডা, আমি তোমাদের প্রকৃত যাত্রায় নিয়ে যেতে এসেছি । শান্তিধামের পান্ডা একজনই হয়, তাঁর অনেক সন্তান তৈরী হয় । একজনকে দিয়ে তো আর কাজ হবে না । কতো বড় সেনা । সকলের মুখ শান্তিধামের দিকে । সে হলো অনেক দূরের ধাম । বদ্রীনাথ, অমরনাথের যাত্রা দূরের কিছু নয় । এখানে যাওয়া তো খুবই সহজ । আত্মা বলো, মূল বতন, সুক্ষ্ম বতনে যাওয়া সহজ নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথে যাওয়া সহজ ? সুক্ষ্ম বতন, মূল বতন কাছে নাকি অমরনাথ, বদ্রীনাথ কাছাকাছি ? দেখতে গেলে তো মূলবতন, সুক্ষ্ম বতন অনেক দূর কিন্তু সেখানে যেতে দেবী লাগে না, এক সেকেন্ডের কথা । তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করো । ওই শরীরের যাত্রা তো নতুন

কোনো কথা নয়। অর্ধেক কল্প ওই যাত্রা করে এসেছে। এই রুহানী যাত্রা তোমাদের একমাত্র বাবা এসেই করান। তোমরা হলে হারানিধি বাচ্চা। তোমাদের তো রাস্তা বলে দিতে হবে। তোমরা মন্দিরে গিয়েও বোঝাও, এই দেবী - দেবতার কবে রাজত্ব করতেন, এঁদের এমন পূজ্য কে বানিয়েছিলেন? তোমরা জানো যে, আমরা পূজ্য ছিলাম, আবার পূজারী হয়েছি। তাহলে পূজারীর দরজা তো কম হলো। পূজ্য হলো উঁচু। বাবা পূজ্য বানান। তোমরা পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে, আবার পূজারী হয়েছো, এখন এই পূজো ছেড়ে আবার পূজ্য হতে হবে। মায়ারও অনেক বিঘ্ন আসে। অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়। অন্য যাত্রায় যেতে অথবা মন্দিরে, অন্য সংসঙ্গে যেতে কেউ বাধা দেয় না। এখানে পূজারী থেকে পূজ্য হতে মায়া কতো হয়রান করে। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যেতে থাকে। অনেকেই কামের গর্তে পড়ে যায়। বাবা বলেন, নোংরা বস্ত্র হয়ো না। এর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। সবথেকে খারাপ হলো কাম চিতায় বসা, বিষয় সাগরে ধাক্কা খাওয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, কাম হলো মহাশত্রু, তাই কখনোই বিকারে যাওয়ার সঙ্কল্পও করো না, এতেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়। এমন ভেবো না যে, এখানে যারাই আসে, তাদের বুদ্ধি থেকে বিষ দূর হয়ে যায়। কেউ কেউ এমনও আছে, যারা একে অপরকে দেখলে ভিতরে তুফান চলে খারাপ হওয়ার জন্য। বাবা বলেন যে, কখনোই খারাপ হয়ো না, কারোর পিছু নিও না। কখনো বিকারে যাওয়ার পুরুষার্থ করো না। বাবা তোমাদের এর থেকে বাঁচাতে থাকেন। নিজেকে রক্ষা করার আবার বিকারে পড়ে যাওয়ার কতো যুদ্ধ চলতে থাকে। মায়া কতো ঝড় তোলে। কতো ভালো, বিশ্বাসী, আন্তরিকারী, সেবা পরায়ণ বাচ্চা ছিলো, মায়া এমন থাপ্পড় মারলো যে একদম শেষ হয়ে গেলো, মৃত্যুতুল্য হয়ে গেলো, এও ড্রামা। মায়া তোমাদের খারাপ করে দেয়। অর্ধেক কল্প মায়া তোমাদের দুঃখ দেয়, বাবা নয়। মানুষ অকারণেই দোষ ধরে যে ঈশ্বরই দুঃখ এবং সুখ দেয়। মানুষ ঈশ্বরকে কিন্তু বাবা মনে করে না। পরমাত্মা কিভাবে কাকে দুঃখ দেবেন? পরমাত্মাই যদি দুঃখ দেন তাহলে মানুষ তো একে অপরকে অনেক বেশী দুঃখ দেবে। বাবা বোঝান যে, তোমরাই নিজেদের জন্য এমন কর্ম তৈরী করো। সঙ্গদোষে গিয়েও উল্টো কর্ম করে ফেলো। বাবাকে ভুলে যাও। এ তো সাধারণ হয়ে গেলো, তাই না। তো বাচ্চারা ভুলে যায়। বাবা তো ভালো শিক্ষাই দেবেন কিন্তু বাচ্চারা তা ভুলে যায়। বাবা বোঝান যে, যোগই সম্পূর্ণ হয় নি। এমন মনে করো না যে ভাষণ দিলেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। পণ্ডিতের এক গল্প ছিলো -- অন্যদের বলতো রাম - রাম বললেই নদী পার হয়ে যাবে, কিন্তু নিজেই পার হতে পারলো না। বললো, নৌকা নিয়ে আসো তো যেতে পারবো। যা নিজে বলতো, তাই করতে পারলো না। কেবল বললেই হবে না করতে হবে। বলা, করা আর থাকা সব যেন এক হয়, তাই বাবাকে ভুলে যেও না। বাবা তোমাদের নির্ভুল করেন। বাবা বলেন যে, যে কোনো ভুল হয়ে গেলে, বাবার কাছে এসে মাফ চাও - আমি দুঃখিত। মনে করো, শিববাবা বলছেন, এ তোমাদের ভুল। আচ্ছা, বাবা আমরা ক্ষমা চাইছি। ভালো ভালো বাচ্চাদের মধ্যেও এমন স্বভাব থাকে না। এতো বড় ভুল করলে, মাফ তো চাও। নিজেদের অনেক চালাক মনে করে। পাপ করলে ক্ষমা চাওয়া উচিত। না হলে এর বুদ্ধি হতে থাকবে। বাবার সঙ্গে খুব সুন্দর বুদ্ধিযোগ রাখা চাই। ভাষণ তো খুব সুন্দর করে কিন্তু কেউই এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। অন্ত পর্যন্ত পড়তে আর সামলাতে থাকবে। মানুষ বলে - বাবা, আমার এই ভুল হয়ে গেছে, আপনি ক্ষমা করুন। হে দয়ালু, ক্ষমা করুন। ভক্তিমার্গে মানুষ সারাদিন ক্ষমা - ক্ষমা করতে থাকে। বাবাকে বলে, ক্ষমা করো। ধর্মরাজকে দিয়ে দণ্ড দিও না, এইজন্য খুব সাবধান থাকা দরকার। এমন ভেবো না যে, আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছি, তা নয়। অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা অশুদ্ধ স্বপ্ন অনেক আসে। বাবার স্মরণই স্থির হয় না। তোমরা চালাকি করো না। অন্তিম সময় ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবে। এখন তো গ্রহণ লেগেছে। তোমাদের সেই অবস্থা আসবে। এখানে বসে বসে উড়তে

থাকবে । আত্মার টান অনুভব হয়, কেননা কল্পের পরিশ্রান্ত, তাই শীঘ্রতা আসে যে, শীঘ্রই যাবো কিন্তু যোগ্য তো হতে হবে । কেউ তো এখানেই ঘুরতে - ফিরতে, গয়না ইত্যাদি পড়ে খুশী হয়ে যায়, আবার দুঃখী হয়ে যায় তখন বলে - আমরা অকারণেই বাবাকে ছেড়ে দিলাম । আত্মা, আবার সাহস করো, কিছু তো শেখো । অপকারীদের প্রতিও উপকার করতে হবে । আবার এমনও নয় যে আরো মাথা খারাপ করে দিলে । মায়া ফেলে দেয় আর বাবা ভুলে ধরেন । লক্ষ্য হলো উঁচু আর এ হলো সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগের যাত্রা । পুরুষার্থ করতে সময় লাগে । লক্ষ্য তো খুবই সহজ । এক সেকেণ্ডেই তোমরা জীবনমুক্তির অধিকারী হয়ে যাও । একবার বাবা বলে আবার কেন ভুলে যাও ? খুব ভালো - ভালো বাচ্চারাও ভুলে যায় । তখন আরো ডিস্ সার্ভিস হয়ে যায় । সার্ভিসও যেমন গুপ্ত, ডিস্ সার্ভিসও তেমন গুপ্ত । দুনিয়া কি জানবে ? কারোর মধ্যে কোনো ভূতের প্রবেশ ঘটলে বা অশুদ্ধ সোল প্রবেশ করলে সেও ক্ষতি করে দেয় । মায়াবী সোল প্রবেশ করে নেয় । যদিও তোমাদের জ্ঞান আছে তবুও কেউই এখন পরিপূর্ণ নয় । কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে তাই ভয় থাকা উচিত । আমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীমতে যদি না চলো, কোনো ব্রষ্ট কাজ করলে পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে আর সাজাও অনেক থাকে । এখানে খুব কড়া কর্মের ফল ভোগ করতে হয়, তাই কর্মাতীত অবস্থার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে ।

বাবার সাথে খুবই স্বচ্ছ থাকতে হবে । সকলেরই কানেকশন শিববাবার সঙ্গে । সব সেন্টারই শিববাবার । তোমাদের সেন্টার α আবার কোথা থেকে এলো ? তোমরা হলে শিববাবার । এই বিশ্ববিদ্যালয় তো বাবার । ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । এই সেন্টার আমার -- এমন খেয়াল এসেছে কি মরেছে । এমন আমার আমার করতে করতে কতো নেমে যায় । সবকিছুই তো শিববাবার । তোমরা বলো যে - এই তন - মন - ধন সবই আপনার । তখন বাবাও বলেন - স্বর্গের রাজত্ব সব তোমাদের । তোমরা কতো যৌতুক পাও । তোমরা কি দাও ? মৃত্যুর পূর্বে যেমন করণীঘোরকে দেওয়া হয় । বেঁচে থেকে দান করে যায় । দেখে যে - কোনো আশা নেই, তখন দান - পুণ্য করায় । বাবাও বলেন যে - বাচ্চারা, বেঁচে থেকেই করে যাও, এ তো পুরানো শরীর । তোমরা আত্মারা হলে আমার । এই শরীর এখন অভিনয় করতে করতে পুরানো হয়ে গেছে । এখন তোমরা আবার আমার হও, তাহলে তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই শুদ্ধ হবে । দুইই একত্রে স্বচ্ছ হতে থাকে । আত্মা যা অপবিত্র হয়েছে, তাকে শুদ্ধ বানাতে হবে । আমার সাথে যোগ লাগালে তা শুদ্ধ হবে । যোগ রাখলে চড়তি কলা হবে, যোগ না রাখলে কলা কম হয়ে যাবে । সেবার শখ থাকা উচিত । জিঞ্জিৎস করা উচিত নয় যে, আমি কি সেবায় যাবো ? বাবা মনে করবেন যে, তাহলে শখ নেই । মন - বচন এবং কর্মে সেবার শখ থাকা চাই । মনের দ্বারা না পারলে বাণী বা কর্মের কোনো না কোনো সেবায় লেগে যাওয়া উচিত, তাহলে তার পরিবর্তে তোমরা কিছু পাবে । নিজে থেকে যে করে, সে হলো দেবতা, বললে করে, সে হলো মানুষ আর বললেও যে করে না, সে কোনো কাজের নয় । যতো সেবা করবে, ততই ফল পাবে ।

শিববাবা জিঞ্জিৎস করেন - বাচ্চারা, আমার কি হাত আছে ? এই শরীরে তো শিববাবা বসে আছেন । চিঠি তো লেখে । ষাঁড়ের উপর থোড়াই সারাদিন বসে থাকবেন । ষাঁড় যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার চোখে জল এসে যায় । এখানে তো চোখে জল আসার কোনো কথাই নেই । এনার তো সেবা করতেই হবে । বাচ্চাদের বোঝান যে, আমাকে স্মরণ করো । এ কথা শিববাবাই বলেন, এনার আত্মাও তা শোনেন । এ তো সম্পূর্ণ সহজ । বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । বাবা আসেন স্বর্গের

স্থাপনা আর নরকের বিনাশ করাতে । মহাভারতের যুদ্ধও সামনেই । যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরাও আছে । তোমরা জানো যে, এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । তাই বাবা এখন নিতে এসেছেন । আমাদের মাথার উপর অনেক বিকর্মের বোঝা আছে । বাবাকে স্মরণ না করলে মহারাজা - মহারানী হতে পারবে না । এ তো রাজযোগ নাকি প্রজাযোগ । যোগ সম্পূর্ণ লাগাও না, তাই প্রজাতে চলে যাও । তোমরা বলো -- বাবা আমরা সম্পূর্ণ অবিনাশী বর্ষা নেবো । তাহলে সেবার শখ থাকা চাই । তোমরা লিখে জিজ্ঞেস করতে পারো -- এই সময় আমাদের যদি দেহত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে আমরা কি হবো ? পরিপূর্ণ তো অস্তিম সময়ে হবো । এখন তোমরা অপূর্ণ । নিজের অবস্থাকে পরীক্ষা করতে হবে - আমরা বাবার সেবায় কতটা আছি ? আমরা কতটা আশ্রয়কারী আর কতটা বিশ্বাসী ? সেবার জন্য আমরা কতটা ছটফট করি যে, কাউকে গিয়ে জীবনদান করি ? বেচারা খুবই দুঃখী । এই একই সঙ্কর - যিনি শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যেতে এসেছেন । ওই গুরুরা নিজেদের জগতপিতা, জগত শিক্ষক বলতে পারেন না, কেবল জগত গুরু বলেন । এই জগতের বাবা, টিচার, গুরু হলেন একজনই । তোমরা জানো যে, বাবা যখন এসেছেন, তখন বাবার থেকে সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষা নাও । দেহ - ভাব থাকা ভালো নয় । দেহী - অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের শরীর নিরোগী হয়ে যাবে । ওখানে তো পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি আছে । সেখানে অথৈ সম্পত্তি আছে । এখানে তো দেখো পেটের জন্য কতো মহামারী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) রুহানী পান্ডা হয়ে প্রকৃত যাত্রা করতে হবে আর অন্যকেও করাতে হবে । বুদ্ধিযোগের অনেক সুরক্ষা করতে হবে । নিজের উপর খুব নজর রাখতে হবে ।

২) বাবার সাথে স্বচ্ছ থাকতে হবে । কর্মাজীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । বেঁচে থাকতে থাকতেই সবকিছু বাবাকে দিয়ে সফল করে নিতে হবে ।

বরদান :-- নিজেকে সঙ্গমযুগী মনে করে ব্যর্থকে সমর্থতে পরিবর্তন করে সমর্থ আত্মা ভব

এই সঙ্গম যুগ হলো সমর্থ যুগ । তাই সর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে, আমরা সমর্থ যুগের অধিবাসী, সমর্থ বাবার সন্তান, সমর্থ আত্মা, তাহলে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে । কলিযুগ হলো ব্যর্থ, যখন কলিযুগকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, সঙ্গম যুগী হয়েছ, তখন ব্যর্থ সমাপ্ত হয়েই গেছে । যদি সময়েরও স্মরণ থাকে তাহলে সময় অনুযায়ী কর্মও স্বতোই চলতে থাকবে । অর্ধেক কল্প ব্যর্থ চিন্তা করেছে, ব্যর্থ করেছে, কিন্তু এখন যেমন সময়, যেমন বাবা তেমন বাচ্চা ।

স্লোগান :-- যে সর্বদা ঈশ্বরের বিধানে চলে, সে-ই ব্রহ্মা বাবার সমান মাস্টার বিধাতা হয় ।

স্মৃতি দিবসের মহত্ব

আজ মধুবনের বাবা মধুবনে এসেছেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে । আজ অমৃতবেলা থেকে স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের গীত, সমান বাচ্চাদের মিলনোৎসব উদযাপনের গীত, সংস্পর্শে থাকা বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহে ভরা সুর, বন্ধলী (যারা বন্ধনে রয়েছে) বাচ্চাদের স্নেহভরা মিষ্টি অনুযোগ, অনেক বাচ্চাদের স্নেহপুষ্প বাপদাদার কাছে এসে পৌঁছেছে । দেশ-বিদেশের বাচ্চাদের সমর্থ সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞা বাপদাদার খুব কাছে এসেছে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের স্নেহের সঙ্কল্প এবং সমর্থ সঙ্কল্পের রেসপন্ড করছেন, "সদা বাপদাদার স্নেহী ভব" ! "সদা সমর্থ সমান ভব, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় সমীপ ভব, নির্ণার অগ্নি দ্বারা বন্ধনমুক্ত স্বতন্ত্র আত্মা ভব" । বাচ্চাদের বন্ধনমুক্ত হওয়ার দিন সমাগত প্রায় । বাচ্চাদের স্নেহে হৃদয়ের আওয়াজ, কুস্কর্গ আত্মাদের অবশ্যই জাগাবে । সেই একই আত্মারা যারা বন্ধন তৈরি করেছে তারাই নিজেদের স্বয়ং ঈশ্বরীয় স্নেহের বন্ধনে বাঁধবে । বাপদাদা বন্ধন-বেড়ি পরা বাচ্চাদের শুভ দিন আসার আশ্বাস দিচ্ছেন, কারণ - আজকের এই বিশেষ দিনে স্নেহের বিশেষ মোতি বাপদাদার কাছে পৌঁছায় । স্নেহের মোতি তোমাদের শ্রেষ্ঠ হীরে বানিয়ে দেয় । আজ সমর্থ দিবস । আজকের দিন সমান বাচ্চাদের তত্বম্ বরদান প্রাপ্তির দিন । আজকের দিনে বাপদাদা শক্তিসেনাকে সর্বশক্তি উইল করে দেন, উইল পাওয়ার দেন এবং তিনি তোমাদের উইলের পাওয়ার দেন । আজকের দিনে বাবার ব্যাকবোন হয়ে বাচ্চাদের বিশ্বের ময়দানে সামনে নিয়ে আসেন । বাবা আননোন (অপরিচিত), বাচ্চারা ওয়েল-নোন (সুপরিচিত) । আজকের দিন ব্রহ্মাবাবার কর্মভীত হওয়ার দিন । তীরগতিতে বিশ্ব কল্যাণ, বিশ্ব পরিক্রমা করার কার্য আরম্ভ হওয়ার দিন আজ । আজকের দিন দর্পণরূপী বাচ্চাদের দ্বারা বাপদাদার প্রখ্যাত হওয়ার দিন । বিশ্বের বাচ্চাদের কাছে বিশ্বপিতার পরিচয় দেওয়ার দিন আজ । সকল বাচ্চাদের নিজের স্থিতি, গুণান স্তম্ভ, শক্তিস্তম্ভ অর্থাৎ স্তম্ভসম অনড়, অটল হওয়ার প্রেরণা দেওয়ার দিন । প্রত্যেক বাচ্চা বাবার স্মরণিক শান্তিস্তম্ভ । এটা স্থূল শান্তিস্তম্ভ যা বানানো হয়েছে । যেমনই হোক, তোমরা সব চৈতন্য বাচ্চারাই বাবার স্মরণে থাকা স্মৃতিস্তম্ভ । বাপদাদা তোমরা সব চৈতন্য স্তম্ভ বাচ্চাদের পরিক্রমণ করেন । এখন যেমন শান্তিস্তম্ভে গিয়ে দাঁড়াও, তেমনই স্মরণে থাকা তোমরা সব স্তম্ভের সামনে বাপদাদা দাঁড়িয়ে থাকেন । আজ এই দিনে তোমরা বিশেষভাবে বাবার কামরায় যাও । বাপদাদাও সব বাচ্চাদের মন-কামরায় তাদের সাথে হৃদয়ের কথা বলেন । তোমরা বাবার কুটিরেও যাও । কুটির হলো প্রিয়তম এবং প্রিয়ার স্মৃতিচিহ্ন । অনুরাগী বাচ্চাদের সাথে প্রিয়তম বাবা মিলনোৎসব পালন করেন । সুতরাং বাপদাদাও সব অনুরাগী বাচ্চাদের বিভিন্ন সঙ্গীত-সুর শুনতে থাকেন ।

কেউ স্নেহের তালে সুর তোলে, কেউ শক্তির তালে, কেউ আনন্দ, কেউ বা প্রেমের তালে । বিভিন্নরকম তালে তান শুনতে থাকেন । বাপদাদাও তোমাদের সাথে সাথে ক্রমাগত পরিক্রমণ করতে থাকেন । তাহলে, আজকের দিনের বিশেষ মহত্ব বুঝেছো তোমরা !

আজকের দিন শুধু স্মরণের দিন নয় বরং স্মরণ তথা সমর্থী দিবস । আজ বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যের দিন নয় । বরং এটা সেবায় দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক দিবস । এই দিন সমর্থের স্মৃতির তিলক গ্রহণের দিন ।

"সামনে বাচ্চা, পিছনে বাবা", এই সঙ্কল্পের সাকার রূপ হওয়ার দিন । আজ, এই দিনে ব্রহ্মাবাবা ডবল বিদেশি স্নেহী বাচ্চাদের বাবার সঙ্কল্প এবং তাদের জন্য তাঁর আহ্বানের সাকার উল্লাস দেখে

বিশেষভাবে পুলকিত হচ্ছেন। কিভাবে সন্নেহে তোমরা বাবার কাছে পৌঁছে গেছ ! তোমাদের প্রতি ব্রহ্মাবাবার আহ্বানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ তোমরা, এমন সর্বশক্তির রসভরা শ্রেষ্ঠ ফল দেখে ব্রহ্মাবাবা তোমরা সব বাচ্চাদের বিশেষ অভিনন্দন এবং বরদান দিচ্ছেন। সদা সহজ বিধি দ্বারা ক্রমাগত অবিরতভাবে বৃদ্ধি অর্থাৎ উন্নতি করতে থাকো। বাচ্চারা যেমন প্রতি পদে "বাবার চমৎকার" এই গীত গায়, সেইরকম বাবাদাদাও এটাই বলেন, "বাচ্চাদের চমৎকার"। তোমরা দূরদেশী, দূরের ধর্মের হয়েও তোমরা কতো কাছে এসে গেছ ! আবুতে থাকা যারা কাছের, তারা দূর হয়ে গেছে। তারা সাগরতীরে বাস করেও পিপাসার্ত থেকে গেছে, কিন্তু ডবল বিদেশি বাচ্চারা অন্যদের পিপাসা মেটানোর জ্ঞান গঙ্গা হয়ে গেছে। এই চমৎকারিষ বাচ্চাদেরই ! তাইতো বাপদাদা এইরকম সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের প্রতি সদাসর্বদা খুশি হন। তোমরাও সবাই খুশি তো, তাই না ? আচ্ছা -

এইরকম সদা সমান হওয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পধারী, সর্বশক্তির উইল দ্বারা যারা তাদের উইল পাওয়ার জিইয়ে রাখে, যারা সদা প্রিয়তম'র প্রিয়া হয়ে বিভিন্ন সূর শোনায়, যারা প্রতিনিয়ত স্তম্ভ সমান অনড় এবং অচল থাকে, সহজ বিধি দ্বারা সদা বৃদ্ধি লাভ করে সবকিছুতে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত করিয়ে, সদা মধুর মিলন উদযাপন করে, দেশ-বিদেশের সেই সবরকম ভ্যারাইটি বাচ্চাদের পুষ্পবৃষ্টি সহকারে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

আজ সকল স্নেহী, বিশেষ সেবাধারী বাচ্চাদের বতনে ডাকা হয়েছে। জগৎ অশ্বা এবং দিদিকেও ডাকা হয়েছে। বিশ্ব কিশোর এবং সকল অনন্য বাচ্চারা, যারা সেবার জন্য গেছে, তাদের সবাইকে বতনে ডাকা হয়েছে বিশেষ স্মৃতি দিবস উদযাপন করার জন্য। ডবল সেবার নিমিত্ত হওয়া সকল অনন্য বাচ্চারা সঙ্গমের ঈশ্বরীয় সেবাতেও সাথী আর ভবিষ্যৎ রাজ্য তোমাদের প্রাপ্ত করানোর সেবাতেও সাথী। সুতরাং তারা ডবল সেবাধারী তো হয়েই গেল, তাই না ! এইরকম ডবল সেবাধারী বাচ্চারা বিশেষভাবে মধুবনে আসা সকল স্নেহী সহযোগী আত্মাদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছে। আজ বাপদাদা তাদের তরফে স্মরণ-স্নেহের সন্দেশ (বার্তা) দিচ্ছেন। বুঝেছো তোমরা ! তোমরা কাউকে, তো অন্যেরা অন্য কাউকে স্মরণ করে। বাবার সাথে সেবার্থে নিমিত্ত সমস্ত অ্যাডভান্স পুরুষার্থী বাচ্চাদের, যারাই তোমাদের সঙ্কল্পে স্মরণ করছে, তাদেরকে স্মরণ করার জন্য রিটার্নে তারা সবাই তোমাদের স্মরণ-স্নেহ দিয়েছে। পুষ্পশান্তাও সন্নেহে স্মরণ করেছেন। এমন কতো নাম বাবা উল্লেখ করবেন ! বতনে সকলের জন্যই বিশেষ পার্টি ছিলো। দিদি ডবল বিদেশিদের বিশেষ স্মরণ দিয়েছেন। তোমরা অনেকেই আজ দিদিকে বিশেষভাবে স্মরণ করেছো, তাই না ? কারণ তোমরা সব ডবল বিদেশিরা শুধুমাত্র দিদিকেই দেখেছো। তোমরা জগৎ অশ্বা বা ভাউ (ভাই বিশ্ব কিশোর) কাউকেই দেখনি, এইজন্য বিশেষভাবে দিদিই স্মরণে এসেছেন। তাঁর অন্তিম মুহূর্তে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্কল্প এবং নির্মোহ ছিলেন। তিনিও তোমাদের স্মরণ করেন, কিন্তু সেটা আকৃষ্ট করার স্মরণ নয়। তিনি স্বতন্ত্র আত্মা। তাদেরও সংগঠন শক্তিশালী হচ্ছে। তারা সকলেই নামিগ্রামী অর্থাৎ সুপরিচিত। আচ্ছা -

কিছু বিদেশি ভাই-বোনেরা সেবাতে যাওয়ার জন্য বাপদাদার থেকে ছুটি নিচ্ছে :-

সব বাচ্চাদের বাপদাদা এটাই বলেন যে তোমরা যাচ্ছনা, কিন্তু সেবা করে বাবার সামনে ফুলের তোড়া আনার জন্য, আবারও ফিরে আসার জন্য যাচ্ছ, এই কারণে তোমরা ঘরে যাচ্ছ না, তোমরা সেবাতে যাচ্ছ। সবসময় মনে রেখো, সেটা তোমাদের ঘর নয়, সেটা সেবাস্থান। করুণাময় বাবার বাচ্চা তোমরা, সুতরাং দুঃখী আত্মাদেরও কল্যাণ করো। সেবা বাদ দিয়ে তোমরা শান্তিতে ঘুমাতেও

পারবেনা । স্বপ্নও তো আসে সেবারই, তাই না ! চোখ খোলার সাথে সাথেই তোমরা বাবার সাথে মিলিত হও এবং সারাদিন তোমরা শুধু বাবা আর সেবার চিন্তা করো । দেখ, বাপদাদা কতো গৌরবান্বিত যে শুধুমাত্র একটা বাচ্চা সার্ভিসেবল নয়, বরং তোমরা সব বাচ্চারা সার্ভিসেবল । প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্ব কল্যাণকারী । এখন দেখা যাক ফুলের তোড়া কে সবচেয়ে বড় আনতে পারে ! তাহলে তোমরা যাচ্ছ নাকি আবার ফিরে আসছ ! সুতরাং অধিক স্নেহ কার, বাবার নাকি তোমাদের ? যদি বাচ্চাদের স্নেহ বেশী থাকে, তবে বাচ্চারা সেফ । মহাদানী, বরদানী, সম্পন্ন আত্মারা যাচ্ছে, এখন অনেক আত্মাদের তোমাদেরকে ধনবান বানাতে হবে, তাদের সাজিয়ে বাবার সামনে নিয়ে আসতে হবে । তোমরা যাচ্ছ না কিন্তু সেবা করে তিন গুন হয়ে ফিরে আসবে । শারীরিকভাবে যতো দূরেই যাও, কিন্তু তোমরা আত্মারা সদা বাবার সাথে আছো । বাপদাদা সহযোগী বাচ্চাদের সদাই সাথ দেন । সহযোগী বাচ্চাদের সদা সহযোগের প্রাপ্তি হয় । আচ্ছা ।

ডবল বিদেশি ভাই বোনেদের প্রশ্ন এবং বাপদাদার উত্তর

প্রশ্ন: - কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মাদের ওপরে ইভিল সোলস্-এর প্রভাব পড়ে, সেই সময় কি করা উচিত ?

উত্তর: - এই পরিস্থিতিতে সেবাকেন্দ্রের বাতাবরণ সদাসর্বদা অতি শক্তিশালী থাকতে হবে । সেইসঙ্গে তোমাদেরও নিজেদের স্থিতি অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে । তাহলেই সেই ইভিল স্পিরিট কোনকিছু করতে পারবে না । এরা মনকে কন্ডা করে নেয় । মনের শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে, আত্মার ওপর এর প্রভাব পড়ে । সুতরাং, শুরু থেকে প্রথমেই যোগযুক্ত আত্মাদের বিশেষ যোগ ভাঙি করে তার প্রতি (প্রভাবিত আত্মাকে) শক্তি দাও এবং সেই যোগযুক্ত যে গ্রুপ, তাদের বুঝতে হবে যে এই বিশেষ কার্য তাদেরকে করতে হবে । যেমন অন্য প্রোগ্রাম হয়, তেমনই এই প্রোগ্রাম এমন অ্যাটেনশনের সাথে করতে হবে, আর শুরু থেকেই সেই আত্মা শক্তি পেয়ে গেলে সে বাঁচতে পারবে । সেই আত্মার ওপরে অন্যের প্রভাব থাকার কারণে পরবশ আত্মা যদি যোগে নাও বসতে পারে, তাহলেও সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমরা তোমাদের কার্য নিশ্চয় বৃদ্ধি হয়ে করতে থাকো । তারপরে, ধীরে ধীরে সেই আত্মার অস্থিরতা শান্ত হয়ে যেতে থাকবে । সেই ইভিল আত্মা প্রথমে তোমাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করো যে, তোমাকে এই কার্য করতেই হবে, ভয় পেয়োনা, তারপরেই ধীরে ধীরে তার প্রভাব সরে যাবে ।

প্রশ্ন: - সেবাকেন্দ্রে যদি কোনো আত্মা জ্ঞান শোনার জন্য আসে, তবে কি করা উচিত ?

উত্তর: - যদি জ্ঞান শুনে সেই আত্মার মধ্যে কোনও পার্থক্য বা যদি সেই আত্মা সেকেন্ডের জন্যেও কিছু অনুভব করে, তখন সেই আত্মাকে তোমাদের উৎসাহিত করা উচিত । কখনো কখনো আত্মারা তাদের ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ার কারণেও তোমাদের কাছে আসে, তোমাদের পরখ করে নিতে হবে, সেই আত্মা পরিবর্তন হতে এসেছে নাকি তাদের অস্থির স্থিতির কারণে যেখানে জায়গা পেয়েছে এসে গেছে ! পরখ করা প্রয়োজন কারণ, অনেকবার এমন ক্ষিপ্ত অবস্থা হয় যে যেখানে দরজা খোলা দেখবে সেখানে যাবে । তাদের কোনো হুঁশ থাকেনা । সুতরাং এইরকম অনেক আত্মা আসবে, কিন্তু প্রথমে তাদেরকে তোমাদের পরখ করতে হবে । তা' নয়তো সময় ওয়েস্ট হবে । কখনো কেউ ভালো উদ্দেশ্যে আসবে, কিন্তু অন্যের দ্বারা প্রভাবিত, তখন তোমাদের কর্তব্য তাকে শক্তি দেওয়া । কিন্তু এইরকম আত্মাদের কখনো একা অ্যাটেন্ড করোনা । কুমারীরা কেউ এমন আত্মাকে একা অবশ্যই

অ্যাটেন্ড করোনা, কারণ, কুমারীকে একা দেখে তাদের উন্মাদনা আরও বেড়ে যায়। সুতরাং, যদি তোমরা উপলব্ধি করো যে সেই আত্মা যোগ্য, তবে তাকে আসার এমন সময় স্থির করে দাও যখন আরও দু-তিনজন অথবা দায়িত্বশীল কেউ অথবা বিচক্ষণ কেউ চারপাশে উপস্থিত থাকবে। এইরকম হলে তবেই সেই সময় ওই আত্মাদের ডেকে তাদের সাথে ব'সো, কারণ বর্তমান সময় দুনিয়া অতি মলিন এবং লোকের মনে অনেক খারাপ সঙ্কল্প থাকে এইজন্য কিছু অ্যাটেনশনের প্রয়োজন। তোমাদের যদি অত্যন্ত ক্রিয়ার বুদ্ধি থাকে তবে তাদের প্রত্যেকের ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারবে কি উদ্দেশ্যে তারা এসেছে।

প্রশ্ন: - আজকাল কোনো কোনো স্থানে খুব চুরি আর ভয়ের বাতাবরণ, তার থেকে নিজেদের কিভাবে সুরক্ষিত করবো ?

উত্তর: - এর জন্য যোগের অনেক শক্তি প্রয়োজন। ধরো, কেউ তোমাদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এসেছে, তখন সেই সময় যোগের শক্তি দাও। সেই সময় যদি তুমি কিছু বলো তবে ক্ষতি হয়ে যাবে, সুতরাং এই সময় শান্তির শক্তি দাও। সেই সময় কিছু বলা মানেই আগুনে তেল ঢালা। তোমরা অবিচলিত থাকো, যেন তোমাদের কোনো পরোয়া নেই। সে যা-ই করুক সাক্ষী হয়ে সেই অনাচারীকে শান্তির শক্তি দাও, তবে সে তার হাত চালাবে না অর্থাৎ হিংস্র হয়ে উঠবে না। সে বুঝবে যে এদের তো কোনও পরোয়া নেই। নয়তো, সে তোমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করবে, ভয় পেলে বা দ্বিধাগ্রস্ত হলে সে আরও দ্বিধায় ফেলে দেবে। ভয় তাদের সাহস যোগায়, এইজন্য ভয় পেলে চলবে না। এমন সময়ে সাক্ষীদৃষ্টার স্থিতি ইউজ করতে হবে। এই সময়ে তোমরা যা অভ্যাস করেছে সেসব প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন: - বাপদাদা দ্বারা যে ব্লেসিং পাওয়া যায়, তার অপপ্রয়োগ কিভাবে হয় ?

উত্তর: - বাপদাদা যেমন কখনো কখনো কিছু বাচ্চাদের সার্ভিসেবল বা অনন্য বলেন, অথবা কোনো বিশেষ টাইটেল দেন। আর বাচ্চারা সেই টাইটেলের মিসইউজ করে। তারা ভাবে, "আমি তো এমন হয়েই গেছি। আমি এইরকমই।" আর এইরকম ভেবে তারা নিজের পরবর্তী পুরুষার্থ ছেড়ে দেয়, সেটাকেই বলা হয় মিসইউজ অর্থাৎ সঠিকভাবে কোনকিছু ব্যবহার না করা, কারণ বাপদাদা যে বরদান দেন সেই বরদান নিজের জন্য এবং সেবার জন্য প্রয়োগ করতে হবে, এটাই হলো সঠিকভাবে ইউজ করা এবং মিসইউজ করা মানে অসতর্ক হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন: - বাইবেলে দেখানো হয়, অন্তিম সময় অ্যান্টি-ক্রাইস্টের রূপ হবে, এর অর্থ কি ?

উত্তর: - অ্যান্টি-ক্রাইস্টের অর্থ, সেই ধর্মের প্রভাব হ্রাস করা। আজকাল যদি তোমরা সেই খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে দেখ, খ্রীষ্টান ধর্মের ভ্যালুকে কম মনে করা হচ্ছে। সেই ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ততো শক্তিশালী মনে করেনা এবং অন্যের মধ্যে তারা বেশি শক্তি অনুভব করে, এরাই অ্যান্টি-ক্রাইস্ট হয়ে যায়। আজকাল যেমন অনেক পাদ্রী ব্রহ্মচার্যকে ততটা গুরুত্ব দেয়না, এমনকি তারা ব্রহ্মচারীদের গৃহস্থ হতে প্রেরণা দিতে শুরু করেছে। সুতরাং, এইভাবে সেই ধর্মের লোকেরা অ্যান্টি-ক্রাইস্ট হয়ে যায়। আচ্ছা !

বরদান: - বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে প্রতিটি কার্যে সদা এভাররেডি থেকে মাস্টার ভাগ্য বিধাতা ভব

যে বাচ্চারা বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে বাবার প্রতিটি কার্যে সদা সহযোগী, সদা এভাররেডি থাকে, আজ্ঞাকারী হয়ে সদা বলে হ্যাঁ বাবা, আমরা প্রস্তুত । বাবাও এইরকম সহযোগী বাচ্চাদের সদা মুরব্বি বাচ্চা, সুপুত্র বাচ্চা, বিশ্বের শৃঙ্গার সম্ভ্রোধন ক'রে, তিনি তাদের মাস্টার বরদাতা এবং ভাগ্য বিধাতার বরদান দেন । এইরকম বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও প্রবৃত্তির বৃত্তির উর্ধ্বে থাকে, গার্হস্থ্য ব্যবহারে থেকেও সদা অলৌকিক ব্যবহারের খেয়াল রাখে ।

স্লোগানঃ - প্রতিটা বোল এবং কর্মে সততা ও স্বচ্ছতা থাকলে তবে ঈশ্বরের প্রিয় রত্ন হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধি সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকা উচিত, কারণ তোমরা এখন বাবার সমান মাস্টার নলেজফুল হয়েছ"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমরা কিসের ভিত্তিতে ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও ?

উত্তর:- সঙ্গমযুগে তোমরা সরাসরি বাবাকে নিজের সবকিছু দিয়ে দাও। সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে দেওয়ার পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও। বাবা বলছেন, তোমাদের কাছে এখন যত আবর্জনা আছে, সেগুলো সব আমাকে দিয়ে দাও। মৃত্যুর আগে নিজের সবকিছু ট্রান্সফার করে দিলে ভবিষ্যতে তার রিটার্ন পেয়ে যাবে।

গীত:- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। শালিগ্রামদের উদ্দেশ্যে শিব ভগবানুবাচ। রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে এখানে আমাদেরকে আত্মা মনে করে বসতে হবে, শরীর মনে করে নয়। বাকি গোটা দুনিয়াতে এমন একজন মানুষও নেই যে আত্মা কি জিনিস সেটা বোঝে। আত্মাকেই জানে না, তাই পরমাত্মাকে জানবে কিভাবে? বাবার কাছেই আত্মার বিষয় বুঝতে পারা যায়। আত্মা এবং পরমাত্মাকে না জানার জন্যই মানুষ দুঃখী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে এই ড্রামার আয়ু বা কল্পবৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এটা তো বোঝো যে ওই বীজ যদি চৈতন্য হত, তাহলে সে বলত যে আমার দ্বারা এইভাবে বৃক্ষের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ওটা হল জড়। কেবল মনুষ্য সৃষ্টির এই ভ্যারাইটি বৃক্ষই হল চৈতন্য। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এখন সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান পেয়েছ। যেমন বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকে, সেইরকম এই বাবা হলেন চৈতন্য বীজ। বলা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৎ-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। নিরাকারের মহিমা করা হয়। তাঁর মহিমা সকলের থেকে একেবারে আলাদা। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। হয়তো দেবতার এখান থেকেই উত্তরাধিকার পায়, কিন্তু ওখানে ওদের কাছেও এই জ্ঞান থাকে না। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? এখন এখানে তোমরা সমস্ত জ্ঞান পাচ্ছ। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সেই জ্ঞানও বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবা এসে এখন নতুন রাজধানী স্থাপন করছেন। তোমরা হলে এই নাটকের অ্যাক্টর। কেবল তোমাদের কাছেই এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের এবং রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান আছে। অন্য কারোর কাছে নেই। না আছে শূদ্রদের, আর না আছে দেবতাদের। কেউ শুনলে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে। মানুষ তো বলে, যত উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয় সেগুলো নাকি পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগে তো এইসব ছিল না। এইসব উৎসব সম্বন্ধে কেউ কিছু জানত না। এখন তো বলা হয় - দশেরা, দিওয়ালি ইত্যাদি উৎসব আসছে। ওখানে এইসব কিছুই মনে থাকবে না। একদম নিশ্চিত হয়ে রাজস্ব করবে। এখন এখানে তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে। তোমরা হলে অভিনেতা। ড্রামার ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (নির্দেশক), মুখ্য অ্যাক্টর, ড্রামার ডিউরেশন (অবধিকাল) ইত্যাদি তোমরা জানো। এইসব জ্ঞান যাদের বুদ্ধিতে থাকে তাদের অপার খুশি থাকবে। ফাদারকেই নলেজফুল জ্ঞানের সাগর বলা হয়। কিসের নলেজ ? তোমরা ছাড়া আর কেউই এটা বুঝতে পারবে না। গডকেই নলেজফুল, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি

বলা হয়। কিন্তু কিসের নলেজ? সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থসমূহ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। ওগুলো হল ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, কেবল পূজা করতে থাকো। এছাড়া রচয়িতা এবং রচনার কোনো জ্ঞান নেই। তাই তো ঋষি-মুনিরাও বলে যে আমরা রচনা এবং রচয়িতাকে জানি না। এইসব তো কেবল বাবা-ই বোঝাতে পারেন। তাই ওরা আর জানবে কোথা থেকে? এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে শুনছ। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান কেবল তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না। তোমরা কত উচ্চ জ্ঞান লাভ করছ। তাই তোমাদের মত বাচ্চাদের কতই না খুশি হওয়া উচিত। দুনিয়ার মানুষ ডাক্তারি পড়ার জন্য বিদেশে যায়। বেহদের বাবা, যিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর কাছ থেকে আমরা সবকিছু জানতে পারছি। আমরা তাঁর সন্তান। তাই বুদ্ধি সর্বদা জ্ঞানের দ্বারা ভরপুর থাকা উচিত। কত খুশি হওয়া উচিত - এমন কিছু নেই যেটা আমরা জানিনা। দুনিয়ার মানুষ যেটা পড়ে সেটা তো কিছুই নয়। ভক্তিমার্গের অনেক শাস্ত্রও পড়ে। কিন্তু এটা তো কেউই জানে না যে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। এইসময়ে তোমরা বাচ্চারা মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাও। সবকিছু বিস্তারিত ভাবে জেনে গেছ। এখন কেবল তমোপ্রধান আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে। কেউ হয়তো তমোপ্রধান থেকে তমো হয়েছে, কেউ হয়তো তমো থেকে রজো হয়েছে, আবার কেউ হয়তো রজো থেকে সতো হয়েছে। কিন্তু কাউকেই সতোপ্রধান বলা যাবে না। যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তখন পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তখন তো রাজস্ব করার জন্য নূতন দুনিয়া দরকার হবে। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। এই যুক্ত যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন এতে গোটা দুনিয়ার আছতি পড়বে। এই পড়াশুনা শেষ হয়ে যাবে এবং পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যেমন ওরাও পরীক্ষায় পাশ করে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও এই মৃত্যুপুরী থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরপুরীতে চলে যাবে। আমরা তো অমরপুরীতেই ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে মৃত্যুপুরীতে এসে গেছি। তোমরা বলো যে আমরা এখন পড়াশুনা করছি, এরপর অমরপুরীতে গিয়ে দেবী-দেবতা হব। বাবা-ই মানুষ থেকে দেবতা বানান। পতিতদেরকে পবিত্র দেবী-দেবতা কে বানাবে? এখানে তো কোনো দেবতা নেই যে দেবী-দেবতা বানাতে পারবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওরা তো এখানে নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেই এখন শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য দিচ্ছেন। যখন স্বর্গ ছিল তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিল। ওদের এই রাজস্ব কে স্থাপন করেছিল? স্বয়ং হেভেনলি গড ফাদার এসে প্যারাডাইস সত্যযুগ স্থাপন করেছিল। যেখানে দেবী-দেবতারাজ্য করত। ওখানে অন্য কোনো ভূমি ছিল না। কেবল ভারতভূমিই ছিল। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে আমরা যখন রাজস্ব করব তখন অন্য কেউ থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই গোটা বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে, এর বীজ ওপরে আছে। সেই বীজ হল সং এবং চৈতন্য। আত্মাও ইম্-পেরিশেবল্ (অবিনাশী) এবং বাবাও ইম্-পেরিশেবল্। বাবার কাছে যা জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদেরকে শোনান। গোটা বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে আর বাবা তার উপরে রয়েছেন। এখন মানুষ তমোপ্রধান কাঁটা হয়ে গেছে। বৃক্ষ পুরাতন হলে শুকিয়ে যায়। তাই একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। ওখানে তো ফুলের বাগান থাকবে। বাবা হলেন বাগানের মালিক। কেউ তাঁকে মাঝি বলে, কেউ বলে বাগানের মালিক, আবার কেউ তাঁকে মালিও বলে। বাবা হলেন মাঝি। তোমরাও নৌকা চালানো শিখছ। প্রত্যেকের নৌকা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। শরীর এবং আত্মা দুটো দিয়ে নৌকা তৈরি। গায়ন করা হয়-আমার তরীকে তীরে পৌঁছে দাও। নৌকাও পুরাতন এবং শরীরও পুরাতন। তাহলে কিভাবে পার হবে এবং পার হয়ে কোথায় যাবে? তোমরা জানো যে পার হওয়া কাকে বলা হয় এবং মুক্তিধাম-জীবনমুক্তিধাম কি? বরাবর এই সময়েই বাবা ওই পারে নিয়ে যান। দুঃখধাম থেকে সুখধাম অথবা

বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে যান। ওরা তো কেবল গায়ন করে যে আমার তরীকে তীরে পৌঁছে দাও ; হে বাগানের মালিক, তুমি এসে কাঁটা থেকে ফুল বানাও। তোমরাও আগে এইসব জানতে না। এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত সকল রহস্য জেনে গেছ। যে এইসব জানে সে-ই অন্যকে শোনায়ে। অন্তরে যদি জ্ঞানের ফোঁটা পড়তে থাকে তাহলে সর্বদা খুশি বজায় থাকবে, চিন্তার কোনো বিষয়ই থাকবে না। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং আমরা এখন বাবার মতো হচ্ছি। বাচ্চারা তো বাবার মতোই হয়, তাই না? বাবা হলেন নলেজফুল, তাই তোমাদেরকেও নলেজফুল বানিয়েছেন। পরমাত্মা বাবার সাথেই আত্মাদের সকল কানেকশন। আত্মা-ই বলে- বাবার কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, সেটাই তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে দিচ্ছেন। তোমরা হলে রুহানি বাবার রুহানি সন্তান। এটাও একটা নুতন কথা। বাবা ছাড়া তো অন্য কেউ শোনাতে পারবে না। সেই নিরাকার বাবা-ই সাকার শরীরকে আধার করে শোনান। নাহলে তো তোমরা শুনতে পেতে না। বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানান। বাবা-ই সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে যেসব মহিমা করা হয়, সেইসব তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে কি পার্থক্য রয়েছে? আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি না, তোমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসো। আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিই। আমি হলাম সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, শান্তির সাগর। তোমাদেরকেও এই উত্তরাধিকার দিই। তোমরা জানো যে আবার ৫ হাজার বছর পরে এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। যে যত পড়াশুনা করবে, তার তত নলেজের দ্বারা ইনকাম হবে। এটা একদিকে যেমন নলেজ, তেমনি অন্যদিকে ব্যবসা। যারা ঋণ দেয় তারা অনেক চুক্তি করে। তোমরা কি দিচ্ছ? আবর্জনা। মরে যাওয়ার পরে করনিষোর (বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়)-কে আবর্জনা দেওয়া হয়। তোমাদেরকে জীবিত অবস্থায় দিতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ঈশ্বরকে কি পুরাতন তক্তপোষ ইত্যাদি দেবে? বাবা বলছেন, তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই সব দিয়ে দাও। এইসব পুরাতন জিনিস তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। হয়তো কেউ খুব ধনী। কিন্তু কতদিনের জন্য? এক জন্মের জন্য। তারপর কর্ম অনুসারে কোথায় জন্ম নেবে কে জানে। আর তোমরা তো পুরুষার্থ অনুসারে বাবার কাছ থেকে পুরো ২১ জন্মের জন্য নিয়ে নিচ্ছ।

এটা হল রুহানি (আত্মিক) সার্ভিস। শারীরিক সার্ভিসের ব্যাপারে তো গোটা দুনিয়া জানে। রুহানি সার্ভিসের ব্যাপারে কেউই জানে না। সুপ্রিম রুহ (পরম আত্মা) এসে জ্ঞান দেন। সেই সুপ্রিম আত্মার জন্ম জয়ন্তীও পালন করা হয়। তাঁকেই সুখের সাগর, শান্তির সাগর, দুঃখ হরণকারী-সুখ প্রদানকারী ইত্যাদি বলা হয়। তাঁর নাম হল শিব। জন্মদিনও পালন করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই নেই। বাবা এসেই এই সব রহস্য বোঝান। এরপর আবার ৫ হাজার বছর পরে শোনাবেন। সত্যযুগে এইসব জ্ঞান থাকবে না। কারণ সেখানে আত্মারা সতোপ্রধান হবে। জ্ঞানের দ্বারা-ই ওরা ঐরকম হবে। এইগুলো সব নুতন কথা। যারা মন্দির বানায় তারাও জানে না যে আমরা কেন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানাই? কে তাদেরকে এই রাজস্ব দিয়েছিল? কিভাবে এই পদ পেয়েছিল? বলা হয় কর্মের ফল। এখন বাবা বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি কেমন হয় সেই রহস্য বোঝাচ্ছেন। ওরাও নিশ্চয়ই এই জ্ঞান শুনেছিল। ভগবানুবাচ হল - গীতার দ্বারা-ই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। ওখানে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। তাহলে বাকি গোটা দুনিয়া কোথায় গেল? নিশ্চয়ই বিনাশ হয়েছিল। মহাভারতের যুদ্ধের গায়ন তো আছেই। বলা হয় গিরিধর কবিরাজ।

গিরিধর তো কৃষ্ণকে বলা হয়। তাহলে কবি কে? শিববাবাকে কবি বলা হয়। কবি, অর্থাৎ যিনি শোনান ।

তোমরা জানো যে অনেক দুর্যোগ আসবে। পুরাতন দুনিয়াকে বিনাশ করার জন্য কত কিছু বানাচ্ছে। এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ যখন ভগবান এসে রুদ্র স্তোত্র যজ্ঞের রচনা করেছিলেন। ভগবান কেন যজ্ঞ রচনা করেন? যজ্ঞ তো সুখ-শান্তির জন্য রচনা করা হয়। বাবা সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ প্রদান করেন। এই স্তোত্র যজ্ঞে সমস্ত পুরাতন দুনিয়া স্বাধা হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে - আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম যজ্ঞের সেবক। আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম ব্রহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী। তাই বাবা এই মুখের দ্বারা যা বলবেন সেটা অবশ্যই মানতে হবে। শ্রী শ্রী-র শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারা-ই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে রুদ্র মালার দানা হব। বাসবানী বংশ, কৃপলানী বংশের মতো এটা হল নিরাকার বংশের বৃক্ষ যার একেবারে ওপরে রয়েছে শিববাবা। এই নিরাকারী বৃক্ষ ধীরে ধীরে সাকারী বৃক্ষ হয়। প্রথমে আছেন প্রজাপিতা। তাই ইনি হলেন শারীরিক, আর উনি হলেন আত্মিক। আত্মিক পিতা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। তাঁকে পতিত-পাবন নামেই আহ্বান করা হয়। বলা হয়- পুরাতন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্য এসো। তিনি নুতন করে তৈরি করেন না। প্রলয় হয় না। কেবল ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হয়। পুনরায় ৬৪-র চক্র শুরু হয়। অসীমের পিতার কাছ থেকে অসীম নলেজ এবং অসীম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সকলেই সেই অসীমের পিতাকে স্মরণ করে, 'হে ভগবান' ইত্যাদি বলে। 'হে ঈশ্বর', 'হে প্রভু' ইত্যাদি বললে কোনো চিত্র স্মরণে আসে না। নিরাকারের কথাই মনে আসে। বলা হয় ভগবানকে স্মরণ কর। তিনি তো ফাদার, তাই না? আমরা সবাই ভাই-ভাই। সবাই আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা, হে লিবারেটর (মুক্তিদাতা) আমাদেরকে গাইড করো। ঘরের কথা আমরা ভুলে গেছি। মনে থাকলেও যেতে পারি না। যোগ করলে আগুনে ঘি পড়তে থাকে। আত্মা তো অবিনাশী। তাই আত্মার জ্যোতি সম্পূর্ণভাবে নিভে যায় না। তাই এখন যোগবলের দ্বারা ঘি ঢালতে হবে। এরপর সদাকালের জন্য দীপমালা, রোশনাই হয়ে যাবে। দীপমালা মানে ঘরে ঘরে রোশনাই। কিন্তু এই দীপমালা কোথায় হবে ? সত্যযুগে। এখানে হবে না। তোমরা এইসব বিষয় বুঝতে পার। তোমাদের মধ্যে কোনো অন্ধবিশ্বাস নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চিন্তার থেকে ফ্রি হওয়ার জন্য বাবার সমান নলেজফুল হতে হবে। বুদ্ধিতে সর্বদা স্তোত্রের চিন্তন করতে হবে।

২) রুহানি সেবা করে নিজের ভবিষ্যতের প্রাপ্তি তৈরি করতে হবে। পুরাতন সবকিছু ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদান : - 'এক'-এর পাঠ দ্বারা নিরাকার এবং আকারকে সাকার রূপে অনুভব করে বরদানের প্রতিমূর্তি ভব

কেবল 'এক'-এর পাঠ পাকা করে বরদাতাকে রাজি করাতে পারলে অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত সারাদিনের প্রত্যেক কর্মে বরদানের দ্বারা-ই পালিত হবে এবং বরদানের দ্বারা-ই চলতে ও উড়তে থাকবে। সেই 'এক'-এর পাঠ হল - এক বল এক ভরসা, একমত, একরস, একতা এবং একান্তপ্রিয়তা...। এই 'এক' শব্দটাই বাবার অতি প্রিয়। যে এই 'এক'-এর পাঠ পাকা করে নেয়, তার কাছে কোনো কিছুই কঠিন মনে হয় না। এইরকম বরদানী আত্মা বিশেষ বরদান প্রাপ্ত করে, তাই সে নিরাকার এবং আকারকে সাকারের মতোই অনুভব করে।

স্লোগান : - অন্যদের থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের অবস্থার উন্নতি করার পরিবর্তে সকলের অবলম্বন (সাহারা) হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতক্ষণ আত্মারা পার্টে আছে, ততক্ষণ একশো ভাগ রেস্ট পেতে পারে না, রেস্ট পায় নির্বাণধামে, সেখানে কোনও পার্ট নেই"

প্রশ্ন : -- যে বাচ্চারা পড়তে পড়তে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাদের কি ধরনের সঙ্কল্প আসে যা বিকল্পের (অধর্ম) রূপ নিয়ে নেয় ?

উত্তর :- - ১) তাদের বাবাকে ছেড়ে দেবার অর্থাৎ তালাক দেবার সঙ্কল্প আসে । বাবা বলেন যে -- এই সঙ্কল্প আসাই হলো বিকল্প । এমন সঙ্কল্প করাও পাপ । পড়ার অভ্যাস না করার অর্থ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া । এইসব বাচ্চারা নিজেদের ইনকাম নষ্ট করে ফেলে । ২) যদি কোনো বিষয়ে কেউ মাতা - পিতার প্রতি রুষ্ট হয়, তাহলে সে একুশ জন্মের বাদশাহী হারিয়ে ফেলে ।

গীত : - আজ মানুষ রয়েছে অন্ধকারে, জ্ঞানের সূর্যে আলোকিত করো হে ভগবান

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তির গীত বা প্রার্থনা । কার কাছে প্রার্থনা করে ? ভগবানের কাছে । কিন্তু ঘোর অন্ধকারে থাকার কারণে ভগবানকে জানেই না । তাহলে এখন কে শুনবে ? যদি ভগবান তাদের ডাক শোনে তখনই এসে তো তিনি জ্যোতি জাগাবেন কিন্তু বাচ্চারা ভগবানকে জানেই না তাহলে শুনবে কিভাবে ? এখন তোমরা সামনে বসে আছো, ভগবান তোমাদের ঘোর অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে যাচ্ছেন । গায়নও আছে যে, ব্রহ্মার রাত আর ব্রহ্মার দিন । রাতে অনেকেই দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । তারা পাহাড়ে, বিভিন্ন ধর্মস্থানে, মন্দির এবং মসজিদে যায় কিন্তু ভগবানকে কোথায় পাবে ? ভগবানের জন্মও ভারতে পালন করা হয় । শিবরাত্রি তো বলা হয়, তাই না । বরাবর তাঁর স্মরণের প্রতিমাও এই ভারতেই আছে কিন্তু মানুষ বুঝতেই পারে না তিনি কবে আসেন । মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে । এখন তোমরা ঘোর অন্ধকারে নেই । তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আলোতে যাও । তোমরা বাচ্চারা জানো, এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির রচনা কে আর কিভাবে করেছেন ?

তোমরা এখানে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছো, যেখানে ঈশ্বর তোমাদের ঈশ্বর পড়ান, তোমাদের তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই জ্ঞান তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুঝতে পারে । কেউ তো সম্পূর্ণ বুঝতে পারে, কেউ আবার সম্পূর্ণ না বুঝে ভাগিনী হয়ে যায়, মাতা - পিতার উপর রেগে যায় । যার জন্য গায়ন আছে -- আশ্চর্যবৎ এমন মাতা - পিতার উপরে রেগে যায় । তারা এই জ্ঞান পছন্দ করে, অন্যকে বলে, তার পরও রেগে যায় । তারা জানে যে মাতা -পিতার থেকে আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাই, তবুও তারা ভুলে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, যাকে শান্তি বলা হয় তা পাওয়া যায় শান্তিধাম অথবা নির্বাণধামে, তাকে মুক্তিধামও বলা হয় । কেউ যদি বলে, আমি ১০০ ভাগ রেস্টে আছি, কিন্তু এমন কোনো কথা নেই । সারাদিনে কোনো না কোনো কর্ম অবশ্যই চলতেই থাকে । হ্যাঁ, অল্পকালের জন্য রাতের ঘুমকে রেস্ট বলা হয় কেননা আত্মা বলে, আমি সারাদিনে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন আমি রেস্ট নেবো । নিজেকে শরীর থেকে পৃথক করে দেয় । এ কথা তো তোমরা জানো যে - বাবা থাকেনই শান্তির দেশে, নাকি মনে করো, পরমপিতা পরমাত্মা ওখানে রেস্টে থাকেন । পরমাত্মা রেস্টে তখনই থাকেন, যখন তাঁর পার্ট থাকে না । মুক্তিধামে

তিনি কোনো কাজ করেন না। এ হলো খুব বোঝার মতো কথা। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাচ্ছে। বাবা বলেন যে, তোমরা কি জানো, আমি কখন রেস্টে থাকি? যখন তোমরা বাচ্চারা স্বর্গে সুখে থাকো। সেখানে তোমাদের সুখ - শান্তি দুইই থাকে। তাকে রেস্টে থাকা বলা যাবে না। রেস্টে তখনই বলা হবে, যখন তোমাদের কোনো পার্ট থাকবে না। তোমরা যখন স্বর্গে থাকো তখন আমাকে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। আমি তখন ওখানে, ঘরে শান্তিতে থাকি। শান্তির দ্বিতীয় শব্দ রেস্ট বলা হবে। এখানে তো রেস্টে থাকতে পারবে না। আত্মা বলে যে - আমি রেস্টে তখনই থাকি, যখন আমি রাতে নিদ্রা যাই। সেই সময় রেস্টেই থাকি বা শান্তিতেই থাকি, একই কথা। রাতে আমরা অশরীরী হয়ে যাই, শান্ত হয়ে যাই। আবার যখন উঠে যাই, তখন কর্মতে আসি, তখন আন - রেস্ট হয়ে যাই। কর্ম করাকালীন আন - রেস্টে থাকি। সত্যযুগে আন - রেস্টের প্রশ্ন নেই, আন - রেস্ট করে মায়া। ওখানে এমন বলবে না যে, আমরা রেস্টে থাকি। কাজকর্ম সবই করবে, কিন্তু অশান্ত থাকবে না। কিন্তু সেখানে রেস্ট শব্দটাই নেই। মনে করো, কেউ যদি বলে, আমি সিমলা যাচ্ছি রেস্টের জন্য, কিন্তু এই রেস্টের কোনো অর্থ নেই। প্রকৃত রেস্ট তখনই, যখন আমরা নির্বাণধামে থাকি, সেখানে আমরা সম্পূর্ণ চুপ থাকি। তাই কারোরই কোনো রেস্ট নেই। কেউ যদি বলে, আমি ১০০ ভাগ রেস্টে আছি, তাহলে এ সম্পূর্ণ ভুল। একে অজ্ঞান বলা হয়। হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই বলা যাবে, এই পড়া পড়তে চাইছে না তাই রেস্ট নিচ্ছে। পড়া না করা, রেস্ট নেওয়া, এ তো ক্লান্তি এসে গেলো। নিজের ভাগ্যই খারাপ করে দেয়। তোমাদের বোঝানো হয় --- হে রাতের পথিক, স্বর্গের পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে যেও না, রাগ করো না। মাতা - পিতাকে তালাক দেওয়ার সঙ্কল্পও যেন না আসে। এই সঙ্কল্প আসলে তাকে বিকল্প বলা হবে। এমন যে মাতা - পিতা, যাঁর কাছে তোমরা স্বর্গের রাজস্ব পাও, তাঁর জন্য এমন সঙ্কল্প কেন করবে? অনেকসময় লেখে, কখনো এমনও সঙ্কল্প আসে -- ছেড়ে দেবো, কিছুই বুঝতে পারছি না। আরে, এই তো বোঝার সময়। বোঝা অর্থাৎ পড়া, তোমরা জানো যে, আমরা এখন পড়ছি। পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, উঁচুর থেকেও উঁচু, তাঁকে কেউই জানে না। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, লক্ষ্মী - নারায়ণকে জানে, কিন্তু ভারতবাসীরা এইকথা জানে না যে, লক্ষ্মী - নারায়ণ কবে রাজ্য করেছিলেন আর কে তাঁদের দিয়েছিলেন? মায়া সম্পূর্ণ অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। বাবা এসে বোঝান - রচয়িতা বাবা মানুষ সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেন? এ তো কেউই জানে না। বাবা নিজেই বসে বোঝান - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হবে না। যদিও তাঁকে প্রজাপিতা বলা হয়, তবুও তিনি রচয়িতা নন। মানুষ বলে যে - আমাদের আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন। নিরাকার বাবাকেই রচয়িতা বলা হবে। রচয়িতা বাবাকে অবশ্যই মানুষ জানবে, জানোয়ার তো আর জানবে না। জন্তু - জানোয়ার তো আর মুখ দিয়ে বলবে না যে, আমাকে পরমাত্মা রচনা করেছেন। মানুষ বলবে যে, আমাকে ভগবান রচনা করেছেন। তাই বাবা বসে বোঝান - তোমরা দেখো, এই রচনা কিভাবে রচিত হয়েছে? প্রথমে রচিত হয় মুখ বংশাবলীর। বাচ্চাদের বড় হয়ে বাবার মতো হতে হবে। এই বেহদের বাবা বলেন - দেখো, আমিও কিভাবে রচনা করি। এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনার মুখের দ্বারা বলি - হে আত্মা, তুমি আমার, আমি তোমার বাবা। তারপর এনার দ্বারা বাচ্চারা তোমাদের রচনা করি। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী। অজ্ঞান কালেও যেমন বলে - যেমন হোক, তেমন হোক, আমার। বাবাও এমনই বলেন। তোমরা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে যাও। এখন তোমরা হলে মুখ বংশাবলী, এরপর কোলের বংশাবলীও হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা আমার, এরপর তোমরা দৈবী ঘরানায় যাবে। বাবা এই ঈশ্বরীয় রচনা কিভাবে রচনা করেন - এ কথা কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বলেন যে, এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমিও মুখ বংশাবলী। বাবার সাথে মা তো অবশ্যই চাই। তোমরা বলো যে, আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ

বংশাবলী, শিববাবা আমাদের আপন করেছেন। তাঁর তো শরীরের প্রয়োজন। শিববাবার তো নিজের শরীর নেই। তিনি শরীর ধার করেন। তারপর বলেন, তোমরা আমার, একেই বলা হয় মুখ বংশাবলী। শিব বাবা এই মুখে এই স্ত্রীর দ্বারা বলেন যে, তোমরা আমার সন্তান। বাবাই এই কথা বুলিয়ে বলেন, বাকি কোনো শাস্ত্র আদিতে এই কথা নেই। তোমরা এখন শুনছো, এরপর এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে।

এই সময় হলো ঘোর অন্ধকার। বাবা এসে আলোর প্রকাশ দান করেন, তাই ব্রহ্মার রাত, ব্রহ্মার দিনের গায়ন আছে। কিছু তো আছে, তাই না। গায়ন আছে যে - মিথ্যা তো মিথ্যাই, সত্যের লেশমাত্রও নেই। তবুও বাবা বলেন - প্রায় কিছু না কিছু থাকে, প্রলয় হয় না। কিছু থাকবে তারপর ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। মানুষ কিন্তু মহাপ্রলয় দেখিয়ে দিয়েছে কিন্তু মহাপ্রলয় কখনোই হয় না। এমন কখনোই হয় না যে, সাগরে অশ্ব পাওয়া বাস্কা ভেসে এলো, এ সবই গল্পকথা। বাবা বুলিয়েছেন যে, তোমরা যখন গর্ভ মহল থেকে আসো, সেখানে খুবই আনন্দে থাকো। সেখানে দুঃখ বা পাপ কর্ম হয় না। সে হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া, এ হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। এখানে তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে সদা পুণ্য আত্মা হও। তোমরা এতো পুণ্য করো যে অর্ধেক কল্প তোমাদের কেউ পাপ আত্মা বলবে না। তোমরা অবিনাশী পুণ্য আত্মা হয়ে যাও। এখানে আবার অর্ধেক কল্প তোমাদের পাপ আত্মা বলবে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ দান - পুণ্য করতে থাকে। ভারতকে সম্পূর্ণ ধর্মাত্মা বলা হয়। ভারতের মানুষ দান - পুণ্য করে। তোমরা জানো যে, এই দুনিয়া আমরা ছেড়ে দেবো আর এখানে ফেরত আসবো না। এই দুনিয়ার সামগ্রী তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে দাও। মানুষ ঈশ্বর অর্পন করে, অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্মের জন্য ট্রান্সফার করে দেয়। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করো। তাহলে তো অনেক কিছুই চাই। তোমাদের সমস্ত নাংরা - আবর্জনা নিয়ে নতুন দিয়ে দিই। পুরানো নিয়ে সোনার দিয়ে দিই। তোমরা সত্যতার সঙ্গে বাবাকে দাও, বাবাও তোমাদের সবকিছু দিয়ে দেন। তোমাদের পার্ট যা চলে এসেছে - এ সব ড্রামাতেই ছিলো, সবাই গৃহত্যাগ করেছে। না হলে গোশালা কিভাবে তৈরী হবে? মানুষ তো জানে না ভাঙি কিভাবে তৈরী হয়। ওরা দেখায় - ওখানে বিড়াল ছানা ইত্যাদি ছিলো।

বাস্কারা, এই সব জ্ঞান এখন তোমাদের আছে। এরপর ওখানে এই জ্ঞান থাকবে না। আমরা এইভাবে ২১ জন্ম রাজস্ব করবো আর নামবো। ওখানে এই জ্ঞান থাকে না। ত্রিকালদর্শীর পার্ট তোমাদের মধ্যে এখনই থাকে। মুখ্য হিরো - হিরোইনের পার্ট তোমাদেরই। আর কারোরই পার্ট নেই। অসুর থেকে দেবতা আবার দেবতা থেকে অসুর তোমরা ভারতবাসীরাই হও। বাকিরা সবাই হলো বাই - প্লটস। নাটকের মধ্যে হাসি - ঠাট্টার খেলাও তো থাকে, তাই না। অর্ধেক কল্পের পরে দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ চক্র ঘুরতে থাকে, তখনই তো তোমরা বোঝাতে পারো, তাই না। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা, তিনি পরমধামে থাকেন। বাবা বলেন যে, আমার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য। ও তো জড় বীজ, শিব তো চৈতন্য বীজ। তাঁর প্রতিমার পূজা হয়।

আজকাল গভর্নমেন্ট চারাগাছ লাগায়। কিন্তু এখানে এ হলো চৈতন্য বীজ, মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের বীজ বলে -- আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের জ্ঞান আছে। তাই যখন কেউ বলে, ১০০ ভাগ রেস্টে আছে, তখন বোঝা উচিত ১০০ ভাগ রেস্ট তো কখনোই হয় না। হ্যাঁ, এমন বলবে যে, স্বর্গে

১০০ পার্সেন্ট পবিত্রতা - সুখ - শান্তি থাকে। নামই হলো স্বর্গ। বাবাকে বলা হয় সত্ শ্রী অকাল। যিনি সত্য বলেন। তাঁকে কোনো কাল খেতে পারে না। তাঁকে বলা হয় কালেরও কাল। বাবা বলেন যে, এ হলো ছি - ছি দুনিয়া। এই মৌচাকে অবশ্যই আগুন লাগবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই মহাভারত লড়াই মহা কল্যাণকারী। মানুষ যজ্ঞ করে যাতে শান্তি আসে, তারা মনে করে, স্বর্গের গেট যাতে না খোলে। তোমরা তো তালি বাজাও, মৌচাকে যদি আগুন লাগে, তাহলে আমরা নতুন দুনিয়া বৈকুণ্ঠে চলে যাবো। এই বিনাশ জ্বালা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। যারা বাবার হবে, তারাই এই স্বর্গের মালিক হবে। বাকি সবাইকে হিসেব - নিকেশ শোধ করে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জানো যে, এখন মুক্তিধামে গিয়ে আবার নিজের পার্ট রিপটি করতে হবে। সত্যযুগের এই এতো দেবী - দেবতা কোথা থেকে এসেছে? মানুষ থেকে দেবতা হতে এক মুহূর্ত সময় লাগে না। তিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরেতুল্য, পতিত থেকে পবিত্র বানান। যে যতো জ্ঞান ধারণ করবে সে তত উঁচু পদ পাবে। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের জন্য স্বর্গের স্থাপনা করছি। যদি কেউ শ্রীমত বিরুদ্ধ হয়ে নিজের মতে চলে তাহলে রাবণের মত হয়ে যাবে, তাই প্রতি পদে তোমরা শ্রীমত গ্রহণ করো। বাবা বেঁচে থেকেই তোমাদের ট্রাস্টি বানিয়ে দেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) সম্পূর্ণ দানী হতে হবে। সত্যতার সাথে সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে নতুন দুনিয়ার জন্য ট্রান্সফার করে দিতে হবে।

২) জীবিত অবস্থাতেই ট্রাস্টি হতে হবে। প্রতি পদে বাবার থেকে শ্রীমত নিতে হবে। কখনোই শ্রীমত বিরুদ্ধ হয়ে মনমতে চলবে না।

বরদান : - তাকে আত্মার মন্দির মনে করে তাকে স্বচ্ছ বানিয়ে নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব

আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলাম সম্পূর্ণ কল্পের এক নম্বর শ্রেষ্ঠ আত্মা, হীরে তুল্য, এই স্মৃতিতে থেকে শরীরকে আত্মার মন্দির মনে করে স্বচ্ছ রাখতে হবে। মূর্তি যতো শ্রেষ্ঠ হবে, মন্দিরও ততই শ্রেষ্ঠ হবে। তাই এই শরীর রূপী মন্দিরের আমরা হলাম ট্রাস্টি, এই ট্রাস্টিভাব নিজে থেকেই স্বচ্ছতা বা পবিত্রতা আনে। এই বিধিতে শরীরের পবিত্রতা সদা রুহানি সুগন্ধের অনুভব করাতে থাকবে।

স্লোগান : - রুহানিয়তে থাকার ব্রত নেওয়াই হলো জ্ঞানী (তু) আত্মা হওয়া।

২৬-০৯-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নাটকেরে এখন অন্তিমকাল, ঘরে ফিরতে হবে, অতএব শরীর রূপী কাপড়কে ভুলতে থাকো, নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবতে থাকো"

প্রশ্ন :- কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই কি এমন আশ্চর্যজনক খেলা চলে, যা অন্য যুগে হয় না?

উত্তর :- 'বিচ্ছেদের'! রাম বিচ্ছেদ করায় রাবণের সাথে। আবার রাবণ বিচ্ছেদ করায় রামের সাথে। সত্যি, খুবই মজাদার খেলা। বাবাকে ভুললেই মায়ার গুলিতে বিদ্ধ হতে হয়, তাই তো বাবা শিক্ষা দেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের স্বধর্মে টিকি থেকে, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই ভুলতে থাকো। যথেষ্ট স্মরণের পুরুষার্থের দ্বারা দেহী-অভিমানী হও।

গীত : - যে পিয়ার সাথে আছে তার জন্যই বরিশণ আছে....

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা - গীত তো শুনলে তোমরা, কিন্তু তার অর্থ বোঝো নিজেদের পুরুষার্থের ক্রম-অনুসারে। সব কিছুতেই ক্রম-অনুসার আছে, যেহেতু এটাকে কলেজ বা ইউনিভার্সিটি বলা হয়, সাথে আবার প্রকৃত সংসঙ্গও এটা। 'সং' কেবল একজনই। যিনি কল্পে মাত্র একবারই আসেন। এখন তোমরা সত্যি সত্যিই সত্য বলছো যে তোমরা সেই 'সং'-এর সাথেই আছো বি.কে. ব্রাহ্মণেরা সেই সত্য বচনের জ্ঞান সাগরের সন্মুখেই বসে আছে। তাই তো এমন প্রশস্তির গীত গাওয়া হয়, যে প্রিয়তমের হয়, জ্ঞানের আশীর্বাদী-বর্ষা তারই জন্য। প্রিয়তম অর্থাৎ বাবা বা পিতা। তার থেকেই জ্ঞানের আশীর্বাদী-বর্ষা পাচ্ছো যে তোমাদের সামনে বসে আছেন। তোমরা সঠিকই বুঝতে পারছো, জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন এখন তোমাদের সামনে উপস্থিত। তাই তো তোমরা পতিত থেকে পবিত্র বা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। সম্পূর্ণ রূপে ফুল হয়ে গেলে, তখন তোমাদের এই (পার্শ্ব) শরীর আর থাকে না। কুঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত হয়, হঠাৎ করে তা হয় না, একটু একটু করে ফুটতে-ফুটতে সম্পূর্ণ ফুলে পরিণত হয়। কিন্তু এখানে এখনও কেউ সম্পূর্ণ ফুল হওনি। তা হলে তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে। সম্পূর্ণ দেহী-অভিমানী অবস্থা আসে একেবারে অন্তিম সময়ে। তোমাদের সবারই পুরুষার্থ চলছে এখন। এই বাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। আর ওনারা দুজন হলেন সঙ্গমযুগের অলৌকিক মাতা-পিতা। তোমাদের মধ্যে কেউ কাঁটা, কেউ ফুলের কুঁড়ি। কুঁড়ি থেকে ফুল হতে সময় তো লাগবেই। কুঁড়ির মধ্যেও আবার ক্রমিক অনুসারে আছে, যারা ফুল হতে যাচ্ছে। তার মধ্যেও আবার কেউ অনেকটা, কেউ সামান্য রূপে আবার কেউ বা অর্ধেকটা। একদিন তো সম্পূর্ণ হবেই। তোমাদের এটা একটা ফুলের বাগান। তোমরা নিজেরাই তা বোঝো, কাঁটা থেকে কুঁড়ি যখন হয়েছো, এরপর ফুল তো অবশ্যই হবে। তার জন্যই তো এই পুরুষার্থ করা। অবশ্য কেউ কেউ কুঁড়ি অবস্থাতেই ঝরে পড়ে যায়। কেউ বা আবার একটু ফোটান পর ঝরে যায়, মায়ার ভীষণ তুফান লাগে যার। এমন কি সেন্টার খোলার পরেও কেউ কেউ শেষ হয়ে ঝরে পড়ে যায়। মায়া এমনই শক্তিশালী। এ যেন রাম-রাবণের দড়ি টানাটানি খেলা।

বাচ্চারা, এই যে রাম-রাম বলা হয়, তা কিন্তু ত্রেতার রামকে স্মরণ করা হয় না। পরমাত্মার উদ্দেশ্যে এই রাম-রাম বলা হয়। রাবণকে বোঝানো হয় রামের বিপরীত হিসাবে। রাম অর্থাৎ বাবা,

আর রাবণ হলো মায়া যা শত্রু। মায়াও যথেষ্ট শক্তিশালী। এদের এই খেলা একে অপরকে ছাড়ানোর। রাম তোমাদেরকে মায়া-রাবণের থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। মায়াও তেমনি তোমাদেরকে বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটায়। তাই তো বাবা বলেন- দেহ সহিত দেহের যত সম্বন্ধ-এর যা কিছু আছে, মন-বুদ্ধি থেকে সবকিছুই ত্যাগ কর। আমি বা আমার এমন দেহ সম্পর্কিত সর্ব ধর্মই ত্যাগ কর। ভুলে যাও আমি অমুক, অমুক ধর্মের, এসব ভুলে আত্মার স্বধর্মে এসে স্থিত হও। দেহের সম্বন্ধযুক্ত সবকিছুকে ত্যাগ করে নিজেকে একা ভাবো। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের প্রতি ত্যাগ ভাব রাখতে হবে। নিজেকে অশরীরী ভাবতে হবে। বাবার (প্রকৃত বাচ্চা) হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবাকে ভুললেই মায়ায় বোম্-এ কুপোকাং হয়ে পড়বে। অতএব বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থে নিজেকে ব্যস্ত রাখো। মায়া যে খুবই শক্তিশালী। বাবার হয়ে গেলেও মায়া কিন্তু চেষ্টা করবে বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাবার। বাবা কিন্তু কারও সাথেই ত্যাগ-বিচ্ছেদ করেন না। পূর্বেও অর্দ্ধ-কল্প তোমরা এই বাবাকেই স্মরণ করে এসেছো। তোমরাই সেই সম্পূর্ণ ভক্তরা, যারা ভক্তি-মার্গের সূচনা করেছিলে। তাই তো বাবা এসে তোমাদেরকে মায়ার কাছ থেকে বিচ্ছেদ ঘটায়। বাবা জানাচ্ছেন- "নিজেদরকে আত্মা ভাবো।" দেহরূপী এই পোশাককে ভুলতে থাকো। একথা মনে রেখো, এবার তোমাদের আপন ঘরে ফেরার পালা। তোমরা সবাই এই বিশ্ব-নাট্যমঞ্চের অভিনয়কারী অ্যাক্টর মাত্র। জাগতিক নাটকেও চরিত্র অভিনয়-কারীরা জানে যে আর ৫ থেকে ১০ মিনিট বাদেই তাদের সেই খেলা শেষ হতে চলেছে। এরপর তো ঘরে ফেরার পালা। একথা স্মরণে তখনই আসে, যখন নাটক শেষের পর্যায়ে - শুরুতে কিন্তু এমনটা মনে হয় না। তেমনি তোমরাও জানতে পেরেছো, এই জন্মই তোমাদের ৮৪-জন্মের শেষ জন্ম। অস্তিমের অবশিষ্ট সময় আর কতই বা? তাই তোমাদের মনে এখন কেবল একটাই ভাবনা হবে - কতক্ষণে স্বর্গ-রাজ্য বা সুখধামে গিয়ে পৌঁছবে? বাবা জানাচ্ছেন, বি.কে.-দের এই জন্মটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহার্ষ। একমাত্র তোমরা পাণ্ডবেরাই শ্রীমৎ অনুসারে চলে খুব বড় সেবায় রয়েছো। যা কিন্তু গীতা বা অন্য শাস্ত্রে এ সবার উল্লেখ নেই। এই ব্রহ্মাবাবাও অনেক শাস্ত্রাদি এবং অনেক গুরুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের সবারই নিজের-নিজের কর্ম-কর্তব্য আছে। শাস্ত্র তো পরে লিপিবদ্ধ হয়। তাই শাস্ত্রকারেরা প্রকৃত তথ্য জানবেই বা কি প্রকারে? অবশ্য এসবও ঘটে থাকে পূর্ব নির্ধারিত ড্রামার চিত্রপট অনুসারে। গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদিরও আবার পুনরাবৃত্তি হয় নিজ-নিজ সময় অনুসারে। গীতা-ই সর্ব শাস্ত্রের শিরোমনি অর্থাৎ মাতা-পিতা। তাই গীতাকে গীতা মাতা বলা হয়। অন্য কোনও ধর্ম-গ্রন্থকেই 'মা' বলে অভিহিত করা হয় না। একমাত্র 'গীতা'-কেই 'মা' বলা হয়। আচ্ছা, গীতার রচয়িতা কে? যেমন আগে পুরুষ তার স্ত্রীকে গ্রহণ করে! বিয়ের সময় পুরুষকে বলতে হয়, এই মহিলা আমার স্ত্রী। পুরুষ সেক্ষেত্রে রচয়িতা। এরপর তাদের (রচনা) সন্তান হলে তখন বলে আমার সন্তান। সন্তানও তেমনি বলে, ইনি আমার পিতা। তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দণ্ডক সন্তান। তোমরাও তেমনি বলো-"বাবা আমরা তোমার-ই সন্তান। এতকাল ধরে মায়ার মত অনুসারে চলেছি, কিন্তু এখন থেকে কেবল তোমার মত অনুসারেই চলবো। মায়া তো আর এভাবে মুখের দ্বারা শ্রীমত দেয় না। মায়া তার চাল-চলনে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়। আর এখানে তো স্বয়ং বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে মুখের বাণী দ্বারা সহজ-সরল ভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলেন।

বাচ্চারা, তোমরা সবাই ভারতবাসী। এই ভারতই মুকুটধারী ছিল। এখন সেই দুটির একটিও নেই। না তো দৈবী ভাবের আর না পবিত্রতার। একদা যার চর্চা হতো বিশুদ্ধচেতার। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই জন্যই বলা হতো 'হার হোলীনেস' এবং 'হিজ-হোলীনেস'। যেমন জাগতিক সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়

'হিজ-হোলীনেস'! কিন্তু প্রবৃত্তি-মার্গে তা বলা হয় না। প্রবৃত্তি-মার্গেও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকতে পারে। যেমন সত্যযুগে উভয়েই পবিত্র থাকে। যাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বলা হয়। যেহেতু সত্যযুগে শরীর ও আত্মা উভয়েই পবিত্র থাকে। কিন্তু বর্তমানের এই পতিত দুনিয়ায় এই দুটোই পবিত্র থাকতে পারে না। যা তোমরা নিজেরাই বাবার সন্মুখে বসে তা শুনছো, একেই বলা হয় জ্ঞান-অমৃত-এর আশীর্বাদী-বর্ষা। জাগতিক যা কিছু আশীর্বাদ হিসাবে পাও, প্রকৃত অর্থে তা বিষের বর্ষা। তাই তো গীত রচিত হয়েছে- "অমৃত-পান ছেড়ে আমি কেনই বা বিষ-পান করবো।" তোমরা এখন সেই জ্ঞান-অমৃতই পান করছো এখানে, যা ভক্তি মার্গে কেবল গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এখানেই সেই জ্ঞান-অমৃত পাওয়া যায়। আর এই কারণেই অমৃতসর নাম হয়েছে। যদিও তেমন জলাশয় আরও কতই আছে। যেমন মানসরোবর। এই মানসরোবর মানুষদের সেই সরোবর নয়, তা হলো জ্ঞান অমৃতের সরোবর। তাকেই জ্ঞান মান-সরোবর বলা হয়। যেমন জ্ঞান সাগর-এর অনেক নদী, খাল, ছোট জলাশয় থাকে- তাও আবার ক্রমিক অনুসারে। বাচ্চারা, এবার তোমরা বুঝতে পেরেছো, কল্প পূর্বেও এভাবেই বাবা বুঝিয়েছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আবার। তোমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে তোমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগের পাঠ শিখছো। যার দ্বারা কল্প-পূর্বে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হয়েছিলে। স্বর্গের প্রজারাও নিজেদেরকে মালিক-ই বলবে। যেমন ভরতবাসীরা বলে- "আমার ভারত মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ"! কিন্তু সেই ভারতেরই স্থান আজ সবার নীচে। যে ভারত একদা ছিল শ্রেষ্ঠাচারীর নিদর্শন, সেই ভারতেই আজ এত ভ্রষ্টাচারী। অন্য কোনও ভূ-খণ্ডের এমনটা হয় না। সব ধর্মের লেকেরাই জানে, ভারতই সর্ব-প্রাচীন ভূ-খণ্ড, যখন অন্যদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। অতএব সত্যযুগে কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। খ্রীষ্ট-অব্দের তিন হাজার বর্ষ পূর্বে, একমাত্র এই ভারত ভূ-খণ্ডই ছিল, যখন আর কোনও ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না। নতুন সেই দুনিয়ায় তখনকার ভারত ছিল একেবারেই নতুন যা এখন অতি পুরোনো ভারতে পরিণত। এই ভারতই একদা স্বর্গ-রাজ্য ছিল। কিন্তু এসব বিষয়গুলি সেভাবে কারোরই বুদ্ধিতে সেভাবে খেলে না, অথচ যা খুবই সহজবোধ্য। বাবা তোমাদের সেগুলিই বোঝাচ্ছেন, যার বাস্তব রূপ দিচ্ছে তোমরা, তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের মাধ্যমে। তোমাদের ক্রমিক অনুসারে তোমরাই প্রকৃত ব্যাস-মুণির কাজ করছো। প্রকৃত গীতা তো তোমরাই শোনাও। এর জন্য তোমাদের কোনও পুঁথি-পুস্তক হাতে রাখতে হয় না। তোমরা বি.কে.-রা যে 'রূপ-বসন্ত'। তোমাদের আত্মাই বাবার থেকে গীতার জ্ঞান শোনে। তোমাদের মন-বুদ্ধিতে কেবলমাত্র এই এক বাবা। কোনও গুরু-গোঁসাই, সাধু-সন্ত এসব কিছুই নেই তোমাদের বুদ্ধিতে। তোমরাই তা বলো- জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মার থেকে সরাসরি এই জ্ঞানের পাঠ শুনছো। ওনাকেই আবার 'সৎ-স্ত্রী-অকাল' বলা হয়। কি মিষ্টি এই শব্দ। তাই তো আকালী লোকেরা এত উচ্চ-স্বরে বলে -'সৎ-স্ত্রী-অকাল'

বাচ্চারা, এখানে তোমরা জ্ঞান-ড্যান্স-ই করো, তাই তো বলা হয় -"সচ্ তো বিঠো নাচ্" - (যেখানে সত্যতা সেখানে মন সদা খুশীতে নাচতে থাকে)! এরপর তোমরাই তো সত্যযুগে পৌঁছে রাস-বিলাস করবে। যেমন মীরা-ও ধ্যানের মাধ্যমে একাই রাসলীলা করতেন, যদিও তা ছিল ভক্তি-মার্গের। তোমরা তা ভক্তি-মার্গের মতন কর না। দিব্য-দৃষ্টিদাতা বাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। অনেক বাচ্চারই সাফাতকার হয়, তার ফলে লোকেরা ভাবে এটা কোনও জাদু। তোমাদের পার্ঠের অঙ্গ ধ্যান আর এই তোমরা যখন ধ্যানের মাধ্যমে কোথাও পৌঁছাও, তা যেন খুব সহজ খেলা মনে হয় তোমাদের। যেখানে কোনও বিশেষ বিষয় থাকে না, কোনও নশ্বরও থাকে না। খেলা-ধুলায় আবার কোনো নশ্বর হয় নাকি? তেমনি এখানকার এই ধ্যানের খেলাতেও জ্ঞানের কোনও নশ্বর

পাওয়া যায় না। এখানে যে খেলা-ধূলা হয় তাকে অব্যক্ত খেলা বলা হয়। যেমন জাগতিক খেলাকে বলা হয় ব্যক্ত-খেলা। যারা রাসলীলা করে, তারাও কোনও নম্বর পায় না। বাবা বলেন-"ধ্যানের চাইতে জ্ঞানই ভাল, জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। ধ্যানের দ্বারা কেবল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাফাৎকার হয়। কিন্তু তোমাদের এটা তো রাজযোগ। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে তোমাদের অন্তরে ও বুদ্ধিতে। লোকেরা তাদের চর্ম-চক্ষুতে দেখে ভাবতে থাকে, আমি অমুক হবো। কিন্তু এখানকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো আগামী ভবিষ্যতে রাজকুমার বা রাজকুমারী হবার। পরবর্তীতে তোমরাই আবার মহারাজা-মহারানী হও। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া যদি কেউ কলেজের ক্লাসে বসে থাকে, তবে তাকে আর কি বলা যায়? যেমন ভারতের সং-সঙ্গগুলিতে কোনও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই নেই। তোমাদের এই বিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি বা পাঠশালাও বলতে পারো। কিন্তু কোনও সং-সঙ্গকেই পাঠশালা বলা যায় না।

বাম্বারা, পতিত পাবন গড় ফাদারলী ইউনিভার্সিটিতে তোমরা পড়ছো। সমগ্র দুনিয়াকেই তোমরা পবিত্র স্বর্গ-রাজ্য বানাও, তোমাদের নিজেদেরও জন্য। যে যা বানাবে, সেই তাই ভোগ করবে। কারণ এমন তো আর হয় না যে, সবাই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হবে। অনেকেই নরকবাসীও হবে। যারা দ্বাপর থেকেই ভক্তি-মার্গে থাকে, কেবল তারাই স্বর্গবাসী হবে। বাকীদের সবাইকে সরষে দানার মতন পিষে শেষ করা হবে। আত্মারা বাবার সাথেই আপন ঘরে ফিরে যাবে। কত বড় বিনাশ-পর্ব হবে তা। এখন তো কত অধিক সংখ্যায় লোক দুনিয়াতে। কে বসে বসে তার গননা করবে। চেষ্টা করলেও সঠিক হিসাব করতে পারবে না। সব কিছুই বিনাশ হবে। যার উদাহরণ ঐ বিশাল বটবৃক্ষ, কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনে যা দাঁড়িয়ে আছে বহুদিন ধরেই। যার মূল কাণ্ডটাই আজ আর নেই। যা আছে সবই তার শাখা-প্রশাখা, সেটাই এখন পুরো গাছ। তেমনি দেবী-দেবতা ধর্মও আজ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু একথা মোটেই বলা যাবে না, তার মূল আজ আর নেই। পচা-গলাও কিছু না কিছু চিহ্ন তো থাকবেই। প্রায় লুপ্তের মানে হলো খুব কমই যা অবশিষ্ট আছে। চিত্রেও তা দেখানো আছে। এই ভারত ভূ-খণ্ডেই একদা লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। কিন্তু মায়া-রাবণ যে লোকেদের বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে রেখেছে। পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অতি বুদ্ধিমানদের থেকেও জ্ঞানী। লোকেদের বুদ্ধি থাকলেও তাতে তালা লেগে যাওয়ায় তারা এখন পাথরের মতন নির্বুদ্ধিদারী হয়ে আছে। বাবা এখন তাদেরকেই অর্থাৎ আত্মাদের পরশ-পাথরের মতন দিব্য-সুবুদ্ধিসম্পন্ন বানাচ্ছেন। বুদ্ধি আত্মাতেই অবস্থান করে। তাই তো বলা হয়, অমুকের বুদ্ধি যেন পাথরের মতন, কারওকে বলা হয় মোষের মতন বুদ্ধি। এখানকার ব্যাপারটাও তেমনই। যে ভাবেই বোঝাও না কেন, কোনও ভাবেই সে বুঝবে না। যেহেতু তারা যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। শ্রীমৎ সদাই বলে-বাম্বারা, অন্ধের যষ্টির (লাঠির) মতন হয়ে অপরের সাহায্যকারী হও তোমরা। শ্রীমতে যা শুনবে অন্যদেরকেও তা শোনাবে। প্রয়োজনে এই সেবার জন্য অনেক দূর যেতে হলেও যাও। এখানে বসে তো আর তা হবে না।

এখানে তোমরা জ্ঞান আর যোগ দুটিই শিখছো। নিজেরাই শিববাবার সামনে বসে সহজ রাজযোগ শিখছো, বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাবার জন্য। এখানে তোমাদের আসার কারণই হলো বিষ্ণুপুরীর রাজধানীতে পোঁছবার লক্ষ্যে। তার জন্য অবশ্য বিষ্ণুর বিজয় মালাতে নিজের স্থান করে নিতে হবে। অবিনাশী এই ডামার রহস্যগুলিকেও তোমরা খুব ভালভাবেই জানতে পেরেছো। বিষ্ণুপুরীতে সর্বদাই দেবতারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সত্যযুগের আদিতে তারাই রাজা-রানী হন। কিন্তু এই কলিযুগের অন্তিমে কারওকেই রাজা-রানী বলা যায় না। কিন্তু গভর্নমেন্ট-এর

সাহায্যকারীকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ ভাবেই রায় সাহেব, রায় বাহাদুর উপাধিতেও ভূষিত করে গভর্নমেন্টই। কিন্তু বাস্তবে তোমরাই এখন সবচেয়ে বড় উপাধিতে ভূষিত হও। তোমরাই 'হার হোলীনেস', 'হিজ হোলীনেস', মহারাজা-মহারানী হও আগামী ভবিষ্যতের। তাই তোমরা 'ডবল-মুকুটধারী'! প্রথমে হয় 'হোলী রাজ্য', তারপর 'আনহোলী রাজ্য'-(প্রথমে শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্র রাজ্য ও তারপরে ব্রষ্টাচারী অপবিত্র রাজ্য)। বর্তমানে তা 'আনহোলী' অর্থাৎ কোনও রাজ্যই নেই। প্রজার দ্বারাই পরিচালিত প্রজার রাজ্য। এই ড্রামাকেই ভালভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের নমন জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রোজ মান-সরোবরে জ্ঞান অমৃতের স্নান করে আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাতে হবে। মায়ার মতকে ত্যাগ করে বাবার মত অনুসারে চলতে হবে।

২) সঙ্গমের এই সময় হলো অমূল্য সময়। এই সময়েই শ্রীমৎ অনুসারে চলে সেবা করতে হবে। প্রকৃত ব্যাস-মুনি হয়ে সত্য গীতা শুনতে হবে আবার শোনাতেও হবে। 'রূপ-বসন্ত'-র মতন হতে হবে।

বরদান :- সম্বন্ধে সন্তুষ্টতা রূপী স্বচ্ছতাকে ধারণ করে সদা হাস্য আর খুশীতে থেকে প্রকৃত পুরুষার্থী ভব

বিস্তার :- সারাদিনে অনেক প্রকারের আত্মাদের সাথেই সম্বন্ধ হয়। তা চেক করো, সারাদিনে নিজের সন্তুষ্টতায় আর সম্বন্ধে এসে অন্য আত্মাদের সন্তুষ্টতার পারসেন্টেজ কতটা ছিল? সন্তুষ্টতার লক্ষণে নিজেও মনে হাস্য আর খুশীতে থাকবে এবং অন্যেও খুশী হবে। সম্বন্ধের স্বচ্ছতা অর্থাৎ সন্তুষ্টতাই সেই সম্বন্ধের সত্যতা আর স্বচ্ছতা। তাই তো বলা হয় - "সচ্ তো বিঠো নাচ্"! (যেখানে সত্যতা সেখানেই মন সদা খুশীতে নাচতে থাকে) প্রকৃত পুরুষার্থী সদা খুশীতেই নাচতে থাকে।

স্লোগান :- যার মনে কোনও কারণেই দুঃখ আসে না, সে বেগমপুরের বে-ফিকির বাদশা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের অভ্যাসকে সহজ বানানোর জন্য বাবাকে কখনো বাবা রূপে, কখনো টিচার রূপে, তো কখনো সঙ্গুর রূপে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমাদের এখন সম্পূর্ণ বিশ্বে কোন্ ঢাক পেটাতে হবে ?

উত্তর :-- এখন এই ঢাক পেটাও যে, সুখের দুনিয়ার (স্বর্গের) রচয়িতা স্বয়ং রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । তিনি বাচ্চাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন, তাই তোমরা রাজযোগ শেখো । বাবা স্বয়ং বলেন - বাচ্চারা, এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, তোমাদের আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই দেহ ভাব ত্যাগ করে অশরীরী হও । দৈবী গুণ ধারণ করো, তাহলে দৈবী দুনিয়ায় চলে যাবে ।

গীত --- কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে যে, এখন আমাদের বুদ্ধিতে কার স্মরণ এসেছে ? সবার বুদ্ধিতেই আছে যে, পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবা । ইংরাজীতে তাঁকে লিবারেটর বলা হয় । তিনি আমাদের দুঃখ থেকে লিবারেট করেন । তিনি হলেন দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা, এ কোনো মানুষ বা দেবতার নাম নয় । এ হলো এক পতিত পাবন বাবার মহিমা । পতিত - পাবন, সঙ্গতিদাতা এক গড ফাদারকেই বলা হয় । এমন মহিমা মানুষের হতে পারে না । লক্ষ্মী - নারায়ণকে বা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে পতিত পাবন বলা হবে না । পতিত - পাবন হলেন উঁচুর থেকে উঁচু একজনই । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচু, তাঁর নামও উঁচু আর তাঁর থাকার জায়গাও উঁচু । তোমরা নিশ্চিত যে, ইনিই আমাদের বাবা । শিবকেই বাবা বলা হয়, শিবই হলেন নিরাকার । শিবের চিত্র আলাদা আর শঙ্করের চিত্র আলাদা । ওই শিব হলেন বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুর । আজ সঙ্গুরবার । তোমাদের তো রোজ সঙ্গুরবার । সঙ্গুর রোজ তোমাদের পড়ান আর তিনি তোমাদের বাবাও, এই নিশ্চয়তা তো তোমাদের থাকা উচিত, তাই না । তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হবে না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- পতিত - পাবন পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শেখান, উনি হলেন জ্ঞানের সাগর । একথা তো বুদ্ধিতে নিশ্চিত থাকা উচিত । এই একজনই বাবা, যাঁকে যে কোনো রূপে স্মরণ করো । বুদ্ধি উপরে নিরাকারের দিকে চলে যায় । কোনো আকার বা সাকার নয় । আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মাকেই এখন দরকার কিন্তু তাঁকে কেউ জানেই না । মানুষ গায় যে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞানের সাগরের মানে যিনি জ্ঞান শুনিয়ে সঙ্গতি করান । লক্ষ্মী - নারায়ণের এই জ্ঞান নেই । জ্ঞান তো সেই সাগরের থেকে পাওয়া যায়, তাই শাস্ত্রেও এই জ্ঞান নেই । এই জ্ঞান সাগরকেই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয় । বাবা হলেন সৃষ্টিকর্তা । তিনি হলেন বেহদের বাবা আর সবাই হলেন হদের বাবা । এখন এই বেহদের বাবাকে সবাই স্মরণ করে, যিনি বাবারও বাবা, পতিদেরও পতি, গুরুরও গুরু, সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সাধনা করে । আজকাল চিত্রের সামনে, রামের সামনে, শঙ্করের সামনে লিঙ্গ রাখা হয় । তিনি নিরাকার, উঁচুর থেকেও উঁচু, তিনিই লিবারেট করেন । এখন তো সমস্ত আত্মাই পতিত । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন আদি সনাতন দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো, তো সেই সময় একই রাজ্য ছিলো, সুখধাম ছিলো । পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সমস্তই ছিলো । তার নামই ছিলো স্বর্গ, হেভেন । হেভেনকে সূক্ষ্ম বতন বা মূল বতন বলবে না । হেভেনের বিপরীত হলো হেল বা নরক । এ কথা

বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এক বেহদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁর থেকেই স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা পাওয়া যায়। সদ্ধরু রাজযোগ শেখান, পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। এই একের কতো মহিমা। লক্ষ্মী - নারায়ণকে এই মহিমা দেওয়া যাবে না। নিরাকার বাবা হলো একজনই। শরীর থেকে যখন আলাদা থাকে, তখন আত্মারাও নিরাকার। বাবা বলেন যে, তোমরা নিজের নিজের শরীর ধারণ করে অভিনয় করো। তোমরা কতো জন্ম অভিনয় করো - এও তোমরা জানো। ব্রহ্মারও শরীর আছে। সূক্ষ্মবতনেও শরীর আছে। শরীর তো আছেই, তাই না। তোমরা বলবে, ওতেও আত্মা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম শরীর আছে। আমাকেই নিরাকার বলা হয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে --- সকলকেই বলা, তোমাদের দুজন বাবা, তোমাদের বাবারও দুজন বাবা। সবাই সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করেন। লৌকিক বাবা তো অনেকই আছে কিন্তু এই বেহদের বাবা একজনই। বাবাকে ভুলে গেলে টিচারকে স্মরণে আসবে, আবার টিচারকে ভুলে গেলে সদ্ধরু স্মরণে আসবে।

বাবা বোঝান যে - ভারত এখন পতিত। প্রথমে যখন পবিত্র ছিলো তখন এতো আত্মারা কোথায় নিবাস করতো? মুক্তিধাম, বাণপ্রস্থ অবস্থায় অর্থাৎ বাণীর উর্ধে। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন বাণীর উর্ধে যাওয়ার জন্য গুরুর স্মরণ নেয় যে, আমাকে নির্বাণধামে পৌঁছাও, কিন্তু কেউ সেখানে পৌঁছে দিতে পারে না। ঝাড়কে তো বাড়তেই হবে। মুখ্য পার্ট হলো ভারতের, তাতেও যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তারাই ৮৪ জন্ম নেয়। আত্মা, পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল ----- তাহলে হিসেব তো করতেই হবে, তাই না। বহুকাল অর্থাৎ যারা প্রথম প্রথম এই সৃষ্টিতে অভিনয় করতে আসে। বরাবর তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। ৮৪ র চক্র বলা হয়, ৮৪ লাখ চক্র বলা হয় না। বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪ র চক্র বোঝানো হয়েছে, পূর্বে তোমরা জানতে না। এনাকেও যদি জিজ্ঞাসা করো, এনার আত্মাও জানে, তাই না। দুই আত্মার রহস্যও বুঝিয়ে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আত্মা প্রবেশ করতে পারে। অশুদ্ধ আত্মারও প্রবেশ হতে পারে। তাই পরমপিতা পরমাত্মাও আসতে পারেন। তিনি বলেন, আমি নিরাকার যদি না আসি, তাহলে তোমাদের কিভাবে রাজযোগ শেখাবো? আমাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়, মানুষ তো আর স্বর্গের স্থাপনা করবে না। বাবাকেই বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। বৈকুন্ঠ হলো রাজধানী। এ তো নয়। শ্রীকৃষ্ণ হলো এক নম্বর প্রিন্স, সতোপ্রধান। সতোপ্রধানকেই মহাত্মা বলা হয়। যারা একা থাকে তাদের কুমার - কুমারী বলা হয়। কুমারীদের অনেক সম্মান। বিয়ে হলেও যদিও পবিত্র থাকে, তবুও তো যুগল হয়ে গেলো, তাই না। তখন কুমারীর নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। তারপর মাতা - পিতা হয়ে যায়। বাচ্চা জন্ম হলেই মাতা - পিতা বলবে। বিয়ের পরে বোঝা যায় যে এরা মাতা - পিতা হবে কারণ এদের সন্তান হবে। তখন তাদের কুমার - কুমারী বলা হবে না।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে একই দেবী - দেবতা ধর্ম। বাকি সমস্ত ধর্মের শাস্ত্র আলাদা আলাদা। বলে অমুকের ধর্মশাস্ত্র এই, আমরা অমুক ধর্ম অথবা মঠে যাই। আত্মাদের এসে নিজের অভিনয় করতে হবে। কাউকে জিজ্ঞেস করো - গুরু নানক আবার কবে আসবেন? ওরা তো বলে দেয় জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে যায়। তাহলে কি তাঁকে আর আসতে হবে না? সৃষ্টিচক্র কিভাবে রিপিট হবে? গুরু নানকের আত্মা যখন এসেছিলেন তখন তাঁর পিছনে শিখ ধর্মের মানুষ আসতে যেতে থাকে। এখন তো দেখো, কতো হয়ে গেছে। আবারও তো রিপিট করবে, তাই না। বলা আবার কবে আসবে? তো বলতে পারবে না। তোমরা বলবে, এ তো পাঁচ হাজার বছরের চক্র। গুরু নানকের ৫০০ বছর হয়েছে, আবার ৪৫০০ বছর পরে তিনি এসে শিখ ধর্ম

স্থাপন করবেন। আমি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করি। এরপর আরো অনেক নম্বর অনুসারে এসে ধর্ম স্থাপন করবেন। কোনো কোনো বাচ্চা বলে যে, আমাদের বুদ্ধিতে এতো কথা বসে না। আচ্ছা, কিছু কথা তো বসে। ভক্তের ভগবান বাবা হলেন একজনই। এ কথা বলাও হয় যে, পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। কাউকে তো আর পরমাত্মা বলা যায় না। এমন নয় যে আত্মা গিয়ে পরমাত্মা হবে। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয় যে - বুদ্ধদের সাগরে লীন হয়ে যাবে। কেউ বলবে পার নির্বাণ গিয়েছে। বুদ্ধের জন্য যেমন বলা হয়। কেউ আবার বলবে জ্যোতি জ্যোতিতে মিলিয়ে যায়। এখন ঠিক কোনটা? পার নির্বাণ তবুও ঠিক। আত্মাও নিরাকার। নিরাকারী দুনিয়াতে থাকে। সূক্ষ্মবতন হলো মুক্তি। এও ওখানকার এক ভাষা, সেখানে যা বোঝে, তা বুঝে নির্দেশ নিয়ে আসে। এও এক আশ্চর্যের কথা। মুক্তি, টকি আর সাইলেন্স - এই হলো তিন। প্রথমে যেমন নির্বাক চলচিত্র ছিলো, তাতে যখন কেউ মজা পেলো না তখন সবাক করা হলো। সূক্ষ্মবতনে কেবল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর আছেন। তোমাদের বোঝানো হয় যে, উঁচুর থেকে উঁচু পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সাইলেন্স ওয়ার্ডে থাকেন। আমরা আত্মারাও ওখানেই থাকি। পতিত পাবন হলেন এই এক সদ্গুরু। সকলের সঙ্গতিদাতা তিনিই। বাকি যদি কেউ নিজেকে গুরু বলে, ঋষি বলে, মহাত্মা বলে, কিন্তু সকলেই তো ভক্ত। পবিত্র কে বানান, তাঁকে কেউ জানেই না।

বলা হয়, পরমাত্মা সবাইকে কবর থেকে বের করে নিয়ে যান। তোমরা দেখো, এ হলো সেই মহাভারী মহাভারতের লড়াই। তোমরা সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শিখছো। বিনাশের পরে আবার সত্যযুগের গেট খোলে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সময় তোমরা বাবার কাছে রাজযোগ শিখছো। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজ্য নাও। এ হলো নন ভায়োলেঞ্চ। কেউই জানে না যে নন ভায়োলেঞ্চ কাকে বলা হয়। কাম কাটারিও চালাবে না। এও হিংসা। অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো। বিকারের কারণেই তোমরা আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ পেয়েছো। সেখানে হলো নির্বিকারী দুনিয়া, যে কারণে আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ হয় না। সে হলো অমরলোক আর এ মৃত্যুলোক। মৃত্যুলোকে বসে বাবা কথা শোনান অমরলোকে যাবার জন্য। বাবা বলেন যে আমি হলাম ত্রিকালদর্শী। তোমাদেরও আমি ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী বানাই অর্থাৎ তিন লোক আর তিন কালকে জানে যে। এ হলো ভগবানের মহিমা। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাই। জ্ঞান সাগরের বাচ্চা, তোমরাও জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও। বাবা বলেন যে, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য, নলেজফুল। হ্যাঁ, আমরা জানতে পারি, বীজ থেকে এভাবে ঝাড় বের হয়, তারপর ফল আসে। এখন এ হলো মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়। বাবা বলেন যে, আমি এই উল্টো ঝাড়ের আদি - মধ্য - অন্ত আর সৃষ্টিচক্রকে জানি। মানুষ এ কথাও বলে যে, পরমাত্মা সত্য - চৈতন্য, আনন্দের সাগর, সুখের সাগর, তাই তাঁর থেকে অবশ্যই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত। তোমরা তোমাদের নিজের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিছো। তোমরা ২১ জন্মের জন্য পবিত্র হয়ে যাবে। আমি হলাম সদা পবিত্র। তোমাদের তো অভিনয় করতেই হবে। এই সময় তোমাদের কেবল চড়তি কলা। তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে যাও। আবার সত্যযুগ থেকে তোমাদের কলা কমতে থাকবে। উপরে উঠে আবারও নামতে হবে। এখন বাচ্চারা তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নাও। তোমরা অনেক সেবা করো। বাবা হলেন পতিত পাবন। তোমরা হলে শিবশক্তি, পাণ্ডব সেনা। তোমরা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানোতে সাহায্য করো। তোমাদেরই বন্দে মাতরম্ বলা হয়। পতিতকে কখনোই বন্দে মাতরম্ বলা হবে না। বাবা এসে শক্তিদলের দ্বারা গুপ্ত সেবা করান। তোমরা হলে ডবল অহিংসক, তোমরা রাজ্য নাও, কিন্তু তোমাদের কোনো হাতিয়ার নেই। তোমরা পবিত্র থাকো। ওরা হলো ডবল

হিংসক । এক তো বিকারে যায়, কাম কাটারির দ্বারা একে অপরকে দুঃখ দেয়, আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়াও করতে থাকে । আজকাল কতো দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে । মানুষের ক্রোধ কতো ভারী । নিজেরাই নিজেদের চড় মারে । সবার গ্লানি করতে থাকে । এও ড্রামাতে নিহিত আছে । সবাইকেই নামতে হবে । এখন তোমাদের হলো চড়তি কলা । তোমরা ঢাক পেটাও যে, স্বর্গের রচয়িতা, রাজযোগ শেখান যে ভগবান, তিনি এসেছেন । তিনি হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন । কৃষ্ণকে আমরা ভগবান বলবো না । তিনি হলেন দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলবে, তাঁদের দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ বলবে না । দৈবী গুণ সত্যযুগের মানুষদের মধ্যে থাকে, আসুরী গুণ থাকে কলিযুগের মানুষের মধ্যে । দৈবী গুণবান আর আসুরী গুণবান --- মানুষই এমন হয় । তাই বাবা বসে বোঝান --- তোমরা বাবাকে কেন ভুলে যাও ? প্রতি মুহূর্তে তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । তবুও তোমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও । দেহ ভাব ছেড়ে তোমরা নিজেকে অশরীরী মনে করো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার সমান ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রী, ত্রিলোকীনাথ হতে হবে । বাবার মহিমায় নিজেকে মাস্টার বানাতে হবে ।

২) ডবল অহিংসক হতে হবে । কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে হিংসা করবে না । বাবার সাহায্যকারী হয়ে সবাইকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান : - রুহানী আকর্ষণ দ্বারা সেবা আর সেবাকেন্দ্রকে চড়তি কলায় নিয়ে গিয়ে যোগী (তু) আত্মা ভব

যে যোগী আত্মারা রুহানিয়তে (আত্মিক ভাব-এ) থাকে, তাদের রুহানী আকর্ষণ সেবা আর সেবাকেন্দ্রকে স্বতোই চড়তি কলায় নিয়ে যায় । যোগযুক্ত হয়ে রুহানিয়তের দ্বারা আত্মাদের আহ্বান করলে জিঞ্জাসু ব্যক্তি স্বতঃবাড়তে থাকে । এরজন্য মন সদা হালকা রাখো, কোনো প্রকারের বোঝা যেন না থাকে । স্বচ্ছ হৃদয়ে লক্ষ্য হাসিল করতে থাকো, তাহলে প্রাপ্তি তোমাদের সামনে স্বতোই আসবে । এই অধিকার একমাত্র তোমাদেরই ।

স্লোগান : - সে-ই পরমাত্ম জ্ঞানী, যে সর্ব বন্ধন এবং আকর্ষণ থেকে মুক্ত ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের কারও প্রতি বিদ্রোহ ভাব থাকা উচিত নয় কারণ তোমরা হলে সবার কল্যাণকারী, বিদ্রোহ ভাব যে রাখবে তাকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ বলা হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ স্মৃতি সর্বদা বুদ্ধিতে থাকলে নির্ভয় হতে পারবে ?

উত্তর :- সদা যেন স্মৃতিতে থাকে আমরা সত্য খণ্ডের মালিক দেবী-দেবতা হতে চলেছি, শরীরকে কেউ মারতে পারে কিন্তু আত্মাকে কেউ মারতে পারেনা। শরীর গুলি বিদ্ধ হয়। আমি আত্মা যাই বাবার কাছে, আমার কিসের ভয়। আমরা বসে আছি, ছাদ ভেঙ্গে পড়ল, আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এতে ভয়ের কোনো কথা নেই। এমন নির্ভয় হতে হবে ।

গীত : - মাতা ও মাতা

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জগৎ অশ্বার মহিমা শুনল। এখন মানুষ তো শুধুই গান করে জগৎ অশ্বার মেলাও আয়োজিত হয়। এ হল সঙ্গম। বাচ্চাদের পিতার সঙ্গে মিলন মেলা। পিতা আছেন তো মাতাও আছেন নিশ্চয়ই। ভারতে জগৎ অশ্বার জীবন কাহিনী কেউ জানেনা। জগতের রচনা করেন যিনি অর্থাৎ জগৎ অশ্বা। জগৎ অশ্বার মন্দিরও আছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, যাঁর স্মারক চিহ্ন তৈরি হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গমে এসেছিলেন। তাঁকেই বলা হয় জগৎ অশ্বা। জগৎ পিতা, প্রজাপিতাও আছেন তাইনা !

এই বেহদের ডামার আদি-মধ্য-অন্ত কি এবং মূখ্য অ্যাক্টরস কারা - সেসব কারো জানা নেই। হিরো - হিরোইনরাও অ্যাক্টর । শুধুমাত্র দু'জন হবেনা। অবশ্যই তাদের সেনা হবে। জগৎ অশ্বারও সেনা হবে। তাদের শক্তিও বলা হয়। শক্তি সেনা নাম বিখ্যাত আছে। শক্তি আসে কোথা থেকে ? অবশ্যই সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শক্তি প্রাপ্ত করেছে - এই কথা তো সবাই স্বীকার করে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। ওঁনাকে সত্য শ্রী অকাল বলা হয়। অকালী যারা হয় তারা নিরাকারকে বিশ্বাস করে। শিখ গ্রন্থী গুরুনানক-কে বিশ্বাস করে। বলে গুরুনানক হলেন দেব। ওঁনার যে বংশধর হয় তাদের ১০ বাদশাহের নামও ভিন্ন। কারো সিং, কারো দাস, কারো নাম চন্দ হবে। সবার নাম আলাদা আর অকালী যারা হবে তারা অকালমূর্ত কে বিশ্বাস করে। সত্য শ্রী অকাল - এইটি কার মহিমা করা হয়েছে ? পরমপিতা পরমাত্মার। তাহলে প্রমাণ হল যে সত্য হলেন কেবল একমাত্র শ্রী শ্রী অকালমূর্ত পরমাত্মা। তোমরা বলতে পারো সত্য শ্রী অকাল। তোমরা ওঁনাকে জানো। তারা শুধু শব্দ বলে, অর্থ কিছুই জানেনা। তোমরা তো জানো সত্য শ্রী অকাল কে। তাঁর বায়োগ্রাফিকে তোমরা জানো। বিচার সাগর মন্তন বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। উনি মাতাদের জ্ঞানের কলস দিয়েছেন। ইনি হলেন বড় মাশ্বা আর তোমরা মাতারা হলে বহু সংখ্যায় । জগৎ অশ্বার অনেক কন্যা ও পুত্র সন্তান আছে। ইনি হলেন জগৎ অশ্বা তাহলে পিতাও আছেন নিশ্চয়ই। তোমরা জানো জগৎ অশ্বা কে, কাঁর সন্তান ? তিনি হলেন মানুষ, ৮-১০ টি ভুজা তো নেই। এতগুলি ভুজা কেন প্রদান করা হয়েছে - সেসব কারো জানা নেই। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন তিনি সত্য পরমাত্মা। বাচ্চারা তোমাদের বোঝানো হয়েছে - পরমপিতা পরমাত্মা যাঁকে আমরা রূপ-বসন্ত বলে থাকি, রূপও তিনি বসন্তও তিনি, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এত সূক্ষ্ম

স্টার অথচ তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আশ্চর্য তাইনা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - বাবা হলেন বিন্দু রূপ, ঔঁনার মধ্যে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ পাঁচ ভরা আছে। ভক্তি মার্গে ভক্তদের ভাবনা পূর্ণ করেন। এই সব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। যে সময় যার যেরকম ভাবনা সবকিছুই ড্রামাতে প্রথম থেকে নির্দিষ্ট আছে। তোমাদের এই পড়াশোনাও ড্রামা তে ফিক্স আছে, যা রিপিট হচ্ছে। বুঝবার কথা তাইনা। তোমরা ভালোভাবে বোঝাতে পারো - উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান সবাই বলে। তিনি হলেন নিরাকার, নির্ভয়, নির্বের অর্থাৎ বিদ্বৈশীন ... ঔঁনার কারো সঙ্গে বিদ্বৈশ নেই। তোমাদেরও কারো সঙ্গে বিদ্বৈশ নেই। তোমরা হলে সকলের কল্যাণকারী। যদি কারো বিদ্বৈশ ভাব আছে তাহলে তাদের হাফ কাস্ট বলা হবে। আধা শূদ্র, আধা ব্রাহ্মণ। এই বিকারের খাদ সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে গেলে তবেই সত্য ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখন তো হল আধা-আধা। কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার ভরা আছে, সেসব আগে বেরোবে। এখন তোমাদের না দেবতা, না শূদ্র, মধ্যস্থানের ব্রাহ্মণ বলা হবে। তাও সম্পূর্ণ হও নি। জগৎ অম্বা কে দেবতা বলা হবেনা। জগৎ অম্বা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তখন দেবতায় পরিণত হন। এখন হলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মার কন্যা সন্তান সরস্বতী। কিন্তু এইসব কেউ জানে না। ব্রাহ্মা কবে আসেন যে মুখ বংশাবলী রচনা করেন ? একেই শিব শক্তি সেনা বলা হয়। সুতরাং তোমরা জানো তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা পরম পিতা, পরমধাম নিবাসী। তারপর সূক্ষ্ম বতনে আছেন ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গের থাকার জন্যে যুগল স্বরূপে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুকে সম্পূর্ণ যুগল দেখানো হয়েছে। এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত। মানুষ বলবে আমরা হলাম অ্যাক্টর। তাই মানুষকে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান হলেন কে ? ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর কে ? তাহলে কি ৮,১০,১০০ ভূজাধারী আরও কেউ আছে ? না, এইসব চিত্র হল বেকার। ব্রাহ্মার ১০০-টি ভূজা দেখানো হয়েছে। এখন ইনি তো হলেন প্রজাপিতা, ১০০ ভূজার কোনো কথা নেই। এইসব হল ভুল। বাস্তবে তাহলে ঠিক কি, সেও বুঝতে হবে। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান যিনি পরম ধামে থাকেন, তিনি হলেন স্টার। বিষ্ণুকেও চারটি ভূজা দেখানো হয়েছে - দুটি ভূজা লক্ষ্মীর, দুটি ভূজা নারায়ণের। যেমন রাবণের দশটি মাথা দেখানো হয়েছে, ৫-টি বিকার স্ত্রী-র এবং ৫-টি পুরুষের। সর্ব প্রথমে মুখ্য বিকার হল দেহ-অভিমান। তারপরে অন্য বিকার নম্বর অনুযায়ী আসে। সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রাহ্মা হলেন অব্যক্ত। প্রজাপিতা ব্রাহ্মা তো এখানে চাই তাইনা। ইনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান তখন সূক্ষ্ম বতনে ফরিস্তা হয়ে যান। তোমরাও ফরিস্তা হয়ে যাও। সেখানে তোমাদের হাড় মাংসের শরীর থাকেনা। তাদের ফরিস্তা বলা হয়। ব্রাহ্মা হলেন প্রজাপিতা এখানে আছেন। তারপরে বিষ্ণু দুই রূপ নিয়ে পালনা করবেন। শঙ্কর থাকেন সূক্ষ্ম বতনে। এইসব হল বুঝবার কথা। এত দূরদৃষ্টি বুদ্ধি কারো নেই। তোমাদের বুদ্ধি একেবারে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন পর্যন্ত চলে গেছে। সূক্ষ্মবতন এখন রচনা হয়েছে। ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচনা হয়েছে, ততদূর আসা যাওয়া করা যায়। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান তারপরে ব্রাহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তারপরে এই মনুষ্য সৃষ্টির দেবী-দেবতারা। বাকি ৮ -১০ ভূজাধারী চন্ডিকা দেবী ইত্যাদি তো হয়না। এত সব চিত্র কোথা থেকে এসেছে ? তোমাদের কাছে কোনো অস্ত্র শস্ত্র থাকেনা। এইসব হিংসা পূর্ণ অস্ত্র বসে তৈরি করা হয়েছে। দেবতা হলেন ডবল অহিংসক। সূক্ষ্ম বতনে কোনো অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি হয়না। চিত্রে কত অস্ত্র দেখানো হয়েছে। একেই বলা হয় পুতুলের পূজা। কেউ অক্যুপেশান জানেনা। বাবা এসে ব্রাহ্মা দ্বারা নতুন রচনা করেন। অর্থাৎ তিনি জ্যেষ্ঠ হলেন তাইনা। তোমরা হলে ঔঁনার সন্তান পৌত্র পৌত্রী। যারা বুঝতে পারে তারা বোঝে কিন্তু এই কথা বোঝেনা যে সবার মৃত্যু হবে। এখনও কত মৃত্যু হয়। খবরের কাগজে দেখানো হয়না, তাহলে বদনাম হয়ে যাবে। ক্ষুধায় মৃত্যু হয়। খুব কষ্টে এক বেলার দুটো রুটি জোটে। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছ সত্যযুগে থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব।

দুই ভুজা ধারী মনুষ্য। বাকি সত্যযুগে ৮ - ১০ ভুজাধারী দেবী হয়না। সেকেন্ড নম্বরে আছেন রাম - সীতা। তাঁরাও এখানে রাজ যোগের দ্বারা পদ প্রাপ্ত করছেন। বুম্বার জন্যে কথাটা কত সহজ। বাবা বলেন তোমরা অনেক বেদ-শাস্ত্র পড়েছ, এখন তোমরা আমার কাছে শোনো আর জাজ করো - আমি তোমাদের সত্য শোনাই নাকি তারা সত্য শোনায় ? যদি তারা সত্য শোনায় তবে তোমরা সত্য নারায়ণের কাহিনী দ্বারা সত্য নারায়ণে পরিণত হওনি কেন ?

এখন তোমরা প্রাক্টিক্যাল সত্য বাবার কাছে সত্য কথা শুনছ - এই হল নারী থেকে লক্ষ্মী, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। নিশ্চয়ই প্রজাও তৈরি হবে নাকি শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণ গিয়ে সিংহাসনে বসবেন ? দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তারপরে সত্যযুগে এসে রাজত্ব করবে। ওখানে রাজাদের সৈন্য বাহিনী ইত্যাদি থাকেনা। সৈন্য ইত্যাদি বিকারী অপবিত্র রাজাদের থাকে। তাঁরা তো হলেন পবিত্র রাজা। সত্যযুগকে পবিত্র ভূমি বলা হয়, এই ভূমিকে বলা হয় অপবিত্র ভূমি। অনেক পুরানো পতিত হয়েছে। নতুনকে পুরানো হতেই হবে। শরীরও প্রথমে নতুন তারপরে পুরানো হয়। এই কথাতো বুদ্ধিতে থাকা উচিত তাইনা। মনুষ্য হওয়া সত্ত্বেও ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেনা। তোমরা জানো উঁচু থেকে উঁচু শিববাবা মূলবতনে থাকেন। যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আল্লারা বিন্দু রূপে সেখানে বাস করে। কিন্তু বিন্দু রূপ দিলে তো কেউ বুঝবে কিভাবে ? বিন্দুর পূজা করবে কিভাবে ? শিব বাবার বিন্দু রূপের পূজা করবে কিভাবে ? কিভাবে তিলক লাগাবে ? বাবা অমরনাথেও গিয়েছেন। বাবা সমস্ত কিছু দেখে এসেছিলেন যে কিভাবে শিবলিঙ্গ তৈরি করা হয় । বলা হয় সেখানে পার্বতীকে শঙ্কর অমর কথা শুনিয়ে ছিলেন। তাহলে পার্বতীর কি এমন দুর্গতি হয়েছিল যে ওনাকে বসে অমর কথা শুনিয়েছিলেন ? আসলে তোমরা সবাই হলে পার্বতী। তোমরা জন্ম - মরণের চক্রে আসো আর সদগতি পাওয়ার জন্যে অমরকথা শুনছ। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হল শিব লিঙ্গ কোথায় ? তখন তারা বলল যে শিবলিঙ্গ নিজের থেকে ভূমিষ্ঠ হয় । আরে, এটি কিভাবে সম্ভব ! সেখানে পায়রা দেখানো হয়। পায়রা বা পিজন কথা বলা কখনই শেখেনা। টিয়া পাখিকে কথা বলা শেখানো হয় তাই তারা বলতে শেখে। তারা কণ্ঠস্থ করতে পারে। তোমরা জ্ঞান কন্ঠী গলায় পরো। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন উঁচু থেকে উঁচু তো হলেন শিব বাবা তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ দৃশ্যাক্ষিত করতে বিষ্ণুর চারটি ভুজা দেখানো হয়েছে। এখানে মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচু থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজধানী তারপরে রাম-সীতার বংশ। এইরূপ পবিত্র বংশ সম্পূর্ণ হয়। তারপরে আরম্ভ হয় রাবণের রাজত্ব। তখন সবাইকে পতিত হতেই হয়। বাকি হ্যাঁ, পরের দিকে যে আল্লারা পৃথিবীতে আসে তাদের কিছু প্রভাব তো থাকেই। কারো হয় সতোপ্রধান প্রভাব, কারো হয় রজো-তমো প্রধান পাট । এই হল বেহদের ড্রামা। মানুষ তো মানুষ-ই হয়। বাকি সবকিছু হল পুতুলের পূজা। তোমরা সবাই হলে অভিনেতা বা অ্যাক্টর কিনা। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছে। পড়াশোনা দ্বারা মানুষ কত উঁচু পদমর্যাদা প্রাপ্ত করে। এইটিও হল পড়া, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো। এমন কোনো পড়া হয়না। ঐ প্রিন্স-প্রিন্সেস রা তো প্রালঙ্ক নিয়ে আসে। তোমরা এখানে প্রালঙ্ক তৈরি করছ। ভবিষ্যৎ সত্যযুগের জন্যে এই হল কত উঁচু এবং খুব সহজ নলেজ - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। আমরা হলাম বেহদের বাবার সন্তান , ঈশ্বরীয় কোলে বসে আছি। ঈশ্বরীয় কোল কে ছাড়বে ?

অতএব এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে বুঝতে হবে। বাবা তো যথারীতি বসে বোঝাচ্ছেন। যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ গায়নে আছেন। সত্য-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ বলা হয়। যখন আসবেন তখনই

বর্ষা দেবেন তাইনা। তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক দেবী-দেবতা হও। ভয়ের কোনো কথা নেই। এখানে তো কত ভয় থাকে - কেউ যেন আক্রমণ না করে। তোমাদের তো একেবারে নির্ভয় থাকতে হবে। শরীরকে কেউ মারতে পারে, আত্মাকে কি কেউ খোড়াই মারতে পারবে যে ভয় পাবে। নির্ভয় হওয়ার জন্যে খুব বুদ্ধিমান হতে হবে। বাবাও নির্ভয়, তাই বাচ্চারাও নির্ভয়। শরীর গুলি বিদ্ধ হয় , আমি তো আত্মা ফিরে যাই বাবার কাছে, আমার কিসের ভয়। আমরা বসে আছি, ছাদ পড়ে গেল, আমরা চলে যাব বাবার কাছে। নির্ভয় হতে সময় লাগে। তোমরা হলে জগৎ অস্বার সন্তান শিব শক্তি সেনা। একজনের মহিমা তো হয়না । তোমরাও সাথে আছো। ইনি হলেন কমান্ডার। তোমাদের রুহানী ড্রিল শেখান। তোমরা হলে ঔনার সন্তান। তোমরা হলে লাকি স্টার। এই সরস্বতীও হলেন লাকি স্টার। ব্রহ্মার কন্যা সন্তান কিনা। ঐ জ্ঞান সূর্যের চন্দ্রমা তো হলেন ইনি (ব্রহ্মা) তাইনা। কিন্তু তিনি মেল বা পুরুষ হওয়ার কারণে মাতাদের জ্ঞানের কলস প্রদান করা হয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুলভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার হৃদয় ও প্রাণ যুক্ত গভীর প্রেমের নম্রর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার গুলি ত্যাগ করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে। কারো সঙ্গে বিদ্বেষ রাখবে না।

২) নির্ভয় হওয়ার জন্যে আত্ম-অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমরা হলাম শিব শক্তি সেনা বাহিনী, আমাদের তো সত্য খণ্ডের মালিক হতে হবে - এই নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান :- সূর্যমুখী ফুলের মতন জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে প্রকাশিত সদা সমুখ এবং সমীপ ভব

ব্যাখ্যা: যেমন সূর্যমুখী ফুল সর্বদা সূর্যের সকাশের ঘেরায় অবস্থান করে। ফুলের মুখ সূর্যের দিকে থাকে, পাঁপড়ি গুলি সূর্য রশ্মির মতো গোলাকার হয়। তেমনই যে বাচ্চারা সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সমীপ এবং সমুখে থাকে, কখনও দূরে যায়না - তারা সূর্যমুখী ফুলের মতন জ্ঞান সূর্যের প্রকাশে নিজেরাও জ্বলজ্বল করে আর অন্যদেরও প্রজ্বলিত করে।

স্লোগান - সর্বদা সাহসী হও এবং সবাইকে সাহস দাও তাহলে পরমাত্ম সহযোগ প্রাপ্ত করবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ১০০ শতাংশ সর্বগুণে সম্পন্ন হতে হবে, মনের দর্পণে দেখতে হবে যে, আমরা কতো পর্যন্ত পবিত্র হয়েছি"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা রোজ কোন্ উৎসব পালন করো, আর অন্যান্য মানুষেরা কোন্ উৎসব পালন করে ?

উত্তর : - তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনের অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ বানানোর উৎসব রোজ পালন করো । তোমাদের রোজ মানুষকে দেবতা বানানোর চারা লাগাতে হবে । দুনিয়ার মানুষ তো জঙ্গলের কাঁটাগাছের চারা লাগায় আর নাম দিয়ে দেয় বনোৎসব । তোমরা রোজ কাঁটা থেকে ফুল বানানোর উৎসব পালন করো । তোমাদের মতো উৎসব আর কেউ পালন করতে পারে না ।

গীত : - হে প্রাণী নিজ মুখ দেখ রে দর্পণে, দেখ রে কতটা পুণ্য আর কতটা পাপ হয়েছে জীবনে...

ওম শান্তি । এ কথা কে বলেছে ? এখানে তো বাবা আর বাচ্চাদের সমুখ মিলন । বাচ্চারা এখন দেখার জন্য দিব্য চক্ষু, জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছে কেননা সবাই তো পতিত আত্মা অথবা পাপ আত্মা ছিল । পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য বাবা শ্রীমত দেন । এই শ্রীমত কে দেন, তাঁকেও বোঝা উচিত । তিনিই এই কথা আত্মাদের বলেন । আত্মা জানে যে, আমি এই শরীরের দ্বারা ভালো কর্ম বা খারাপ কর্ম করেছি । বাচ্চারা, তোমাদের বাবা এই জ্ঞান দেন । সবাই যে পতিত ছিলো, এ তো নিশ্চিত । এখন তোমরা দেখো যে, আমরা কতো পর্যন্ত পবিত্র হয়েছি, আর কতো পর্যন্ত দৈবী গুণ ধারণ করেছি ? দৈব গুণ ধারণ করান সর্বগুণের সাগর বাবা, তিনি বসেই তোমাদের বোঝান । মানুষ তো গেয়ে থাকে যে - আমি এই নির্গুণ, হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । নিজেই বলে - আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই । এখন বাচ্চারা, তোমাদের একশো প্রতিশত সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে । তোমরা তোমাদের মনের দর্পণে নিজেকে দেখো । যখন তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন হবে তখনই তোমরা শ্রী লক্ষ্মী বা শ্রী নারায়ণকে বরণের যোগ্য হবে । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত । এমন যিনি বেহদের বাবা, যাঁর জন্য গাওয়া হয় - তুমি মাতা - পিতা -----সেই পরমপিতার অনেক বড় মহিমা । বলা হয় শিবায় নমঃ, এখন তিনি তো স্বর্গের রচয়িতা । অবশ্যই আমাদের সেই বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার অধিকার আছে । বেহদের বাবার আশীর্বাদী বর্ষা হলো স্বর্গের বাদশাহী যা তিনি আমাদের দেন । ভারতেরই স্বর্গের বাদশাহী ছিলো, এখন আর নেই । অবশ্যই তা বাবার থেকে পেয়েছিলো । ভারতই সত্যখণ্ড হয় । সত্য শিববাবার এ হলো জন্মস্থান - এ কথা কেউই জানে না । শিবরাত্রির যে গায়ন আছে তা কোনটা ? কৃষ্ণের রাত্রি, শিবের রাত্রি দেখানো হয় । কৃষ্ণের তো মায়ের গর্ভে জন্ম হয়েছিলো । শিববাবার জন্য বাস্তুবে জন্মাষ্টমী বলা হবে না । শিববাবা তখনই আসেন যখন ব্রহ্মার রাত হয় । রাতের পরে দিন অর্থাৎ কলিযুগের অন্ত এবং সত্যযুগের আদি হয় । একে বলা হয় ঘোর অন্ধকারের রাত । এ বেহদের কথা হয়ে গেলো । হদের রাত তো হয়ই কিন্তু কলিযুগের অন্তকে ঘোর অন্ধকার বলা হয় । জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দেন । সঙ্গুরু জ্ঞান সূর্য বাবাকে বলা হয় । প্রথম প্রথম তো বাবা এবং তাঁর অবিনাশী বর্ষার পরিচয় দিতে হবে । মনে করো, কোনো বাদশাহর বাচ্চা নেই, তিনি যদি কোনো গরীবের বাচ্চাকে দণ্ডক নেন, তো বাচ্চা মনে

মনে জানে, আমি গরীব ছিলাম, এখন আমি বাদশাহের সন্তান। তোমরাও জানো যে, আমরা রাবণের হওয়াতে অনেক গরীব, কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছিলে। এখন আমরা বেহদের বাবার হয়েছি। তাঁর থেকে আমরা স্বর্গের অবিনাশী বর্ষা পাই। এই পরিচয় খুব ভালোভাবে দিতে হবে এরপর লিখিয়ে নিতে হবে, আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের অবিনাশী বর্ষা পাই। এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারেন না। সন্ন্যাসী তো গৃহত্যাগ করে চলে যায়। তাঁরা মা - বাবা, কাকা, মামা ইত্যাদি বলার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। এখানে তো গৃহস্থ ধর্মের কথা। ওঁরা গৃহস্থ ধর্মের ত্যাগ করে।

বাচ্চারা তোমাদের বাবা বোঝান - তোমরা সেই দেবী - দেবতার গৃহস্থ ধর্মের ছিলে, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে, আর তোমরা স্বর্গের মালিকও ছিলে। এরপর তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে নিজেদের পূজোও করো। যেহেতু তোমরা পূজ্য সেই দেবী - দেবতা, তাই তোমাদের সেখানে পূজা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এমনিতাই ভারত পূজ্য দেবী - দেবতার কুল। এখন তোমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো। তাই বাচ্চারা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য দেবী - দেবতা হতে হবে, এইজন্যই গায়ন আছে -- তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। বাবা কিন্তু পূজ্য বা পূজারী হন না। বাবা তো সদা পূজ্যই। ভক্তিমার্গে ব্রাহ্মণরা মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখে তারপর বসে বাবার পূজা করে। আমরা তাঁর সন্তান। হে পরমপিতা পরমাত্মা, এমনই তো বলবে, তাই না। তিনি তো নিরাকার, আত্মাও নিরাকার। শিবের কাছে গেলে মানুষ বলে, পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার শিব। এ কথা আত্মা বলে এই শরীরের দ্বারা। এখন বাচ্চারা, তোমরা বাচ্চারা এইকথাও জেনে গেছো যে, যিনি ভালো কর্তব্য করে যান, তাঁর মহিমা করা হয়। এখন তোমরা সেই নিরাকারকেই মাতা - পিতা বলা। তোমার সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষায় আমরা গভীর সুখ পাবো। এরজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো। এ কতো সহজ কথা। তোমরা প্র্যাকটিকালি প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান বি.কে, তোমরা সামনে বসে আছো। তোমরা শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবা দুজনের সামনেই বসে আছো। শিববাবা তো নিজের শরীরও নেই। তোমরা জানো যে, শিববাবা এনার মুখ দ্বারা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কৃষ্ণ তো ছোটো বাচ্চা, তিনি কিভাবে বলবেন, দেহ সহিত দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে যাও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এ কথা কৃষ্ণ তো বলতে পারে না। এ কথা বাবাই বলতে পারেন। এ তো অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে। লক্ষ্মী - নারায়ণ থেকে নিয়ে যথা রাজা - রানী তথা প্রজা সবাই সুখী ছিলো। তাঁরা সবাই ৮৪ জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়েছে। প্রধান তো হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ। যথা রাজা - রানী, তথা প্রজা। এখন আবার তোমরা এখানে এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। এ হলো তোমাদের লীপ জন্ম। লীপ বলা হয় ধার্মিকদের। তোমরা জানো যে, এ হলো আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম।

দিন - প্রতিদিন বাবা নতুন নতুন পয়েন্টস বুঝিয়ে বলেন। যতোদিন বাঁচবে অন্তিম সময় পর্যন্ত তোমাদের পড়তে হবে। পয়েন্টস আসতে থাকবে আর যোগ হতে থাকবে। জ্ঞান যজ্ঞও অন্তিম সময় পর্যন্ত চলবে। মানুষ রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে, মাটির শালগ্রাম বানিয়ে বসে তাঁর পূজা করে। আত্মার পূজা হয়। তোমরা জীব আত্মারাই ভারতকে মুকুটধারী করেছো, তাই আত্মাদের পূজা করা হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমরা সার্ভিস করো, তাই শিবলিঙ্গের সঙ্গে শালগ্রামও বানানো হয়। তাই প্রধানত প্রথমে প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবা জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু তিনি থোড়াই মায়ের গর্ভে জন্ম নেবেন। তিনি হলেনই নিরাকার।

কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে তো তার আত্মাকে ডাকা হয় পিন্ড খাওয়ার জন্য। তাই আত্মাদের তো খাওয়ানো হয়। আত্মাই স্বাদ অনুভব করে। আত্মার মধ্যেই সংস্কার থাকে। আত্মার সুখ - দুঃখের অনুভব তখনই হয় যখন আত্মা শরীরে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, সাজা কিভাবে পায়। সূক্ষ্ম শরীরও নয়, স্থূল শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেন। গর্ভজেলে সাজা খায়। গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে। ব্যস, আমাকে বাইরে বের করো। গর্ভ মহলেরও উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বাইরে বের হতে চাইত না। এমন দৃষ্টান্তও আছে। সত্যযুগে গর্ভও মহল হয়ে যায়। সেখানে কোনো পাপ হয় না।

এখন তোমরা জানো যে, তোমরা কিভাবে পতিত হয়েছে। নামই আছে - অজামিলের মতো পতিত। অনেক পাপ করে। পবিত্র অর্থাৎ নির্বিকারী। মুখ্য বিষয়ই হলো বিকারের, তাই গাওয়া হয়, পতিত পাবন সীতারাম, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ----এখন রাজা রাম তো শিববাবাকে বলবে না। রাম পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। রাজা রাম নয়। আমি তো রাজা - মহারাজা হই না। শ্রী লক্ষ্মী মহারানী আর নারায়ণ মহারাজা তোমরা হও, আমি নই। আমি তো নিরাকার, পুনর্জন্ম রহিত। যারা শরীরধারী, তারা সবাই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাবা বলেন যে, আমি হলাম নিরাকার। আমাকেও এই প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি গর্ভে প্রবেশ করি না, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনি নিজের জন্মকে জানেন না।

বাবা বসে বোঝান যে, তোমরাই সেই দেবী - দেবতা ছিলে, তারপর শূদ্র হয়েছে, এখন তোমরাই আবার ব্রাহ্মণ হয়েছে। আমি এই কথা তোমাদের বোঝাই। তোমরা তোমাদের জন্মকে জানো না। যারা ব্রাহ্মণ হবে, তারাই এসে বুঝতে পারবে। বাবা বলেন যে, এইভাবে তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছে। বলা হয় ২১ কুলের অবিনাশী বর্ষ। বেহদের বাবা তো বেহদের সুখের বর্ষাই দেবেন, তাই না। লৌকিক বাবার থেকে তো অল্পকালের সুখ পাওয়া যায়। অমরলোকে আদি, মধ্য এবং অন্ত হলো সুখ। এখানে আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ। তোমাদের, পার্বতীদের অমরনাথ শিববাবা অমরকথা শোনান। সত্য নারায়ণের কথাও তিনিই শোনান। এ হলো জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দানের কথা। ভারতবাসী সদা সুখী ছিলো, অনেক পবিত্র ছিলো। পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিলো। সেখানে কেউই কখনো রোগগ্রস্ত হতো না। নামই হলো স্বর্গ। ভারত ছিলো প্রাচীন স্বর্গ, সেখানে আর কোনো ধর্ম খণ্ড আদি ছিলো না। ঝাড়ের কান্ড তো থাকবেই। এই কাণ্ডে কারা থাকে? বরাবর দেবী - দেবতাদের চিত্র থাকে। সে হলো ফাউন্ডেশন। এখন তোমরা নিজেদের দেবী দেবতা ধর্মের বলতে পারবে না। এখন তাঁদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা সত্যযুগে রাধা - কৃষ্ণের মতো জোড়া হতে পারো। এসো আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি - তোমরা সত্যি সত্যি স্বর্গের প্রিন্স কিভাবে হতে পারো। এই সময় তো সকলেই পতিত, তোমরা যে কোনো যুক্তিতে লিখতে পারো। বলা হয় - সব ধর্ম মিলে এক হয়ে যাক কিন্তু এ কিভাবে হতে পারে? এক ধর্ম তো সত্যযুগে ছিলো, সেখানে এক মত, এক ভাষা ছিলো। সেখানে তালি বা ঝগড়া হতো না। সেখানে তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না সেখানে। তা কিভাবে হয়েছিলো, তারপর অন্য ধর্ম কিভাবে এলো - এ কেউই বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করে না। যখন সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায়, তখনই পতিত পাবন বাবা আসেন, আর অন্য ধর্মের পবিত্র আত্মারাও ওপর থেকে আসেন। প্রথমে ধর্মস্থাপক নিজে আসেন, তারপর তাঁর পিছনে অন্যদেরও ডাকেন যে, এসো। তাঁদের তো সত্যো, রজো এবং তমোতে আসতে হবে। যারাই এখানে আসে, সবাইকেই সত্যো, রজো তারপর তমো হতেই হবে। তোমরা কিন্তু এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। সবাই তাঁকে ডাকে - গড ফাদার এসো, এসে আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও। এই স্বর্গ কেউ মুক্তিকে

কেউ আবার জীবনমুক্তিকে মনে করে । তোমরা জানো যে স্বর্গ জীবনমুক্তিকে বলা হয় । তোমরা এখন চারাগাছ লাগাচ্ছে । ওরা আবার কাঁটার জঙ্গলের চারাগাছ লাগাচ্ছে । এ রাত দিনের তফাত । ওদেরও ওই উৎসব পালন করা হয় । বনোৎসব, ঝাড় লাগানোর উৎসব পালন করা হয় । তোমরা দৈবী ধর্ম স্থাপনের অর্থাৎ ভারতকে স্বর্গ বানানোর উৎসব রোজ পালন করি । তোমরা রোজ মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য পুরুষার্থ করো । কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করা -- এ তোমাদের রোজের উৎসব । বাগানের মালী অবশ্যই তোমাদের এর পুরস্কার দেবে ।

বাচ্চারা এই গান শুনেছে - হে প্রাণী, নিজের মন দর্পণে দেখো - তোমরা স্বর্গের দেবী - দেবতা হওয়ার অথবা লক্ষ্মীকে বরণের যোগ্য হয়েছে কি ? তোমাদের কোনো অপগুণ তো নেই ? যদিও তুফান খুবই আসবে । মায়া কাউকেই ছাড়ে না । বড় বড় দীপকেও মায়া নিভিয়ে দেয় । উল্টাপাল্টা সঙ্কল্প তো খুব আঘাত করবে । তোমাদের দূঢ় থাকতে হবে । এখানে ঝিমিয়ে পড়ার কোনো কথাই নেই । বাবার সঙ্গে যোগ ছেড়ে দিও না । সবার কান্ডারী ওই এক বাবা । এ হলো বিষয় বৈতরণীর অনেক বড় খাল । এ তোমরা যোগবলের দ্বারা পার করো । বিষয় সাগর থেকে পার হয়ে তোমরা ক্ষীর সাগরে চলে যাবে । বিষ্ণুর রাজ্য হলো ক্ষীর সাগরে, যেখানে ঘিয়ের নদী বয়ে যায় । এখানে তো কেরোসিন আর রক্তের নদী বইতে থাকে ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা শিববাবার শ্রীমতে শিবালয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমরা সর্বদা সুখী থাকবো । তোমরা সদা সুখী ছিলে, মায়া তোমাদের দুঃখী বানিয়েছে । গৃহস্থ জীবনকে অধর্ম বানিয়ে দিয়েছে । ওখানে গৃহস্থ জীবনে থাকে ধর্ম । বাবা এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী দৈবী গৃহস্থ ধর্মের বানাচ্ছেন । প্রথমে মুখ্য হলো বাবার পরিচয় । তোমরা বাবার হলে স্বর্গের মালিক হতে পারো । এ তো দুঃখধাম । তোমরা ভায়া মুক্তিধাম স্বর্গে যাও তাই শিবপুরী, বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করতে করতে অন্ত মতি সেই গতি হয়ে যাবে । এই কথা স্মরণে রেখো - তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এরপর আমরা আগামী দিনে এসে রাজ্য করবো, মন দর্পণে নিজের মুখ দেখতে থাকো, আমাদের মধ্যে কোনো অপগুণ তো নেই ? আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) যোগবলের দ্বারা বিষয় বৈতরণীর বড় খাল পার হতে হবে । উল্টো সঙ্কল্পে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যেও না । তোমাদের দূঢ় থাকতে হবে ।

২) পূজনীয় হওয়ার জন্য বাবার সাথে ভারতকে মুকুটধারী বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান :-- সম্পর্কে আসা আত্মাদের সদা সুখের অনুভূতি করিয়ে মাস্টার সুখদাতা ভব

তোমরা সুখদাতার সন্তান মাস্টার সুখদাতা তাই সুখের খাতা জমা করতে থাকো । শুধুমাত্র এই চেকই করো না যে, আজ সারাদিনে কাউকে দুঃখ দিই নি তো ? এও চেক করো যে সুখ কতটা দিয়েছি ?

যেই সম্পর্কে আসুক না কেন, তোমাদের মাস্টার সুখদাতার দ্বারা প্রতি পদে যেন সুখের অনুভূতি করে, একেই বলা হয় দিব্যতা বা অলৌকিকতা । প্রতি সময় এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এই এক জন্মে ২১ জন্মের খাতা জমা করতে হবে ।

স্লোগান :-- এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে নাও , তাহলেই অবিনাশী প্রাপ্তি হতে থাকবে ।

মহাদানী হও, বরদানী হও

আজ, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের মধ্যে পিওরিটির পার্সোনালিটি, সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি হওয়ার রয়্যালটি এবং রুহানী স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার রিয়্যালিটি দেখছেন। তিনি পিওরিটির পার্সোনালিটিতে উজ্জ্বল আলোর ক্রাউনধারী সব বাচ্চাদের দেখছেন। একদিকে সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের সংগঠন দেখছেন, আরেকদিকে বিশ্বের অপ্রাপ্ত আত্মারা যাদের সদা অল্পকালের প্রাপ্তি হলেও কখনো প্রাপ্তিস্বরূপ হয়না। এমনকি সদাসর্বদা তাদের অল্পকালের প্রাপ্তি হলেও তারা সন্তুষ্ট নয়, তাদের সবসময় কিছু না কিছু চাই। তাদের মনে সদা এই চাই, ওই চাইয়ের বাসনা। সবসময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে তন, মন, ধন এবং অন্য জনের মাধ্যমে কিছু প্রাপ্তির জন্য এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে! বিশেষভাবে তাদের তিনটে জিনিসের প্রতি ইচ্ছা থাকে এবং সেসবের জন্য অনেক মেহনত করে। প্রথমতঃ, তনের জন্য তাদের শক্তি চাই, তারপরে ধনের, পদের এবং বুদ্ধির। দ্বিতীয়তঃ, তারা ভক্তি চায়, তারা যেন অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্যেও প্রকৃতভাবে হৃদয় দিয়ে ভক্তি করতে পারে, ভক্ত আত্মারাও এইরকম ভক্তির ইচ্ছা রাখে। তৃতীয়তঃ, অনেক আত্মারা দ্বাপর থেকে দুঃখ আর নিদারুণ অবস্থার দুনিয়া দেখে দেখে দুঃখ আর অশান্তির কারণে অল্পকালের প্রাপ্তিকে মৃগতৃষ্ণার মতো মনে করে দুঃখের দুনিয়া থেকে, বিকারী এই দুঃখের বন্ধন থেকে তারা মুক্তি চায়। ভক্ত, ভক্তি চায় আর অন্যেরা কেউ শক্তি চায়, কেউ মুক্তি চায়। এইরকম অসন্তুষ্ট আত্মাদের সুখ-শান্তি, পবিত্রতা এবং গুণের এক আঁজলা দিয়ে প্রাপ্তি করানোর সন্তুষ্টমণির কে? তোমরা? করুণাময় বাবার বাচ্চা তোমরা, তোমাদের জন্য বাবার করুণা হয়, দাতার বাচ্চা হয়ে তোমরা অল্পকালের প্রাপ্তির জন্য "আমার এটা চাই, এটা চাই, এটা চাই করে অনবরত কেঁদে চলেছো!" এইভাবে তোমরা সব মাস্টার দাতা প্রাপ্তিস্বরূপ বাচ্চাদের বিশ্বের আত্মাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়? তোমাদের ভাইরা অল্পকালের ইচ্ছাতে লক্ষ্যহীন হয়ে কতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের সাহায্য করতে তোমরা উৎসাহ বোধ করো? দাতার বাচ্চারা নিজের ভাইদের প্রতি দয়া আর ক্ষমার দৃষ্টি দাও। মহাদানী হও, বরদানী হও। দীপ্যমান সন্তুষ্ট মণি হয়ে সবাইকে সন্তুষ্ট বানাও। আজকাল লোকে সন্তোষী মাকে অনেক ডাকে, কারণ যেখানে সন্তুষ্ট আছে সেখানে প্রাপ্তির অভাব নেই, সন্তুষ্টতার আধারে স্থূল ধনও অটেল অনুভব করে। যারা সন্তুষ্ট তাদের কাউকে দুটাকা দিলেও সেটা লাখ টাকার সমান হয়। কেউ হয়তো কোটিপতি কিন্তু সন্তুষ্ট নেই, তখন কোটি কোটি নয়, সে ইচ্ছার ভিখারী। ইচ্ছা অর্থাৎ মর্মপীড়া। ইচ্ছা কখনো তোমাকে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো বানাতে পারেনা, কারণ বিনাশী ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে আরও অনেক ইচ্ছার জন্ম দেয়, এইজন্য ইচ্ছার চক্রে মাকড়সার জালের মতো তোমরা আটকা পড়ে যাও। নিস্তার পেতে চাইলেও তোমরা নিস্তার পাওনা। অতএব, এইরকম জালে ফাঁসে থাকা নিজেদের ভাইদের 'বিনাশী ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' বানাও। দৈন্যপীড়িত (পরেশান) হওয়া অর্থাৎ অগৌরবের ভূমিকা (শানের বিরুদ্ধতা)। তোমরা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান, দাতার বাচ্চা এবং সর্বপ্রাপ্তি তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। অমর্যাদাপ্রাপক আচরণই মর্মপীড়ার কারণ। এমন আত্মাদের তাদের গৌরবময় শ্রেষ্ঠত্ব দেখাও। বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে?

তোমরা সব ডবল বিদেশি বাচ্চারা নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছ, তাই না? ফিরে গিয়ে তোমরা কি করবে? মহাদানী-বরদানী হয়ে সকল আত্মাদের সুখ-শান্তির প্রাপ্তি দ্বারা তাদের ঝুলি

ভরে দিও । এই সঙ্কল্পই তো সাথে নিয়ে যাচ্ছ, তাই না ! বাচ্চাদের সাহস আর স্নেহ দেখে তাদের নিরন্তর স্নেহের রিটার্নে বাপদাদা পদমণ্ডন স্নেহ দেন । যারা দূরদেশের তারা তাদের স্বীকৃত হওয়া এবং প্রাপ্তির দ্বারা কাছের হয়ে গেছে এবং দেশবাসী স্বীকৃতি এবং প্রাপ্তি থেকে দূরে থেকে গেছে, এইজন্য সদা ডবল বিদেশি বাচ্চারা প্রাপ্তিস্বরূপের দৃঢ়তা আর সন্তুষ্টির উদ্দীপনায় অবিরাম সামনে এগিয়ে চলো । ভাগ্যবিধাতা সর্বপ্রাপ্তির দাতা সদা তোমাদের সাথে আছেন । আচ্ছা ।

উদারহৃদয় বাবার এমন উদারহৃদয় বাচ্চাদের, যারা সকলকে সন্তুষ্টিভর খাজানায় সম্পন্ন বানায়, এমন সন্তুষ্টিমণি বাচ্চাদের, যারা সদা প্রাপ্তিস্বরূপ হয়ে সবাইকে প্রাপ্তি করানোর শুভ ভাবনায় থাকে, এমন শুভ চিন্তক বাচ্চাদের, সবাইকে বিনাশী ইচ্ছা থেকে যারা 'ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা' বানায়, এমন সর্ব সমর্থ বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা বললেনঃ -

যদি এই গ্রুপের কাউকেও বলা হয় যে "এখানে বসে যাও" , সবাই তোমরা এভাররেডি আছো ? কারও পিছনের কোনো বন্ধন নেই তো, আছে তোমাদের ? এমনও হবে, সময় এলে তখন সবার টিকিট ক্যান্সেল করিয়ে এখানেই বসিয়ে দেওয়া হবে । এই সময়ে কেউ স্যালভেশনও নিতে চাইবে না । তোমাদের মনে আছে সবার, যখন ব্রহ্মাবাবা অব্যক্ত হয়েছিলেন, সেই চারদিন তোমরা কিভাবে কাটিয়েছিলে ? থাকার ঘর কি যথেষ্ট বড় ছিলো ? তোমরা কিছু রান্না করেছিলে ? তাহলে চারদিন কিভাবে কেটেছিলো ! বিনাশের দিনও এইভাবেই কেটে যাবে । সেই সময় তোমরা লাভলীন ছিলে, তাই না ! এমনই লাভলীন স্থিতিতে সমাপ্তি হবে । তারপরে এখানকার পাহাড়ের ওপরে থেকে তোমরা তপস্যা করবে । তোমাদের তৃতীয় নয়ন দ্বারা সমগ্র বিনাশ দেখবে তোমরা । এইরকমই নিশ্চিত তোমরা, তাই না ? কোনও চিন্তা নেই তোমাদের, না বাড়ীর, না পরিবারের, না কাজের । সদা নিশ্চিত, কি হবে এমন কোনো প্রশ্ন নেই । যা হবে ভালো হবে । একেই বলা হয়ে থাকে নিশ্চিত হওয়া । হয়তো সেন্টারের ঘরবাড়ী বা ব্যাংক ব্যালেন্স মনে আসতে পারে, কিন্তু কোনকিছু মনে আসা উচিৎ নয়, কারণ প্রকৃত ধন তো তোমাদের আছেই, তাই না ! সেটা তোমাদের বাড়িঘরে লেগেছে অথবা ব্যাংকে রাখা আছে । কিন্তু তোমাদের ধন তো তোমরা পদমণ্ডনে লাভ করবে । সবকিছু তোমরা ইনশিয়র করে নিয়েছ, তাই না ! মাটি তো মাটিই হয়ে যাবে আর তোমাদের ধন পদমণ্ডনে তোমরা পেয়ে যাবে আর কি চাই ! প্রকৃত ধন কখনও ওয়েস্ট হতে পারেনা । বুঝেছো তোমরা ! সদা এইরকম নিশ্চিত থাকো । না জানি পশ্চাতে সেন্টারের কি হবে ! ঘরের কি হবে ! এই কোশ্চেন হবেনা । সফল হয়েই আছে । সফল হবে কি হবে না, এই কোশ্চেন আর থাকবেনা । আগে থেকেই তোমরা তো উইল করে দিয়েছো, তাই না ! যেমন কেউ আগে থেকেই উইল করে সে নিশ্চিত হয়ে যায় । তাহলে সবাই তোমরা নিজের প্রতিটা শ্বাস, সঙ্কল্প, সেকেন্ড, সম্পত্তি, শরীর সব উইল করে দিয়েছো, তাই না ! উইল হওয়া জিনিস কখনও নিজের জন্য ইউজ করতে পারবেনা ।

বিনা শ্রীমতে এক সেকেন্ড অথবা এক পয়সাও তোমরা ইউজ করতে পারবে না; সবই পরমাত্মার হয়ে গেছে । সুতরাং, আত্মারা নিজেদের জন্য বা অন্য আত্মাদের জন্য ইউজ করতে পারে না । ডিরেকশন অনুযায়ী ইউজ করতে পারো । নয়তো, আমানতের প্রতি অসংবৃতি করা হয়ে যায় । বিনা ডিরেকশনে তুমি যদি সামান্য ধনও কোনো কাজে ব্যবহার করো, তাহলে সেই ধন সেদিকেই তোমাকে টানবে । ধন মনকে টানবে, আর মন তনকে এবং মর্মান্তিক যন্ত্রণা দেবে । তাহলে তো উইল করেও এটা

নেওয়াই হলো, তাই না ! ডিরেকশন অনুযায়ী যদি করো তবে কোনো পাপ নেই, কোনও বোঝা নেই; সেসব থেকে তোমরা ফ্রী । ডিরেকশন তো বুঝতে পারো তোমরা, তাই না ? সবকিছুর ডিরেকশন তোমরা পেয়েছো! এটা ক্লিয়ার, তাই তো ? তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হওনা তো ? কোনকিছু করতে বা বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য এটা করা উচিত কি না করা উচিত তা নিয়ে তোমরা দিশেহারা হওনা, তাই না ? কোথাও যদি সামান্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে যে নিমিত্ত হয়েছে তার থেকে ভেরিফাই করে নাও । অথবা, তোমার স্থিতি পাওয়ারফুল হলে অমৃতবেলার টাচিংই যথার্থ হবে । তোমার মনে মিস্ট্রড অনুভূতি নিয়ে অমৃতবেলায় বোসোনা, বরং প্লেন বুদ্ধিতে অর্থাৎ সহজ-সরল বুদ্ধিতে ব'সো, তখনই টাচিং যথার্থ হবে ।

কোনো কোনো বাচ্চার যখন প্রবলেম আসে তো তারা তখন তাদের মনের মধ্যে নিজেদের ভাব নিয়ে বসে । "এইজন্যই আমার এটা করা উচিত, এটাই হওয়া উচিত, আমার মতে এটাই ঠিক" . . . অতএব, টাচিংও যথার্থ হবেনা । তখন তারা শুধুমাত্র তাদের মনের সঙ্কল্পের রেসপন্স পায়, এই কারণে কোথাও না কোথাও সাফল্য হয়না । তখন অমৃতবেলায় পাওয়া ডিরেকশনের ব্যাপারে তাদের তালগোল পাকিয়ে যায়, যার ফলে, তারা বুঝতে পারে না কেন এমন কিছু হয়েছে অথবা কেন তারা সাফল্য পায়নি ! যাই হোক, তাদের মনের যে অনুভূতি তারা মিস্ট্রড করেছে, সেই অনুভূতিরই ফল পেয়ে থাকে । তোমার নিজের মনমতের ফল কি পাবে ? শুধুমাত্র বিভ্রান্ত হবে, তাই না ! একেই বলা হয়, নিজের মনের সঙ্কল্পকেই উইল করা অর্থাৎ ইচ্ছাবৃত্তি । আমার সঙ্কল্প এটাই বলে, কিন্তু বাবা কি বলেন ? আচ্ছা!

টিচারদের সাথে: - টিচারদের প্রতি বাপদাদার বিশেষ ভালোবাসা আছে, কারণ তোমরা সমান । বাবাও টিচার আর তোমরাও মাস্টার টিচার । যেমনই হোক, সমান যারা, তারা অতি প্রিয় হয় । অতি উদ্যম-উৎসাহের সাথে সেবাতে এগিয়ে যাচ্ছ । সবাই তোমরা চক্রবর্তী । চতুর্দিকে পরিক্রমণ করতে তোমরা অনেক আত্মার সম্বন্ধে এসেছো, অনেক আত্মাদের কাছে আনার কাজ করেছে । বাপদাদা খুশি । এইরকমই তো বোধ হয় যে বাপদাদা আমাদের প্রতি খুশি, নাকি মনে হয় এখনো কিছু করা বাকি ! তিনি খুশি, কিন্তু তোমাদের তাঁকে আরও খুশি করতে হবে । ভালো মেহনত করছো তোমরা, ভালোবাসার সাথে মেহনত করছো, তাই মেহনত কঠিন বলে বোধ হয় না । সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা সদাই মাথার মুকুট বলেন । তোমরা শিরোভূষণ । বাচ্চাদের উদ্যম-উৎসাহ দেখে বাপদাদা উদ্যম-উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সহযোগ দেন । এক কদম বাচ্চাদের, পদম কদম বাবার । যেখানেই হিম্মত সেখানেই উল্লাসের প্রাপ্তি নিজে থেকেই হয় । যখন তোমাদের সাহস থাকে তোমরা বাবার সহায়তা লাভ করো । এই কারণে তোমরা বেপরোয়া বাদশাহ, সেবা করতে থাকো । সফলতা পেতে থাকবে । আচ্ছা -

আবু সম্মেলনে আসা অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎকার: (১৩/০২/৮৪)

ডাঃ জেমস জোনাহ্ অ্যাসিস্টেন্টস সেক্রেটারি জেনারেল , ইউনাইটেড নেশনস .

বাপদাদা বাচ্চাদের সঙ্কল্পকে দরাজহুদয়ে সদা সহযোগ দিয়ে পরিপূর্ণ করবেন । তোমাদের যা সঙ্কল্প আছে, সেই সঙ্কল্পকে সাকারে নিয়ে আসার যোগ্য স্থানে তোমরা পৌঁছে গেছ । এটা বিশ্বাস করো যে এরা সব তোমার সাথী, তোমার সঙ্কল্পকে পূর্ণ করতে সহায়তা করবে ? সদা স্মরণে থাকলে শান্তির অনুভব করতে থাকবে । অতি মধুর সুখময় শান্তির অনুভূতি হতে থাকবে । শান্তিপ্রিয় পরিবারে

তোমরা পৌঁছেছ, সেইজন্যই তোমরা সেবার নিমিত্ত হয়েছো । সেবার নিমিত্ত হওয়ার রিটার্ণে, যখনই তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে সহজ সাফল্যের অনুভব করবে । নিজেকে সদা "আমি শান্তিস্বরূপ আত্মা, আমি শান্তির সাগরের সন্তান, শান্তিপ্রিয় আত্মা" । ক্রমাগত এই স্মৃতিতে থেকে এই অনুভব দ্বারা যারাই সম্পর্কে আসবে, তাদের সন্দেহী (বার্তাবাহক) হয়ে সন্দেশ (বার্তা) দিতে থাকবে । এই অলৌকিক অক্যুপেশন সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করার উপযুক্ত বানাবে এবং সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভব করতে থাকবে । বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুটোই শ্রেষ্ঠ থাকবে । শান্তির অনুভব করে যোগ্য আত্মা হও । সদা শান্তির সাগরতরঙ্গে ভেসে এগিয়ে চলো ।

যখনই কোনো কাজ কঠিন লাগে তখন শান্তির ফরিস্তাদের সাথে নিজের সম্পর্ক থাকলে কঠিন সহজ হয়ে যাবে । বুঝেছো তোমরা ! তোমরা খুব ভাগ্যবানও বটে ! ভাগ্যবিধাতার এই ধরিদ্রীতে পৌঁছানো কোটির মধ্যে কিছু আর সেই কিছুর মধ্যেও কিছু তোমরা । সুতরাং ভাগ্যবান তো তোমরা হয়েই গেলে । এখন পদ্মাপদম ভাগ্যবান অবশ্যই হতে হবে । লক্ষ্য তো এইরকমই, তাই না ! অবশ্যই তোমরা এমনই হবে, শুধুমাত্র শান্তির ফরিস্তাদের সাথে নিরন্তর তোমাদের সংযোগ রেখে চলো । বিশেষ পার্ট প্লে করা বিশেষ আত্মারাই এখানে পৌঁছায় । ভবিষ্যতেও তোমাদের বিশেষ পার্ট আছে, তোমাদের আরও অগ্রগতির হিসেবে তোমরা তা জানতে পারবে । এই কাজ তো সফল হয়েই আছে । যারা শুধু তাদের ভাগ্য বানাতে চায়, তাদের জন্য এটা সেবার সাধন । যতই হোক, এটা তো সম্পন্ন হয়েই আছে আর আগেও অনেকবার হয়েছে । তোমাদের সঙ্কল্প খুব ভালো । আর তোমাদের সব সাথীরা, যারা এখান থেকে গেছে, এবং যারা স্নেহী, সহযোগী, তাদেরও স্নেহপুষ্পের সাথে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ দাও ।

ম্যাডাম আনোয়ার সাদাতের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

ইজিপ্টের জন্য সন্দেশ

নিজেদের দেশে ফিরে ধনের ইকনমির পদ্ধতি শেখাও । খুশির সাথে মনে ধনের অনুভূতি হয় আর ধনের ইকনমিই মনের খুশির আধার । এইভাবে তাদের ধনের ইকনমি আর মনের খুশির সাধন দেখাতে পারলে, তারা তোমাদের খুশির ধন ও মনের খুশি দেওয়া খুশির ফরিস্তা অনুভব করবে । সুতরাং, এখন এখান থেকে শান্তি আর খুশির ফরিস্তা হয়ে যাও । এই শান্তিকুণ্ডের অবিনাশী বরদান সদা সাথে রাখো । যখনই কোনো পরিস্থিতি আসবে "আমার বাবা" বললে সেই পরিস্থিতি সহজ হয়ে যাবে । তোমরা জেগে উঠতেই সবার আগে বাবার সাথে সদা মিষ্টি-মধুর কথা বলবে আর সারা দিনের মধ্যেও মাঝে মাঝে নিজেকে চেক করবে বাবার সাথে আছে কিনা ! আর রাতে বাবার সাথেই নিদ্রা যাও, একলা ঘুমিও না, তাহলে সদা বাবার সাথে অনুভব করবে । সবাইকে বাবার বার্তা দিতে থাকবে । তোমরা অনেক সেবা করতে পারো, কারণ তোমাদের অভিপ্রায়, সবাই যেন খুশি, শান্তি পায়, যখনই তোমরা তোমাদের হৃদয়ের ইচ্ছায় কোন কাজ করো, তাতে অবশ্যই তোমাদের সাফল্য প্রাপ্তি হয় । আচ্ছা! ওম্ শান্তি!

বরদান: - সকল সম্বন্ধ এক বাবার সাথে জুড়ে মায়াকে বিদায় করে সহজযোগী ভব

যেখানে সম্বন্ধ থাকে সেখানে নিজে থেকেই স্মরণ সহজেই হয়ে যায় । তোমাদের সর্বসম্বন্ধ বাবার সাথে থাকা অর্থাৎ সহজ যোগী হওয়া । তোমরা সহজযোগী হলে সহজভাবে মায়ার বিদায় হয়ে যায় । মায়া যখন বিদায় নেয়, বাবার অভিনন্দন তোমাদের মহা উল্লতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । যারা প্রতি পদে পরমাত্মার এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ লাভ করতে থাকে, তারা সহজে উড়তে থাকে ।

স্লোগান: - সদা বিজি থাকা বিজনেসম্যান হও - তবে প্রতি পদে শতগুনে উপার্জন হবে ।